পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 68 Saturday, 7 February, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৬৮ সংখ্যা ✱ ২৪ মাঘ ১৪৩২, শনিবার, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বাংলায় এবার এক দফায় ভোট? বড় ইঙ্গিত কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলার ভোট নিয়েও বৈষম্য দেখে তৃণমূল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও অভিযোগ তুলেছিলেন অন্য রাজ্যে কয়েক দফায় ভোট মিটে গেলেও, বাংলার ক্ষেত্রে তা হয় না। কিন্তু এবার সেই অভিযোগ তোলার জায়গা যেন রাখতে চায় না সিইও দফতর। বাংলায় এক দফাতেই ভোট করাতে প্রস্তুত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশন পরামর্শ চাইলে বাংলার বিধানসভা ভোট এক দফায় করার কথা বলতে রাজি মনোজ আগরওয়ালের দফতর। একেবারে এক দফাতেই নির্বাচন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সিইও দফতর যে প্রস্তুত সেও উল্লেখ করবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। তবে এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেই। বাংলার নির্বাচন এবং অসহিষ্ণুতা যেন একে অপরের পরিপূরক। প্রতিবার ভোট আসে, সঙ্গে আসে হিংসার খবর, দেখা যায় হানাহানি, হয় বোমাবাজি। এক দফায় ভোট হলে সেই অশান্তি বা হিংসার সুযোগ কম থাকবে বলেই মনে করছেন একাংশ। তবে সেক্ষেত্রে একটি সমস্যার জায়গা থেকেই যাচ্ছে, তা হল পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। কারণ, চলতি বছরে বাংলা ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলায় এক দফায় ভোট করানো হলে স্বরাষ্ট্র দফতর কি সেই বাহিনীর চাহিদা মেটাতে পারবে? প্রশ্ন থাকছে সেই নিয়েও। এদিন এক দফা ভোট নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল তৃণমূল মুখপাত্র তন্ময় ঘোষকে। বাংলায় 'ওয়ান ডে' ম্যাচ হলে শাসকশিবির কি তা সামাল দিতে পারবে? উত্তরে তিনি বলেন, ''যারা ভাল খেলে, তাঁরা সব পিচেই সেঞ্চুরি হাঁকান। আমরা মানুষকে নিয়ে চিন্তিত, কত দফায় ভোট হচ্ছে তা নিয়ে নয়।'' অন্যদিকে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকারের মতে, ''এই গোটা

সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের। ওনারা যত দফাই নির্ধারণ করবেন, আমরা তার জন্য তৈরি রয়েছি।'' অন্যদিকে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হতে চলেছে দেশের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে সেই ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের, যেখানে বর্তমানে এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। ভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন ও চূড়ান্তকরণে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের পাঠানো চিঠি অনুযায়ী, যেসব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর চলছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষাদ্বীপ, পুদুচেরি ও আন্দামান-নিকোবর। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির প্রশাসনিক শীর্ষকর্তাদের কাছে এই তথ্য পাঠিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়সূচি স্পষ্ট করেছে কমিশন। ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। বিশেষ করে বাংলাসহ কয়েকটি রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নিয়ম ও নির্দেশিকায় বারবার পরিবর্তন আনতে হয়েছে। মাঠপর্যায়ের বাস্তব পরিস্থিতি ও অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন একাধিক সংশোধনী জারি করে, যার ফলে কাজের ধরনেও এসেছে পরিবর্তন।

'মোদির ব্যাটা' বনাম 'বাবা চোর'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ বাবা নিয়ে বাগযুদ্ধ! বাজেট অধিবেশনের মাঝে নজিরবিহীন বাদানুবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিধানসভা। বৃহস্পতিবারই পেশ হয়েছে অন্তর্বর্তী বাজেট। তাতে সরকারের জনকল্যাণমূলক বেশিরভাগ প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বেড়েছে, নতুন প্রকল্পের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। নিয়মমাফিক এনিয়ে শুক্রবার বিধানসভায় আলোচনা হওয়ার কথা। সেখানেই বেনজিরভাবে বাগযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উদয়ন গুহর উদ্দেশে 'গুন্ডা' বলে মন্তব্য করেন শুভেন্দু। তার পালটায় উদয়নের সাফ প্রশ্ন, ''আপনি তো শিশিরবাবুর ছেলে। আর নিজেকে বলেন মোদির ব্যাটা। তাহলে আপনি আসলে কার ছেলে?'' এভাবে পিতৃপরিচয় নিয়ে কার্যত নজিরবিহীন তর্কবিতর্ক শুরু হয়। স্পিকার দু'জনের এই কথোপকথন পর্ব বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেন। শুক্রবার বিধানসভার শুরুতে অন্তর্বর্তী বাজেট নিয়ে বক্তব্য রাখছিলেন বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ী। অভিযোগ, তাঁকে বারবার বাধা দিচ্ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ। তাতে প্রতিবাদ করেন বিরোধী দলনেতা। এনিয়ে সামান্য বাদানুবাদ হয় দু'জনের মধ্যে, পরে যা তুমুল কুরুচিকর বাক্যালাপে। অভিযোগ, উদয়ন গুহকে 'গুন্ডা' বলে আক্রমণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। বাজেট আলোচনার পর এনিয়ে বক্তব্য রাখতে ওঠেন উদয়ন। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দলনেতা বিধানসভার বাইরে প্রায়শয়ই এমন আক্রমণ করেন। নিজের পিতৃপরিচয় দিয়ে উদয়নের আরও বক্তব্য, তাঁর বাবা কমল গুহ ১৯৬২ সাল থেকে সাতবার বিধানসভার সদস্য ছিলেন, বাম রাজনীতি করতেন। তা শুনে শুভেন্দু বলে ওঠেন, ''আপনিই তো নিজের বাবাকে চোর বলেছেন।'' এরপর উদয়নের মন্তব্য, ''আপনি প্রমাণ করে দিন আমি বাবাকে কখনও চোর বলেছি। তাঁর কিছু কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছিলাম মাত্র।'' শুভেন্দুকে খোঁচা দিয়ে তিনি আরও বলেন, ''আপনি তো শিশিরবাবুর ছেলে। কিন্তু নিজেকে বলেন মোদির ব্যাটা। তাহলে আপনি আসলে কার ছেলে?'' এনিয়ে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় হস্তক্ষেপ করেন। দু'জনকে থামিয়ে তিনি জানান, এ ধরনের কুরুচিকর কথোপকথন বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের মত, বিধানসভা অধিবেশনের মাঝে এভাবে পিতৃপরিচয় নিয়ে শাসক-বিরোধীর বাদানুবাদ একেবারেই নজিরবিহীন।

সীমান্তে বেড়া ইস্যুতে কেন্দ্রকে নয়া চাল মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিতর্ক নতুন মোড় নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট শর্ত দিয়ে বলেছেন, জমি দেওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তার আগে কেন্দ্রকে অবশ্যই বিএসএফ-এর এলাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিএসএফ আইন সংশোধন করে পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটারের পরিবর্তে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত অনুসন্ধান, গ্রেফতার ও বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেয়। মমতা এই সিদ্ধান্তকে অন্যায় ও একতরফা বলে অভিহিত করেছেন। গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর আলোচনার সময় মমতা বলেন, ''জমি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আপনারা জমি পাবেন। কিন্তু তার আগে এই একতরফা নিয়ম বদলান বিএসএফ-এর এলাকা ১৫ কিলোমিটার থেকে ৫০ কিলোমিটার করার নিয়ম প্রত্যাহার করুন।'' তিনি জোর দিয়ে বলেন, ''রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে বিএসএফ সহ কেন্দ্রীয় সব সংস্থাকে জমি দিয়েছে। আমরা অনেক প্রকল্পের জন্য জমি দিয়েছি। প্রথমে বলুন কতটা কাজ শেষ হয়েছে। বিএসএফ-কেও জমি দেওয়া হয়েছে। কাজ শেষ করুন, তারপর আরও জমি দেব।'' মমতা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে নিশানা করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, অমিত শাহ সম্প্রতি দাবি করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সীমান্ত ফেন্সিংয়ের জন্য জমি দিচ্ছে না এটা তথ্যের নির্বাচিত উপস্থাপনা। মমতা বলেন, ''কেন্দ্র পুরো তথ্য দিচ্ছে না। রাজ্য যে জমি দিয়েছে, তার পুরো হিসাব প্রকাশ করা হচ্ছে না।'' তিনি জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে দাবি করেন, কিন্তু রাজ্যের অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ মেনে নেবেন না। এই বিতর্কের পটভূমি অনেক পুরনো। কেন্দ্র দাবি করে, বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় ৫৬৩ কিলোমিটার এলাকায় ফেন্সিং অসম্পূর্ণ রয়েছে, যার ফলে অনুপ্রবেশের সমস্যা বাড়ছে। অমিত শাহ সম্প্রতি বলেছেন, রাজ্য সরকার সাতবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও জমি দিচ্ছে না। কলকাতা হাইকোর্টও সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে যে, নয়টি সীমান্ত জেলায় অধিগ্রহীত জমি ৩১ মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে বিএসএফ-কে হস্তান্তর করতে হবে। বিজেপি এই রায়কে হাতিয়ার করে বলছে, মমতা সরকার আদালতের নির্দেশও মানবে না এবং অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে দেখছে। মমতা অবশ্য এসব অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে বলেন, ''সীমান্ত নিরাপত্তা কেন্দ্রের দায়িত্ব। বিএসএফ কেন্দ্রের অধীনে, তাই অনুপ্রবেশের দায় কেন্দ্রকেই নিতে হবে।'' তিনি দাবি করেন, রাজ্য জমি দিয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো কাজ শেষ করেনি। ৫০ কিলোমিটারের এলাকা বাড়ানোর ফলে রাজ্য পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ হচ্ছে, যা সংবিধানসম্মত নয়।

বাতিল বিহারের নির্বাচন! বিরাট সিদ্ধান্ত শোনাল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে বাতিল করার আবেদন নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। প্রাক্তন ভোটকুশলী ও রাজনৈতিক কৌশলজ্ঞ প্রশান্ত কিশোরের দল 'জন সুরাজ পার্টি'র (আবেদনকে সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি খারিজ করেছে। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে জমা পড়া আবেদনের শুনানি চলাকালীন আদালত স্পষ্টভাবে জানায়, নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তন করতে বিচারব্যবস্থাকে ব্যবহার করা যাবে না। জনগণ যদি ভোটে প্রত্যাখ্যান করে, তা আমাদের বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ঠিক করার সুযোগ নয়। বিহারের ২৪৩ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে জেএসপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ২৪২টিতে। কিন্তু কোনও কেন্দ্রে তারা সফল হয়নি। সব আসনেই তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। শুনানির সময় আদালত জন সুরাজ পার্টির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তোলে, কত ভোট পেয়েছেন? নির্বাচনের পর বিচারব্যবস্থাকে ব্যবহার করার চেষ্টা কেন? জন সুরাজ পার্টির অভিযোগের কেন্দ্রে ছিল 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা', যার মাধ্যমে নির্বাচনের ঠিক আগে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে নগদ অর্থ পাঠানো হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, ১ কোটি মহিলার নাম নথিভুক্ত করার মাধ্যমে প্রায় দেড় কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে এবং আদর্শ আচরণ বিধি কার্যকর থাকার সময়ও এই বিতরণ চালু থাকে। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিল জিবিকা নেটওয়ার্ক, যা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে অর্থ পৌঁছে দেওয়ার কাজে সহযোগিতা করেছিল। জেএসপি দাবি করেছিল, নির্বাচনের ঠিক আগে সরকারি প্রকল্পের নামে এই টাকা বিতরণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ব্যাহত করেছে। তবে সুপ্রিম কোর্ট জন সুরাজ পার্টির আবেদনের গুরুত্ব যাচাই করতে অস্বীকার করেছে এবং পরামর্শ দিয়েছে যে রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো হাইকোর্টে দেখা উচিত। আদালত আরও জানিয়েছে যে, কিছু গুরুতর খয়রাতি সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে এবার বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গড়েছে বিজেপি এবং সংযুক্ত জনতা দল। ফের নীতীশ কুমার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। যদিও বিরোধীরা গোড়া থেকেই নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রশান্ত কিশোরের দল 'জন সুরাজ পার্টি'র আশা পূরণ হয়নি।

নজরে বিধানসভা নির্বাচন

'ঘরে ঘরে' বাজেট পৌঁছে দিতে সব জেলায় সাংবাদিক বৈঠক তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ বিধানসভায় অন্তর্বর্তী বাজেট পেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভোটের আগে জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তুলে ধরার কৌশলে নেমে পড়ল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। বাজেট ঘোষণার পরের দিনই রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একযোগে সাংবাদিক বৈঠক করেছে তৃণমূল। লক্ষ্য একটাই - বাজেটে ঘোষিত ভাতা বৃদ্ধি, নতুন প্রকল্প এবং সরকারি কর্মীদের স্বস্তির বার্তা দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। দলীয় সূত্রের দাবি, এই প্রচার পরিকল্পনা ছিল আগে থেকেই তৈরি। সেই অনুযায়ী জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সাংসদ, বিধায়ক এবং পুরসভার চেয়ারম্যানরা নিজ নিজ জেলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। বৈঠকগুলিতে জটিল বাজেটের পরিসংখ্যান নয়, বরং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কোন ঘোষণার কী প্রভাব পড়বে, সেটাই সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, অন্তর্বর্তী বাজেটকে কেন্দ্র করে এই সমন্বিত প্রচার স্পষ্টতই ভোটমুখী কৌশলের অংশ। এবারের বাজেটে একাধিক জনকল্যাণমূলক ঘোষণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে উপভোক্তাদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সেই তালিকার শীর্ষে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘভাতা ৪ শতাংশ বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ারদের মাসিক পারিশ্রমিক ১,০০০ টাকা বাড়ানোর পাশাপাশি একই হারে ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কদের ক্ষেত্রেও। যুবসমাজকে লক্ষ্য করে নতুন প্রকল্পও ঘোষণা করেছে সরকার। মাধ্যমিক পাশ যুবক-যুবতীদের জন্য 'বাংলার যুবসাথী' নামে নতুন ভাতা প্রকল্প চালুর কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষাবন্ধুদের ভাতাও মাসে ১,০০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। সিভিক ভলান্টিয়ার ও গ্রিন পুলিশের বেতন বৃদ্ধির জন্য বাজেটে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথাও উল্লেখ করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের জন্যও বাজেটে বিশেষ স্বস্তির বার্তা রয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ হেল্থ স্কিমের আওতায় পেনশনভোগীরা ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা সুবিধা পান। নতুন ঘোষণায় জানানো হয়েছে, চিকিৎসা খরচ এই সীমা ছাড়ালে অতিরিক্ত ব্যয়ের ৭৫ শতাংশও ক্যাশলেস পরিষেবার আওতায় আসবে। একই সঙ্গে সপ্তম পে কমিশনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এই সব ঘোষণাকেই ভোটের আগে নিজেদের উন্নয়নমূলক কাজের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে তৃণমূল। তাই বাজেট পেশের পরদিন থেকেই রাজ্যজুড়ে সংগঠিত প্রচারে জোর দেওয়া হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অন্তর্বর্তী বাজেটকে ঘিরে এই ধারাবাহিক প্রচার আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক দলের কৌশলগত প্রস্তুতিরই স্পষ্ট ইঙ্গিত।

বিজেপির অফিসের সামনে বেগুনি আন্দোলন

পাশে থাকার বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ সল্টলেকে বিজেপির অফিসে সামনে শুধুই বেগুনি শাড়ি। বিজেপির অফিসে ঢোকার মুখে বসে রয়েছেন আশা কর্মীরা। শুক্রবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে এসে পুলিশের বাধা পেয়ে রাস্তাতেই বসে পড়েছেন আশা কর্মীরা। তারই মধ্যে বিজেপি অফিসে কোনওরকমে ঢুকছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। তেমনভাবেই দলের অফিসে এদিন ঢুকতে দেখা গেল রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে। আশা কর্মীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন। তবে তাঁরই সামনে আশা কর্মীদের একাংশ কেন্দ্রের বিরুদ্ধেও স্লোগান দিলেন। গতকাল রাজ্য বাজেটে আশা কর্মীদের ১০০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ১৮০ দিন মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মরত অবস্থায়

মৃত আশা কর্মীর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজ্যের এই ঘোষণায় খুশি নন আশা কর্মীরা। এদিন স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জড়ো হন তাঁরা। ব্যারিকেড করে তাঁদের আটকায় পুলিশ। বাধা পেয়ে রাস্তাতেই বসে স্লোগান দিতে শুরু করেন আশা কর্মীরা। এদিন সল্টলেকে বিজেপির অফিসের সামনেও বসে পড়েন তাঁরা। তখন দেখা যায়, কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে হেঁটে দলের অফিসে ঢুকলেন শমীক। এরপর বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ''আশা কর্মীদের দাবির যৌক্তিকতা রয়েছে। তাঁদের আন্দোলনের প্রতি আমাদের সমর্থন রয়েছে। যে টাকায় তাঁদের কাজ করতে হয়, তাতে কাজ করা সম্ভব নয়। তাঁদের দাবি ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত। কেন্দ্রের কাছে আমরা জানিয়েছি, যে এই পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীও বিষয়টি জানেন। নতুন সরকার এসে ব্যবস্থা করবে।'' একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''এই বাজেট সরকারি কর্মীদের সঙ্গে প্রতারণার বাজেট। আশা কর্মীদের সঙ্গে প্রতারণার বাজেট।'' শমীক যখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, তখন আশা কর্মীরা তাঁর উদ্দেশে বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীকে বলুন, আমাদের গ্রুপ ডির মর্যাদা দিতে।'' কেন্দ্রও তাঁদের সঙ্গে বঞ্চনা করেছে বলে স্লোগান দিতে থাকেন আশা কর্মীরা। এক আশা কর্মী বলেন, ''আমাদের বলা হচ্ছে, এটা কেন্দ্রের প্রকল্প। যদি কেন্দ্রের প্রকল্প হয়, তাহলে তো কেন্দ্রেরও ভাবা উচিত। কেন্দ্র প্রতি বছর বাজেটে আমাদের জন্য কিছু বলছে না কেন? কেন রাজ্যের কাছে ভিক্ষা চাইতে আসতে হয়? আর রাজ্যের তো কেন্দ্রকে জানানো উচিত।''

ফর্ম ৬-এর 'পাহাড়'

সংবাদ সংস্থা, লখনউ, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ জল্পনা আগেই তৈরি হয়েছিল, এবার তাতেই সিলমোহর দিল নির্বাচন কমিশন। যোগীরাজ্যে বাড়ল নিবিড় পরিমার্জনের সময়সীমা। আপত্তি জানানো, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ-সহ গোটা প্রক্রিয়ার দিনক্ষণে বদল ঘটাল উত্তর প্রদেশের সিইও দফতর। এদিন ওই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নবদীপ রিনওয়া বলেন, ''৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিপুল পরিমাণ ফর্ম ৬ জমা পড়ায় রাজ্যে চলা ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি দাখিলের সময়সীমা এক মাস বৃদ্ধি করা হল।'' এর ফলে উত্তর প্রদেশের ভোটাররা আগামী ৬ মার্চ পর্যন্ত তালিকা পরিমার্জন সংক্রান্ত আপত্তি জানাতে পারবেন। পাশাপাশি, নিজেদের নাম সংযোজন, কোনও নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। এরপর ২৭ মার্চের মধ্যে সেই সকল আবেদনগুলি খতিয়ে দেখবে কমিশন। অর্থাৎ ওই দিন পর্যন্ত চলবে শুনানি। শেষবার সময়সীমা বেড়ে উত্তর প্রদেশের এসআইআর-এর জন্য চূড়ান্ত তালিকার পরিবর্তিত তারিখ হয়েছিল ৬ মার্চ। কিন্তু আপত্তি জমা দেওয়ার জন্য সময়সীমা এক মাস বেড়ে যাওয়ায় প্রভাব পড়ল চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিনক্ষণেও। উত্তর প্রদেশের সিইও দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার সেই রাজ্যে এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হতে চলেছে সেই ১০ এপ্রিল।

ইসলামাবাদে আত্মঘাতী হামলায় মৃত্যু বেড়ে ৩১

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ-এ শুক্রবার জুমার নামাজের সময় একটি শিয়া মসজিদে ভয়াবহ আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ৩১ জন নিহত এবং ১৬৯ জন আহত হয়েছেন। ইসলামাবাদের ডেপুটি কমিশনার ইরফান মেমন নিশ্চিত করেছেন যে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, কারণ অনেক আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হামলাটি ঘটেছে শহরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের তারলাই কালান এলাকায় অবস্থিত খাদিজাতুল কুবরা মসজিদ-কাম-ইমামবাড়ায়। নামাজের সময় মসজিদে ভিড় ছিল প্রচুর, যা হামলার ভয়াবহতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, একজন আত্মঘাতী হামলাকারী মসজিদের গেটে পৌঁছে নিরাপত্তাকর্মীদের দ্বারা আটকানোর চেষ্টা হলে সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় মসজিদের প্রবেশদ্বার ও আশপাশের ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উদ্ধারকর্মী ও স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে কাছাকাছি তিনটি হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালগুলোতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। অনেকে বলছেন, বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল যে কয়েক কিলোমিটার দূরেও শোনা গিয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, ''এই নৃশংসতা ধর্মীয় সম্প্রীতি ও শান্তির বিরুদ্ধে আঘাত। আমরা এই অপরাধীদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেব।'' তিনি শোকাহত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। পুলিশ বলছে, তদন্ত চলছে এবং কোনো গোষ্ঠী এখনও দায় স্বীকার করেনি। তবে পাকিস্তানে এ ধরনের হামলা প্রায়ই তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) বা অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই হামলা পাকিস্তানে সাম্প্রতিক সময়ের জঙ্গি তৎপরতার একটা অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। গত কয়েক মাসে বেলুচিস্তান, খাইবার পাখতুনখোয়া ও অন্যান্য এলাকায় একাধিক হামলা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির শুরুতে বেলুচিস্তানে একাধিক হামলায় ১২০-এরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এছাড়া নভেম্বর ২০২৫-এ ইসলামাবাদের একটি আদালত চত্বরের বাইরে টিটিপি-র হামলায় ১২ জন নিহত হয়েছিল। এই ঘটনাগুলো পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের অস্থিরতা ও তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উত্তেজনা প্রকাশ করছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, পাকিস্তান সরকার এই হামলার জন্য আফগানিস্তান-ভিত্তিক তালিবানকে দায়ী করতে পারে। কয়েকজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক বলছেন, যদি আফগান তালিবানের সঙ্গে যোগসূত্র পাওয়া যায়, তাহলে পাকিস্তান সীমান্তে সামরিক অভিযান বা বিমান হামলা চালাতে পারে। পাকিস্তান বারবার অভিযোগ করে আসছে যে আফগানিস্তান থেকে জঙ্গিরা পাকিস্তানে ঢুকে হামলা চালাচ্ছে। আফগানিস্তান অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করে।

মাসে ৩ হাজার টাকা! শুভেন্দুর 'হাতে' লক্ষ্মীর ভান্ডার বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ভোট বৈতরণী পেরতে তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপি-র হাতিয়ারও কি লক্ষ্মীর ভান্ডার? গতকাল লক্ষ্মীর ভান্ডারে আরও ৫০০ টাকা বাড়ানোর কথা বাজেটে ঘোষণা করেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আর শুক্রবার বিধানসভার অন্দরে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাতেও একটি পোস্টার দেখা গেল। যেখানে স্পষ্ট বার্তা, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে বাজেট নিয়ে বলতে গিয়ে এদিন শুভেন্দু দাবি করেন, ভোট অন অ্যাকাউন্টে এত কিছু করার থাকে না। কোড অব কন্ডাক্টের কারণে এগুলি কোনওভাবেই কার্যকর হবে না। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আর একশো দিনও বাকি নেই। এই আবহে গতকাল রাজ্য বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডারে ৫০০ টাকা বাড়ানো-সহ একাধিক ঘোষণা করা হয়েছে। মাধ্যমিক পাশ বেকার যুবকদের জন্যও ভাতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আশা কর্মীদেরও ১০০০ টাকা ভাতা বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন ওই বাজেট নিয়ে আলোচনায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ''এটা নির্বাচনী প্রচারপত্র। ভোট অন অ্যাকাউন্টে এত কিছু করার থাকে না। কোড অব কন্ডাক্টের কারণে এগুলি কোনওভাবেই কার্যকরী হবে না। যে যা পেতেন, তাই পাবেন।'' একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''যে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা একমত নই।'' ২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী মাধ্যমিক পাশ যুবক-যুবতীদের জন্য 'বাংলার যুবসাথী' প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। যেখানে মাসে ১৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। এই নিয়ে এদিন শুভেন্দু বলেন, ''বেকার ভাতা দেবেন বলা হয়েছে। কিন্তু, এই বাজেট তো মে পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে। মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। কিছুতেই এটা দেওয়া যাবে না।'' এরপরই তিনি বলেন, ''একসময় আপনারা ঘোষণা করলেন, আবেদন করুন, বেকার ভাতা দেব। দেড় লক্ষ আবেদন জমা পড়ল। কিছু টাকা হয়তো দেওয়া হল। তারপর এই প্রকল্পের কী হল? সবটাই লোক দেখানো। চাকরি নেই। চাকরির কী খবর? তিনি জানতে চান, কেন এত ঋণ, আপনাদের ব্যাখ্যা কী? কেন ডিএ দেওয়া হয় না রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের, ব্যাখ্যা দিন।''

গবেষণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার নিয়ে ওয়েবিনার

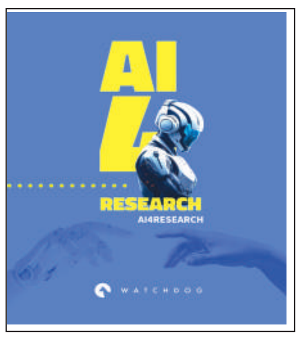

অনিকেত নস্কর,কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চলতি মাসের ১৫ তারিখে এআই ফর রিসার্চ শীর্ষক একটি দু'দিনের অনলাইন সেমিনারের (ওয়েবিনার) আয়োজন করতে চলেছে ওয়াচডগ জার্নালিজম টিউশন ক্লাসেস। এই ওয়েবিনারের মূল উদ্দেশ্য হলো গবেষণা ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর বাস্তব ও কার্যকর ব্যবহার তুলে ধরা। ওযেবিনারে এআই ভিত্তিক লিটারেচার রিভিউ, গবেষণার গ্যাপ চিহ্নিতকরণ, স্মার্ট ডাটা স্যাম্পলিং এবং উন্নত ডাটা অ্যানালিসিস পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে গবেষণার সময় ও শ্রম অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে বলে দাবি সাংবাদিকতার প্রশিক্ষক অর্ক চক্রবর্তীর। এই সেমিনারটি গবেষক, পড়ুয়া, সাংবাদিক, বিশ্লেষক এবং গবেষণা এআই ব্যবহার করতে আগ্রহী সকলের জন্য উন্মুক্ত। অংশগ্রহণকারী সকলকে শংসাপত্র প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফে।

চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের প্রয়াণ বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

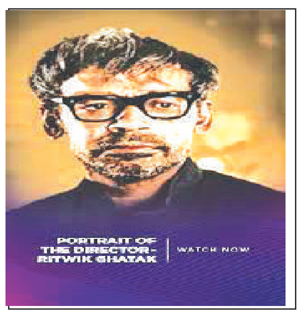

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের প্রয়াণ বার্ষিকী শুক্রবার যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স' হ্যান্ডেলে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন- বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে চলচ্চিত্র পরিচালকের কালজয়ী সিনেমাগুলি কলকাতা আন্তর্জা।তিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর ওপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই কলকাতায় একটি মেট্রো স্টেশনের নাম তাঁকে সম্মান জানিয়ে তাঁর নামে করা হয়েছে।উল্লেখ্য, বিশ্বখ্যাত এই বাঙালি চলচ্চিত্র পরিচালক, নাট্যকার ও চিত্রনাট্যকারের জন্ম অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) রাজশাহীতে। দেশভাগ, মানুষের দুর্দশা ও সামাজিক বাস্তবতাকে তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের নিপুণ কারুকার্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা' প্রভৃতি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও কালজয়ী সৃষ্টি।

শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক তরজা

কলকাতা,৬ফেব্রুয়ারিঃবিধানসভায় বাজেট বিতর্কের আলোচনায় আজ শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক তরজা বাঁধে। বিরোধীরা একদিকে সামাজিক প্রকল্প ও ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অন্যদিকে বাজেটের ভাষা ও দর্শন ঘিরে শাসক বিরোধী চাপান উতরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অধিবেশন কক্ষ।বাজেট আলোচনার শুরুতেই বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ৬০ বছর বয়স হলেই লক্ষীর ভান্ডারের উপভোক্তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বার্ধক্য ভাতার আওতায় চলে যান। লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে ৫০০ টাকা ভাতা বাড়ানো

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

স্বপ্ন না দেখা আসলে অপরাধ, পরীক্ষা পে চর্চায় বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বপ্ন না দেখা আসলে অপরাধ, পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার পরীক্ষা পে চর্চার নবম সংস্করণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বপ্ন না দেখা অপরাধ। স্বপ্ন দেখা আবশ্যিক, কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখা কখনোই সফল হয় না। অতএব, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া উচিত কর্ম।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমাদের দেশে বোর্ড পরীক্ষায় যারা বেশি নম্বর পেয়েছে তারা ছোট গ্রামের। আগে কেবল ব। পরিবার এবং ব। স্কুলের ছেলেমেয়েরা বেশি নম্বর পেত। কয়েকদিন আগে, আমি ব্লাইন্ড ক্রিকেট দলের মেয়েদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তারা জিতেছিল। তাদের কথা শুনে আমার চোখে জল এসে যায়। তাদের কোনও ঘর নেই এবং তারা চোখে দেখতে পায় না। তারা খেলতে শিখেছে এবং প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও, তারা এতদূর পৌঁছেছে। আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণায় থাকা উচিত নয় যে, আরামের অঞ্চল জীবন তৈরি করে জীবন তৈরি হয় আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি তার দ্বারা।লক্ষ্য নাগালের মধ্যে থাকা উচিত, কিন্তু সহজে অর্জনযোগ্য নয়, পড়ুয়াদের পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার পরীক্ষা পে চর্চার নবম সংস্করণে এক ছাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জিজ্ঞাসা করে, যদি একজন শিক্ষক খুব দ্রুত পড়ান এবং শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে, তাহলে কী করবেন? প্রধানমন্ত্রী মোদী উত্তর দেন, আপনি কি আপনার শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন? আপনি খুব চালাকির সঙ্গে আপনার অভিযোগটি ভাগ করে নিয়েছেন, তাই আমাকে একজন শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিতে দিন। একজন শিক্ষকের আগ্রহী থাকা উচিত এবং শিক্ষার্থীর গতির চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকা উচিত। আমাদের লক্ষ্যটি নাগালের মধ্যে থাকা উচিত, কিন্তু সহজে অর্জনযোগ্য নয়।পরীক্ষা পে চর্চা-এর নবম সংস্করণে, সিকিমের ছাত্রী শ্রিয়া প্রধান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সামনে একটি স্বরচিত গান উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, গানটি তিনটি ভাষায় লেখা - হিন্দি, নেপালি এবং বাংলা। পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, দ্বিতীয় দিক হল পেশাগত দক্ষতা। ধরুন আপনি একজন ডাক্তার হতে চান। আপনার চিকিৎসা দক্ষতা ক্রমাগত আপডেট করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো নম্বর পেয়েছ বলাই যথেষ্ট নয়।পরীক্ষা কখনই চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, পরীক্ষা পে চর্চার নবম সংস্করণে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এই পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 'পরীক্ষা পে চর্চা'-এর নবম সংস্করণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আমি অতীতের দিকে ফিরে তাকাই না, আমি সর্বদা ভবিষ্যৎতের দিকে তাকাই। এমন সময় আসে যখন শিক্ষকরা কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি শেখান এবং আপনাকে ভাল নম্বর পেতে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু একজন ভালো শিক্ষক সর্বাত্মক উন্নয়নের উপর মনোনিবেশ করেন এবং সবকিছু শেখান। জীবন কেবল পরীক্ষা সম্পর্কে নয়। শিক্ষা আমাদের উন্নযনের একটি মাধ্যম মাত্র। পরীক্ষা কখনই চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য হল সর্বাত্মক উন্নয়ন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, জীবনের সবকিছুতেই ভারসাম্য থাকা উচিত। যদি তুমি একদিকে বেশি ঝুঁকে পড়ো, তাহলে তুমি পড়ে যাবে। জীবন দক্ষতা এবং পেশাগত দক্ষতা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই এগুলো আত্মস্থ করা যেতে পারে। 'পরীক্ষা পে চর্চা'-এর নবম সংস্করণে আসা অসমীযা 'গামোসা' দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য, বিশেষ করে অসমের জন্য নারী ক্ষমতায়নের এক প্রতীক, কারণ মহিলারা ঘরে বসে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার সাথে এটি তৈরি করেন।শিক্ষাকে বোঝা হিসেবে দেখা উচিত নয়, শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে কখনই বোঝা হিসেবে দেখা উচিত নয়। আমাদের সম্পূর্ণভাবে জড়িত থাকা উচিত। অর্ধ-হৃদয় শিক্ষা জীবনকে সফল করে না। তাই আমাদের কেবল নম্বরের উপর নয়, জীবনের উন্নতির উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটি শ্রেণীকক্ষ এবং পরীক্ষার বাইরেও বিস্তৃত।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারতে ইন্টারনেট সস্তা বলে সময় নষ্ট করো না। আমি বেটিংয়ের বিরুদ্ধে আইন তৈরি করেছি। আমরা তা হতে দেব না। কিন্তু গেমিং একটি দক্ষতা। এর সঙ্গে গতিও জড়িত, তাই এটি উন্নযনের জন্য ভালো। তবে উন্নত মানের গেমিং বেছে নিয়ে তোমার দক্ষতা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো।

বার্ড ফ্লু, সতর্কবার্তা জারি চেন্নাইয়ে

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ৬ ফেব্রুয়ারিঃ চেন্নাইয়ে থাবা বসিয়েছে অতি সংক্রামক বার্ড ফ্লু। শুক্রবার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকশো মৃত কাক পাওয়া যাওয়ার পর ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় মারণ ভাইরাস এইচ৫এন১-এর উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। এই ঘটনার পর তামিলনাড়ু জুড়ে উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে সতর্কবার্তা জারি করেছে তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্য দফতর। জৈবসুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মকানুন মেনে মৃত পাখিগুলিকে পুড়িয়ে কিংবা মাটিতে পুঁতে দিতে বলা হয়েছে। শহরের পোলট্রি ফার্মগুলিতে কোনও পাখির মৃত্যু হলে একই নিয়ম অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।উল্লেখ্য, এইচ৫এন১ ভাইরাসের জন্য বার্ড ফ্লু হয়। সাধারণত এই ভাইরাসে পোলট্রির মুরগি এবং কাকের মতো পাখিরাই আক্রান্ত হয়। পাখিদের মাধ্যমে ক্রমশ এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসে আক্রান্ত পাখির সংস্পর্শে এলে অন্য প্রাণীও এর দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে। তবে মানুষের দেহে এই ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। প্রায় বিরলই বলা চলে। তবে কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাঁর নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা যেতে পারে। শারীরিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতিও হতে পারে।

রবিবার ১২ ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, যান চলাচলে কড়া নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃগুরুত্বপূর্ণ মেরামতি ও পুনর্বাসন কাজের জন্য আগামী রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি, টানা ১২ ঘণ্টা বন্ধ রাখা হবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু তথা বিদ্যাসাগর সেতু। কলকাতা পুলিশের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সেদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সেতুর ওপর দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং ডাউন কেবল এবং বেয়ারিং প্রতিস্থাপনসহ একাধিক জরুরি সংস্কারমূলক কাজ এই সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে।হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি) কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এই কাজ পরিচালিত হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সেতুর নিরাপত্তা ও দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতেই এই অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ইতিমধ্যেই বিকল্প যান চলাচলের পরিকল্পনা তৈরি করেছে। প্রয়োজনে শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়ক ও অন্যান্য সেতু ব্যবহার করে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।সাধারণ মানুষকে ওই দিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর সেতু ব্যবহার না করার এবং আগাম যাত্রাপথ পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে অফিসযাত্রী, দূরপাল্লার যানবাহন ও পণ্যবাহী ট্রাকচালকদের বিকল্প রুট ব্যবহারের জন্য সতর্ক করা হয়েছে। প্রশাসনের আশা, সাময়িক অসুবিধা হলেও এই সংস্কার কাজ ভবিষ্যতে সেতু ব্যবহারে আরও নিরাপত্তা ও স্বস্তি নিশ্চিত করবে।

বাণিজ্যে নীতি সরলীকরণঃভারতের চলমান নিয়ন্ত্রক নীতির রূপান্তর

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃকেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্তম্ভ হিসাবে বাণিজ্যের সারল্য পুনরায় জোরদার করেছে। ডিজিটাইজেশন, কর সংক্রান্ত নিশ্চয়তা, বিনিয়োগকারীদের প্রবেশাধিকার এবং মামলা-মোকদ্দমা হ্রাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।শুল্ক ছা।পত্রের জন্য একক ও সংযুক্ত ডিজিটাল উইন্ডোর মাধ্যমে ডিজিটাল বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধির উপর জোর।-বাজারে তারল্য বৃদ্ধি ও বিনিয়োগকারীদের প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের অধীনে পিআর ওআই বিনিয়োগ সীমা বৃদ্ধি।- মিনি মাম অল্টা রনেট ট্যাক্সকে কম হারে ১৪ শতাংশে চূ।ান্ত কর হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, ফলে কর সংক্রান্ত নিশ্চয়তা বাড়বে ও বিরোধ কমবে। ঝুঁকি ব্যবস্থায় বিশ্বস্ত আমদানি কারকদের স্বীকৃতি, প্রত্যক্ষ যাচাই কমিয়ে কারখানা থেকে জাহাজ পর্যন্ত ছা।পত্রের সুবিধা।প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিবাণিজ্যের সারল্য বা ' অফ ডুয়িং বিজনেস' ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে পুনরায় স্বীকৃত হয়েছে। কেঃদ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ ডিজিটাল বাণিজ্য সুবিধা, কর সংক্রান্ত নিশ্চয়তা, মান্যতার জটিলতা ও মামলা-মোকদ্দমা হ্রাস, বিশ্বাস ভিত্তিক কাস্টমস ব্যবস্থা এবং বিনিয়োগবান্ধব কর কাঠামোর উপর ভিত্তি করে একাধিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি গত এক দশকে গৃহীত ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উপর নির্মিত। লক্ষ্য ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজ করা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কমপ্লায়েন্সের বোঝা কমিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের আস্থা জোরদার করা।ভএই সংস্কারগুলির প্রভাব ভারতের বিনিয়োগ প্রবাহ ও উদ্যোগ সম্প্রসারণে প্রতিফলিত হয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০২৫ সময়কালে ভারতে ৭৪৮.৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এসেছে। আগের ১১ বছরের তুলনায় ১৪৩ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি, সক্রিয় নিবন্ধিত কোম্পানির সংখ্যা ২০২০-২১ সালের ১.৫৫ লক্ষ থেকে ২০২৫-২৬ সালে ১.৯৮ লক্ষে পৌঁছেছে (৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত)। এটি পাঁচ বছরে প্রায় ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। বিকশিত ভারত ২০৪৭ রূপকল্পের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ' অফ ডুয়িং বিজ'নেস সংস্কারগুলি বিশ্ব মূল্য শৃঙ্খলে সংযোগ শক্তিশালী করা এবং শিল্পনির্ভর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।ইজ অফ ডুয়িং বিজনেসে বা সহজে বাণিজ্য করার ব্যাপারে বাজেটের গুরুত্বভএই বাজেটে কর সংক্রান্ত নিশ্চয়তা বৃদ্ধি, মান্যতার কাঠিন্য হ্রাস এবং বিশ্বাসভিত্তিক প্রশাসনকে উসাহিত করার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এমএটি যুক্তিসঙ্গতকরণ, বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াগত অপরাধের অপরাধীকরণ প্রত্যাহার। পাশাপাশি, লেনদেন ব্যয় কমাতে ও ব্যবসার দক্ষতা বাড়াতে ডিজিটাল সংহতি ও ঝুঁকিভিত্তিক ছাড়পত্রের মাধ্যমে কাস্টমস ও লজিস্টিক সংস্কারকে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সুবিধাভ- কার্গো সংক্রান্ত ছাড়পত্রের অনুমোদনের জন্য একক ও সংযুক্ত ডিজিটাল উইন্ডো।যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে কোনও কমপ্লায়েন্স প্রয়োজন নেই, সেগুলির ক্ষেত্রে আমদানিকারক অনলাইনে নিবন্ধন সম্পূর্ণ করে শুল্ক পরিশোধের পর কাস্টমস তাক্ষণিকভাবে ছাড়পত্র দেবে।ভভ- সমস্ত কাস্টমস প্রক্রিয়ার জন্য একক, সমন্বিত ও স্কেলযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসাবে দুই বছরের মধ্যে কাস্টমস ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম চালু করা হবে। ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য উন্নত ইমেজিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিসহ নন-ইন্ট্রুসিভ স্ক্যানিং ধাপে ধাপে সম্প্রসারিত করা হবে। লক্ষ্য প্রধান সমস্ত বন্দরে প্রতিটি কনটেনার স্ক্যান করা।ভারতের বাইরে বসবাসকারী ব্যক্তিরা পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট স্কিমের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ভারতীয় কোম্পানির ইক্যুইটি ইন্সট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করতে পারবেন। এই স্কিমে একজন পিআরওআই-এর বিনিয়োগ সীমা ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে বৃদ্ধি এবং মোট সীমা ১০ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে।বিশ্বব্যাপী ব্যবসা ও বিনিয়োগ আকর্ষণ অনুমানভিত্তিক কর প্রদানকারী সমস্ত প্রবাসীদের জন্য মিনিমাম অল্টারনেট ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি।উল্লেখযোগ্য মুনাফা ও লভ্যাংশ প্রদান সত্ত্বেও বিভিন্ন শূন্য কর প্রদানকারী কোম্পানিগুলিকে কর ব্যবস্থার আওতায় আনতে এমএটি প্রবর্তন করা হয়েছিল।সমস্ত ধরনের শেয়ার হোল্ডারের জন্য শেয়ার বাইব্যাককে ক্যাপিটাল গেইন হিসাবে করযোগ্য করা।নতুন কর ব্যবস্থায় কর দায়ের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত বিদ্যমান এমএটি ক্রেডিট সেট অফের অনুমতি। এমএটিকে চূড়ান্ত কর হিসাবে প্রস্তাব এবং হার ১৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৪ শতাংশ করা।দণ্ড ও বিচার পরিচালনার যুক্তিসঙ্গতকরণএকক আদেশের মাধ্যমে সমন্বিত মূল্যায়ন ও দণ্ড প্রক্রিয়া। আপিল চলাকালীন দণ্ডের উপর কোনও সুদ নেই এবং প্রাক-পরিশোধের হার ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ। পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট বছরের প্রযোজ্য হারের উপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ কর দিয়ে রিটার্ন আপডেট করার সুযোগ। আন্ডাররিপোর্টিং ও মিসরিপোর্টিং দুই ক্ষেত্রেই দণ্ড ও বিচার থেকে অব্যাহতির কাঠামোর সম্প্রসারণ। হিসাবের বই ও নথি না পেশ করা এবং পণ্যের বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থের ক্ষেত্রে টিডিএস সংক্রান্ত অপরাধীকরণ প্রত্যাহার। ক্ষুদ্র অপরাধে শুধুমাত্র জরিমানা।কিছু প্রযুক্তিগত ত্রুটির ক্ষেত্রে দণ্ডের পরিবর্তে জরিমানা আরোপ। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট প্রসিকিউশন শ্রেণিবিন্যাস, সর্বাধিক দুই বছর পর্যন্ত সাধারণ কারাদণ্ডের বিধান এবং জরিমানায় রূপান্তরের সুযোগ।২০ লক্ষ টাকার নিচে অস্থাবর বিদেশি সম্পদের ক্ষেত্রে ১.১০.২০২৪ থেকে পশ্চাদপট কার্যকরী প্রসিকিউশন অব্যাহতি। বিশ্বাসভিত্তিক ব্যবস্থাটিয়ার ২ ও টিয়ার ৩ অনুমোদিত অর্থনৈতিক অপারেটরদের জন্য শুল্ক স্থগিত। পরিশোধের সময়সীমা ১৫ দিন থেকে বাড়িয়ে ৩০ দিন।এর অর্থ কী শুল্ক স্থগিত পরিশোধ ব্যবস্থা শুল্ক পরিশোধ ও কাস্টমস ছাড়পত্রকে আলাদা করার একটি পদ্ধতি। এর মূল নীতি হল আগে ছাড়পত্র, পরে পরিশোধ। লক্ষ্য হল জাস্ট-ইন-টাইম উপাদনকে সহায়তা করতে বন্দর থেকে গুদাম পর্যন্ত নির্বিঘ্ন পরিবহন নিশ্চিত করা।এই সময়সীমা বৃদ্ধির অর্থ হল আমদানির পরে তাক্ষণিকভাবে নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুল্ক পরিশোধের সুযোগ।যোগ্য উপাদনকারী আমদানিকারকদের জন্যও একই সুবিধা প্রদান, যা ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ টিয়ার ৩ এইও স্বীকৃতি অর্জনে উৎসাহ দেবে।কাস্টমসের জন্য বাধ্যতামূলক অ্যাডভান্স রুলিংয়ের বৈধতা ৩ বছর থেকে বা।িয়ে ৫ বছর।ভএইও স্বীকৃতির ভিত্তিতে কার্গো ছাড়পত্রে অগ্রাধিকার। ঝুঁকি ব্যবস্থায় বিশ্বস্ত আমদানিকারকদের স্বীকৃতি, ন্যূনতম যাচাই এবং ইলেকট্রনিক সিলযুক্ত রপ্তানি কার্গোর কারখানা থেকে জাহাজ ছাড়পত্র। কমপ্লায়েন্সবিহীন পণ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় নোটিফিকেশন ও তাৎক্ষণিক ছাড়পত্র।স্বঘোষণা, ইলেকট্রনিক ট্র্যাকিং ও ঝুঁকিভিত্তিক অডিটসহ অপারেটর-কেন্দ্রিক কাস্টমস পরিকাঠামো।ক্লিয়ারেন্স থেকে কমপ্লায়েন্স সংস্কার গত কয়েক বছরে ভারত ধারাবাহিক কাঠামোগত, নিয়ন্ত্রক ও ডিজিটাল সংস্কারের মাধ্যমে আরও সহজ ও দক্ষ ব্যবসা পরিবেশ গা। তুলেছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫-২৬ অনুযায়ী এই উদ্যোগগুলি কমপ্লায়েন্স হ্রাস, অনুমোদন সহজীকরণ এবং ক্ষুদ্র অপরাধের অপরাধীকরণ প্রত্যাহারের প্রতিফলন।ভঅপরাধীকরণ প্রত্যাহার ও বিশ্বাসভিত্তিক নিয়ন্ত্রণজন বিশ্বাস সংশোধনী আইন ২০২৩ এর মাধ্যমে ৪২টি আইনের ১৮৩টি ধারা অপরাধমুক্ত করা হয়েছে। জন বিশ্বাস সংশোধনী বিল ২০২৫-এ ৩৫৫টি ধারা অন্তর্ভুক্ত। ২৮৮টি ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস এবং ৬৭টি ইজ অফ লিভিং বৃদ্ধির লক্ষ্যে।ভপরিবেশ সুরক্ষা আইন ১৯৮৬, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮১, ভারতীয় বন আইন ১৯২৭ এবং জল দূষণ আইন ১৯৭৪-এর অপরাধমূলক ধারাগুলি অপরাধমুক্ত করা হয়েছে। কমপ্লায়েন্স হ্রাস ও ডিরেগুলেশনের জন্য জানুয়ারি ২০২৫-এ গঠিত টাস্ক ফোর্স পাঁচটি মূল ক্ষেত্রে কাজ করেছে।ভন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে অনুমোদন প্রক্রিয়া একত্রিত করেছে এবং লক্ষাধিক অনুমোদন প্রদান করেছে।সমাপ্তিনিয়ন্ত্রণ সরলীকরণ, ডিজিটাইজেশন ও বিশ্বাসভিত্তিক প্রশাসনের মাধ্যমে ভারতের বাণিজ্যিক সারল্য কাঠামো ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬-২৭ ও চলমান সংস্কারগুলি ব্যবসার জন্য পূর্বানুমেয়তা বৃদ্ধি ও মান্যতার কাঠিন্য হ্রাসের সুস্পষ্ট বার্তা দেয়। বিনিয়োগ, উদ্যোগ বৃদ্ধি ও আনুষ্ঠানিকীকরণের প্রবণতা এই সংস্কারের গতি ও গভীরতা প্রতিফলিত করে।তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়।

মুদ্রানীতি কমিটির সিদ্ধান্ত, রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল আরবিআই

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রেপো রেট আবারও অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)। শুক্রবার আরবিআই-এর গর্ভনর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেছেন, মুদ্রা নীতি কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে পলিসি রেপো রেট ৫.২৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরবিআই-এর সুদের হারে আপাতত হচ্ছে না কোনও বদল। তিন দিনের মুদ্রানীতি কমিটি বা এমপিসির (মনিটারি পলিসি কমিটি) বৈঠকের পর এ কথা ঘোষণা করেন সঞ্জয় মালহোত্রা। আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা বলেছেন, এই বছরের প্রথম নীতি মালায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা নতুন বছরের মাত্র দ্বিতীয় মাসে আছি এবং ইতিমধ্যেই ভূ-রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য শুল্ক ফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি প্রত্যক্ষ করেছি। বর্ধিত ভূ-রাজনৈতিক আবহ এবং ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার মধ্যে, ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি এবং নিম্ন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে একটি ভালো অবস্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সতর্ক হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে, বন্ড বাজারের মনোভাব মন্দার মধ্যে রয়েছে, যা আর্থিক স্থায়িত্বের উদ্বেগকে প্রতিফলিত করে। তবে, প্রযুক্তিগত স্টক দ্বারা পরিচালিত ইকুইটি বাজারগুলি আশাবাদী রয়েছে।আরবিআই গভর্নর সঞ্জয় মালহোত্রা আরও বলেছেন, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার সহনশীলতার সীমার নীচে ছিল। আগামী বছরের প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রান্তিকে সিপিআই মুদ্রাস্ফীতির জন্য সংশোধিত পূর্বাভাস যথাক্রমে ৪ এবং ৪.২, যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তা এখনও মৃদু এবং মুদ্রাস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাসে সামান্য উর্ধ্বমুখী সংশোধন মূলত মূল্যবান ধাতুর দাম বৃদ্ধির কারণে, যা প্রায় ৬০ থেকে ৭০ বেসিস পয়েন্ট অবদান রাখে।

ডিএ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রায়ের কপি এখনও হাতে পাইনি। আমাদের রায়টা খতিয়ে দেখতে দিন। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। কোনও রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা অবসরকালীন ভাতা পান না। আমাদের রাজ্যে তা দেওয়া হয়। অবসরকালীন ভাতা না দেওয়া হলে অনেক টাকা বেঁচে যেত। কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের কথা চিন্তা করে তা সরকার দিয়ে থাকে।

এসআইআর শুনানিতে প্রাক্তন প্রধানের ক্ষোভ, ভোটারদের জন্য বিরিয়ানির আয়োজন মালদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃএসআইআর শুনানিতে হাজির হয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান নিজাম আলী। গত বৃহস্পতিবার তিনি পূর্বপুরুষের নথি-সহ মোট ২৪টি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে শুনানি কেন্দ্রে উপস্থিত হন। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মিলকি অঞ্চলের প্রধান থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় 'বেস্ট' প্রধান হিসেবে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কার পান তিনি। এদিন শুনানি কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে নিজাম আলীর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি করছে এবং বেছে বেছে তৃণমূল সমর্থকদের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে।অন্যদিকে, এসআইআর শুনানিকে কেন্দ্র করে অভিনব উদ্যোগও নজর কেড়েছে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য নিজাম আলী বুথের ভোটারদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে শুনানি কেন্দ্রের বাইরে বিরিয়ানির আয়োজন করেন। তাঁর দাবি, উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ভোটারদের পাশে থাকা এবং যাতে তাঁরা সুষ্ঠুভাবে শুনানির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন, সেই সহযোগিতা করা। এদিন তিনি নিজেও উপস্থিত থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন এবং ভোটারদের বিভিন্ন প্রয়োজনে সহায়তা করেন।

অবশেষে কাটল জঙ্গিপুর পৌরসভার অচলাবস্থা, সম্পন্ন বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি,জঙ্গিপুর, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক জটিলতা ও অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর পৌরসভায় বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী পূর্বে জঙ্গিপুর পৌরসভার নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রশাসকের দাযিত্ব দেওয়া হয় জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক গদ্দাম সুধীর কুমার রেড্ডিকে। দাযিত্বভার গ্রহণের পর তিনি পৌরসভার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা শুরু করেন।পরবর্তীতে এক কাউন্সিলর প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশে পুনরায় আগের নির্বাচিত বোর্ডকে দাযিত্বভার গ্রহণ করে পৌরসভা পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে নির্দেশ জারির পরেও কয়েকদিন ধরে অনিশ্চয়তা ও জটিলতা অব্যাহত ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কাউন্সিলর সরকারি লিখিত নির্দেশিকার জন্য মহকুমা শাসকের দফতরে যোগাযোগ করলেও স্পষ্ট জবাব পাননি বলে অভিযোগ ওঠে। অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশ মান্যতা দিয়ে জঙ্গিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ১৬ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১২ জনকে নিয়ে বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠক সম্পন্ন করেন। বৈঠক ঘিরে রাজনৈতিক মহলে স্বস্তির সুর শোনা গেছে। ভাইস চেয়ারম্যান সন্তোষ চৌধুরীও প্রশাসনিক কাজ দ্রুত স্বাভাবিক হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়া

নিজস্বপ্রতিনিধি,কলকাতা,৬ফেব্রুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া ২৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতের রায়ের কপি সহ সব নথি নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের যৌথ সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে আজ রাজ্য সরকারের কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। সচিবালয় নবান্নে এই ডেপুটেশন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও তাদের ট্রাফিক গার্ডে যাবতীয় কাগজ জমা দিতে বলা হয় বলে মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ জানিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিলেও তা দ্রুত কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগী নয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিভিউ করলে কর্মচারীরা আরও বৃহত্তর আন্দোনে নামবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বিএলও-র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোরগোল হরিহরপাড়ায়

মুর্শিদাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় এক বিএলও-র। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল হয় মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার শ্রীপুরে। অভিযোগ, একটি বিশেষ দলের তরফে রটিয়ে দেওয়া হয়, এসআইআরের বলি হলেন

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সুযোগের দরজা খুলে যাবে। আপনার শক্তি এবং উৎসাহ আপনাকে অনন্য কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা হবে এবং সহকর্মীদের সহযোগিতায.কাজ সফল হবে।

বৃষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচকতা এবং নিষ্ঠার প্রতীক। এই দিন আপনি আপনার সম্পর্কের গভীরতা এবং বোঝাপড়া বাড়াতে সক্ষম হবেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ আপনাকে মানসিক শান্তি এবং সন্তুষ্টি দেবে। বিবাহের যোগ হবে।

মিথুনঃআপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য চাপ এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। আপনার রসিক স্বভাব সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলবে।

কর্কট রাশি ঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। আপনার অর্থ তখনই আপনার কাজে আসে যখন আপনি নিজেকে অতিরঞ্জিত ব্যয় করা থেকে বিরত রাখেন, আজ আপনি এই জিনিসটি ভালভাবে বুঝতে পারবেন।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার অনেক সুযোগ পাবেন। আপনার ধারণাগুলো ভাগ করে নিতে দ্বিধা বোধ করবেন না। আপনার জীবনের পরিবেশ ইতিবাচক থাকবে, যা আপনার সম্পর্কগুলোকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটান এবং আপনার প্রিয়জনদের সমর্থন করুন। ভালবাসা এবং সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য এটি সেরা সময়।

কন্যা ঃজাতক জাতিকারা কাজে আরও বেশি ক্রিয়েটিভ বোধ করবেন। আপনি যে কোনও প্রকল্প শুরু করবেন, তাতে সন্তোষজনক ফলাফল পেতে পারেন। শুভদিন।

তুলাঃ আনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। আপনার স্ত্রীর সাথে ভালো বোঝাপড়া ঘরে সুখ-শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনবে।।

বৃশ্চিকঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি সহযোগিতা এবং সম্প্রীতিতে পূর্ণ থাকবে। শুভদিন।

ধনুঃ এই সময়টি আধ্যাত্মিকতার সাহায্য নেওয়ার জন্য উপযুক্ত যেহেতু আপনার মানসির চাপ প্রতিহত করার পক্ষে এটি অন্যতম সেরা বিকল্প। সংসারে শান্তি হবেই।

মকরঃ জাতক জাতিকার জন্য একটি উৎসাহব্যঞ্জক দিন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্যের ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা এবং জ্ঞানের প্রশংসা করা হবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।

কুম্ভঃ আপনার ভদ্র ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। আর্থিক উন্নতি হবে

মীনঃজাতক জাতিকাদের চিন্তা ও অনুভূতিতে গভীর ভাবে ডুব দেওয়ার জন্য একটি উপযুক্ত দিন। আপনি আপনার ভিতরের কণ্ঠস্বর শুনতে সক্ষম হবেন এবং এটি আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। অর্থ ব্যয় হবে

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের সর্বত্রই আপাতত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। তবে, উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা শীতল হাওয়ায় কমবে রাতের তাপমাত্রা। ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে তাপমাত্রা। এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিনে ফের তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বাড়বে শীতের আমেজ। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উভয়ই কমতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে আপাতত কুয়াশার তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। মহানগরী কলকাতায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। আকাশ থাকবে মূলত পরিষ্কার। শুক্রবারই কলকাতা-সহ আশেপাশের এলাকায় কমেছে তাপমাত্রা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি কম। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৪১ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ৯টা ৫৫মিনিট এবং ১১রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২৫মনিটে হতে পারে।

কলকাতা

মহানগরের খবর

হাওড়ার রাজাপুর একটি মামলায় 'নাবালকে'র সাজা ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে গত ২০১৯ সালে হাও।ার রাজাপুর থানার একটি মামলায় ঘটনার সময় অভিযুক্ত নাবালকের সাজা ঘোষণা করা হলো হাও।ার লিলুয়ার জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে। বৃহস্পতিবার জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের মুখ্য বিচারক রূপমা ব্যানার্জি ঘটনার সময়ে নাবালক (১৭ বছর) বর্তমানে (২৪)-কে ভারতীয়. দণ্ডবিধির ৩৪১৩২৩ ধারায়.(অন্যায়ভাবে বাধাদান ও ইচ্ছাকৃত আঘাতের দায়ে) সপ্তাহে একদিন মোট ৪০ ঘণ্টা সামাজিক সেবার আদেশ দেন। তাকে হাওড়ার লিলুয়ার জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে সপ্তাহে একদিন মোট ৪০ ঘণ্টা শ্রম দান করতে হবে। তার মধ্যে জলদান, ফাইল আদান প্রদান, গাছ-গাছালিতে জল দেওযা. ইত্যাদি করতে হবে। উল্লেখ্য, ঘটনাটি ঘটে গত ২০১৯ সালের ২৪ এপ্রিল। হাও।ার রাজাপুর থানা এলাকায় জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে পরিবারের অপর সদস্যরা সহ ওই নাবালকের জনৈক মহিলাকে অন্যায়ভাবে বাধাদান ও স্বেচ্ছাকৃত আঘাতের ফলে মহিলা জখম হন। হাঁটুতে আঘাত পান। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। রাজাপুর থানা মামলা দাযের করে নাবালকের নামে চার্জশিট দাযের হয। মোট ৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ ও সাক্ষী সাবুদ শেষে মাননীয়.বিচারক ওই সাজার আদেশ দেন।

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে কড়া নজরদারি নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নজিরবিহীন প্রস্তুতি শুরু করল নির্বাচন কমিশন। অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভোট নিশ্চিত করতে প্রায.দেড় হাজার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। এই পর্যবেক্ষকদের জন্য দিল্লিতে দুই দিনব্যাপী বিশেষ ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণ শিবিরের আযো়জন করা হয়, যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানানো হযেছে, মোট ১,৪৪৪ জন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক তিন দফায় এই প্রশিক্ষণ ও ব্রিফিং বৈঠকে অংশ নেন। এই পর্যবেক্ষকদের আগামী দিনে অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ-এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে মোতাযেন় করা হবে। এই পাঁচ রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কমিশন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে ভোট ঘিরে অতীতের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। সেই কারণেই এবার পর্যবেক্ষকদের প্রশিক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, ভোটের প্রতিটি ধাপে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁদের দায়িত্ব পালনের আগে প্রতিটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝানো হচ্ছে। তিন ধরনের পর্যবেক্ষক, তিন রকম দায়িত্ব ।এই ব্রিফিং পর্বে অংশ নেওয়া পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ছিলেন তিন ধরনের আধিকারিক-সাধারণ পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব মূলত ভোটগ্রহণ ও গণনার পুরো প্রক্রিযার উপর নজর রাখা। পুলিশ পর্যবেক্ষকরা দেখবেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বাহিনী মোতায়েন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা।

আখতার আলির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি, আদালতকে এড়িয়ে হাসপাতালে ভর্তি, সিবিআইয়ের কড়া পর্যবেক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির বিরুদ্ধে আদালত শুক্রবার জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। আলিপুরের সিবিআই কোর্টে শুনানি হয় এই মামলার। তবে আদালতে হাজির ছিলেন না আখতার আলি। তিনি অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হাওড়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি হন। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। সিবিআই-এর হাতে আখতারের গ্রেপ্তারি কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? উঠছে প্রশ্ন। আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে আখতার আলি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু গত বুধবার হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। ফলে উচ্চতর আদালতের দরজা এখনও তার জন্য খোলা রয়েছে। এ বিষয়ে আখতার আলির আইনজীবী জানান, তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। অন্যদিকে, সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, আখতার আলি ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে উপস্থিত হননি, কারণ হাইকোর্টে তাঁর জামিন আবেদন খারিজ হয়ে গেছে। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আইনজীবীও

আখতার আলির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। অভিযোগের বিষয়বস্তু অনুযায়ী, বিভিন্ন টেন্ডারকে ব্যবহার করে আখতার আলি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। এমনকি সিবিআই দাবি করেছে, আখতার আলির স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ও দুর্নীতির অর্থ ঢোকানো হয়েছে। আলিপুরের দ্বিতীয় সিবিআই কোর্টের বিচারক সুজিত কুমার ঝাঁ আখতার আলির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। তবে তা কার্যকর হবে কি না, তা এখনও সময়ের অপেক্ষায়। আইনজীবী মহলের একাংশের মতে, জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারও আখতার আলির জন্য খোলা রয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও আরজি কর দুর্নীতি মামলার মূল অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ আনেন আখতার আলি। তখন তিনি ওই হাসপাতালের ডেপুটি সুপার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। পরে তিনি অন্যত্র বদলি হন। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ডেপুটি সুপার থাকাকালীন কয়েকদিন আগে তিনি পদত্যাগ করেন। তবে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, তাঁর পদত্যাগপত্র এখনও গৃহীত হয়নি। সিবিআই সূত্রে জানা গেছে, আখতার আলি বিভিন্ন টেন্ডারের মাধ্যমে আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ, সরকারি তহবিল থেকে অনিয়মিতভাবে অর্থ নেওয়া হয়েছিল। সেই অর্থের অংশ আখতার আলির নিজস্ব স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, আখতার আলি এই দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত লাভের পাশাপাশি পরিবারকেও আর্থিক সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ দায়ের করা আখতার আলিই এখন সেই দুর্নীতির মামলার মূল অভিযুক্তে পরিণত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই জানিয়েছে, বিভিন্ন টেন্ডারের নামে আখতার আলি আর্থিক তছরুপের মাধ্যমে নিজে লাভবান হয়েছেন এবং এমনকি তাঁর স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ও সেই অর্থ ঢুকেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

মাইক্রোসফটের নামে আমেরিকানদের সঙ্গে সাইবার প্রতারণা, মহেশতলা থেকে গ্রেপ্তার আট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা এলাকা থেকে এক বিশাল সাইবার প্রতারণা চক্রের সদস্যদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়েয় আটজনকে আটক করা হযেছে। ধৃতদের কাছ থেকে বাজেযা়প্ত হযেছে পাঁচটি ল্যাপটপ, বারোটি মোবাইল ফোন এবং দুটি রাউটার। ধৃতদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, মাইক্রোসফটের নামে ভুয়ো কল সেঃটার খুলে তারা মার্কিন নাগরিকদের সাইবার প্রতারণার জালে ফেলত। তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, প্রতারকরা মহেশতলার জোত শিবরামপুরের একটি আবাসনে ঘর ভাড়া নিযে. ভুযো. কল সেন্ট।র চালাচ্ছিল। তারা দাবি করত, তারা মাইক্রোসফটের সঙ্গে যুক্ত এবং বিভিন্ন নামিদামি আমেরিকান ব্যাঙ্কের প্রযুক্তি কাজের সঙ্গে যুক্ত। নিজেদের পরিচয়.দিত টেকনিক্যাল সাপোর্ট এক্সিকিউটিভ হিসেবে। এভাবেই তারা মার্কিন নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করত এবং বিভিন্ন ধরনের জালিযা়তি চালাত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তাদের প্রতারণার খবর ছড়িযে. পড়েছিল। প্রতারণার শিকার ব্যক্তিরা পরে মাইক্রোসফটে যোগাযোগ করলে জানতে পারেন, গোটা ব্যাপারটাই ভুয়ো। এনিয়ে গত নভেম্বর মাসে কলকাতার সাইবার

থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে সাইবার ক্রাইম শাখা একটি বিশেষ টিম গঠন করে তদন্ত শুরু করে। ধৃতদের অবস্থান সনাক্ত করতে এবং চক্রের কার্যক্রম বোঝার জন্য রাতভর তল্লাশি চালানো হয়। বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩টে ৪০ থেকে মিনিট কুড়ির অপারেশন চালানো হয় মহেশতলার নামী আবাসন গ্রিন ফিল্ড সিটিতে। সেখানকার ব্লক-৪৬এর সেভেন বি-তে প্রতারকদের ডেরার হদিশ মেলে। তারপর একে একে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয। ধৃতদের মধ্যে জুনেদ আলি, মহম্মদ সাকির, মহম্মদ খুরশিদ আখতার, শাদাব খান, জাকির খান, হুসেন আহমেদ খান, শেখ আমিরুল্লা এবং কুঃদন রায. রযেছেন। তাদের অধিকাংশের বযস় ২৪ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। গ্রেপ্তারের তালিকায. একমাত্র জাকির খানের বয়স ৪৫, যিনি হুগলির বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। তদন্তের প্রাথমিক তথ্য অনুযাযী, প্রতারণার জাল অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং পরিকল্পিতভাবে করা হযেছিল। তারা শুধু মাইক্রোসফটের নাম ব্যবহার করেই নয, মার্কিন ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকার ভান করেও স্বাভাবিকভাবে মানুষদের ফাঁদে ফেলে। তাঁদের হাতে থাকা ল্যাপটপ এবং মোবাইল ফোন থেকে বিপুল তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ এগুলো খতিয়ে দেখছে।

রাজ্য সরকারের কল্পতরু বাজেটে অখুশি,স্বাস্থ্যভবনের সামনে ফের পথে আশাকর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের কল্পতরু বাজেট ঘোষণা সত্ত্বেও খুশি নন রাজ্যের আশাকর্মীরা। শুক্রবার স্বাস্থ্যভবনের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে নেমেছেন তাঁরা। পুলিশি বাধার মুখে স্বাস্থ্যভবনের চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন আশাকর্মীরা। তাঁদের দাবিসূচক বক্তব্য স্পষ্ট-ভাতা নয়, আমরা বেতন চাই। আমাদের প্রতিনিধিদলকে স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে। সম্প্রতি আশাকর্মীরা আট দফা দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন। সেই আঃেদালনের জের ধরে তিলোত্তমা এলাকা উত্তাল হযে. উঠেছিল। অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজ্য সরকার আশাকর্মীদের জন্য একগুচ্ছ উপহার ঘোষণা করেছিল। মাসিকভাতা ১০০০ টাকা করে বাড়ানোর পাশাপাশি ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওযার় কথা বলা হযেছে। এছাড়াও কর্মরত অবস্থায. মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওযা. হবে। তবে এই ভাতাবৃদ্ধি বা সুবিধাগুলো আশাকর্মীদের মোটেও সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁদের বক্তব্য, এই টাকা দিয়েয তাঁদের মূল দাবি পূরণ হয.না। তাই শুক্রবার তাঁরা ফের পথে নেমেছেন, এবার তাঁরা ১১ দফা দাবিতে সরব। স্বাস্থ্যভবনের সামনে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশাকর্মীরা জমাযে়ত করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট-স্বাস্থ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করে দাবিসমূহ তুলে ধরা। তবে স্বাস্থ্যভবনের কিছুটা আগে পুলিশ তাঁদের ব্যারিকেডের মাধ্যমে আটকে দেয। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হযে. ওঠে। রাস্তায. বসে পড়েন আশাকর্মীরা। কিছু সময়ে. বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশকর্মীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা ছড়িযে. পড়ে। আশাকর্মীরা স্পষ্ট জানিযেছেন, আমরা ১০০০ টাকার জন্য আঃেদালন করিনি। আমরা বেতন চেয়েছি। ওনাকে ভাতা বাড়াতে হবে না। ওই হাজার টাকা আমরা ফেরত দিচ্ছি। লোকে বাড়িতে বসে ৫০০ টাকা বাড়তি পাবে, আমরা পরিশ্রম করে বেতন পাব না? এই আঃেদালনের নেত্রী ইসমাতারা খাতুন বলেন, আমাদের দাবির প্রতি সুবিচার হল না। গতকালই জানিয়েছিলাম আমরা আজকের কর্মসূচির কথা। তা সত্ত্বেও লৌহকপাট তৈরি করা হল কেন? আমরা তো মারপিট করতে আসিনি। নেত্রী আরও জানান, যদি তাঁদের ১১ দফা দাবি পূরণ না হয, তাহলে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে সারাবছরের কাজের খতিযা়ন দেওয়া হবে না।

একছাদের তলায় আধুনিক ক্যানসার চিকিসা, এপ্রিলেই বাংলায় চালু হচ্ছে ১০ তলা সরকারি ক্যানসার হাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃরাজ্যে ক্যানসার চিকিসার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। একছাদের তলায় মিলবে একাধিক অত্যাধুনিক চিকিসা পরিষেবা। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকেই সরকারি পরিকাঠামোয় চালু হচ্ছে বাংলার নতুন ১০ তলা ক্যানসার হাব। এই উদ্যোগের ফলে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের চিকিসার জন্য ভিনরাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন অনেকটাই কমবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (হু) সাম্প্রতিক সাবধানবাণী অনুযায়ী, আগামী ২০ বছরের মধ্যে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা প্রায় দে।গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। সেই প্রেক্ষাপটে রাজ্যে এই ক্যানসার হাব গ।ে তোলা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে মত চিকিসক মহলের। নতুন এই চিকিসা কেঃেদ্রর মূল লক্ষ্য হল- উন্নত মানের চিকিসা পরিষেবা সহজলভ্য করা এবং রোগীদের অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার ঝক্কি কমানো। সূত্রের খবর, এই ক্যানসার হাবে রোগীরা দিনে চিকিসা নিয়ে একই দিনে বা।ি ফিরে যেতে পারবেন। খুব প্রয়োজন না হলে হাসপাতালে ভর্তি (ইনডোর) থাকার দরকার হবে না। সরকারি ক্ষেত্রে বাংলায় প্রথমবারের মতো চালু হতে চলেছে ক্যানসার চিকিসার ' কেয়ার সেন্ট।র' ব্যবস্থা। এতে রোগী ও তাঁদের পরিবারের মানসিক ও আর্থিক চাপ অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ক্যানসার হাবে সার্জিকাল অঙ্কোলজি, মেডিক্যাল অঙ্কোলজি এবং রেডিওথেরাপির ওপিডি পরিষেবা চালু হচ্ছে। ধাপে ধাপে শুরু হবে ইন্ডোর পরিষেবাও। ক্যানসার চিকিৎসায় উৎকর্ষ কেঃেদ্র গ।ে তোলার স্বপ্ন দীর্ঘদিন ধরেই দেখেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। শুক্রবার এসএসকেএম হাসপাতালে আয়োজিত ক্যানসার সচেতনতা অনুষ্ঠানে নয়া ক্যানসার হাবের চেয়ারম্যান ডা. অলোক ঘোষ দস্তিদার জানান, সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে চলেছে এপ্রিল মাস থেকেই। ডা. অলোক ঘোষ দস্তিদারের কথায়, ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০ কোটি টাকার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এই ক্যানসার হাবে এসে পৌঁছেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল ব্র্যাকিথেরাপি মেশিন। পূর্ব ভারতে এই প্রথম কোনও সরকারি চিকিসা কেঃেদ্র এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মেশিন বসানো হচ্ছে। চিকিসকদের মতে, ব্র্যাকিথেরাপি ক্যানসার চিকিসায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় ক্যানসার টিউমারের একেবারে কাছে রেডিয়েশন প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে ক্যানসার কোষ কার্যকরভাবে ধ্বংস হয় এবং আশপাশের সুস্থ টিস্যু তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু ব্র্যাকিথেরাপি নয়, রেডিওথেরাপির জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব আধুনিক মেশিনই ইতিমধ্যেই ক্যানসার হাবে পৌঁছে গিয়েছে। বর্তমানে সেগুলি চালুর জন্য অ্যাটোমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ডের (বৰ্জক্ত) ছা।পত্রের অপেক্ষা চলছে। বিশেষজ্ঞদের আশা, আগামী এক থেকে দু'মাসের মধ্যেই সেই ছা।পত্র পাওয়া যাবে এবং পূর্ণাঙ্গ রেডিওথেরাপি পরিষেবা শুরু করা সম্ভব হবে।এসএসকেএম হাসপাতালের বিপরীতে জি প্লাস নাইন এই ক্যানসার হাবে থাকছে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর চিকিসা ব্যবস্থা। একই ছাদের তলায় মিলবে অত্যাধুনিক রেডিওথেরাপি, উচ্চতর কেমোথেরাপি এবং অভিজ্ঞ মেডিক্যাল অঙ্কোলজি পরিষেবা- যা সরকারি ক্ষেত্রে বাংলায় এই প্রথম। এতে রাজ্যের ক্যানসার চিকিসার মান যে অনেকটাই উন্নত হবে, তা নিয়ে আশাবাদী চিকিসক ও স্বাস্থ্যকর্তারা। নয়া ক্যানসার হাবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল অঙ্কো প্যাথোলজি বিভাগ। শুধুমাত্র ক্যানসার সম্পর্কিত পরীক্ষার জন্য এই বিশেষ প্যাথোলজি বিভাগে একছাতার তলায় পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় সমস্ত টেস্ট। বায়োপসি, এফএনএসি (ক্ষগকক্ট), হিস্টোপ্যাথলজি, ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি, টিউমার মার্কার-সব ধরনের আধুনিক পরীক্ষা এখানেই করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে এই বিভাগে প্যাথোলজিতে ডিএম কোর্স চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে, যা চিকিসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও রাজ্যকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে।

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে-শুনানি শেষের আগেই ৫০ হাজার নাম বাদের সুপারিশ, চূড়ান্ত তালিকার দিন পিছোবে কি?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল। শুনানি প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই প্রায় ৫০ হাজার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে কমিশনের অধীনস্থ ব্ধঞ্জ-রা-এমনই খবর কমিশন সূত্রে। অভিযোগ, শুনানিতে হাজির না হওয়া এবং ' তালিকায় থাকা ভোটারদের নাম বাদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রের দাবি, নো-ম্যাপিংয়ে থাকা ভোটারের সংখ্যা মোটের ওপর প্রায় ১০ শতাংশের বেশি। কমিশন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত FRRO (Foreigners Regional Registration Office)-র থেকে পাওয়া তালিকা খতিয়ে দেখেও একাধিক নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১ কোটি ৫১ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৩৫ জন ভোটারকে SIR নোটিস পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ভোটারের শুনানি ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশনের দাবি। যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রায় ৮০ লক্ষ নাম অনলাইনে আপলোডও করা হয়েছে। এই আবহেই প্রশ্ন উঠছে-আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের যে দিন নির্ধারিত ছিল, তা কি পিছিয়ে যেতে পারে? বুধবার সুপ্রিম কোর্টে SIR সংক্রান্ত মামলার সওয়াল-জবাবের পর থেকেই এই জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে সময় নিয়ে অসুবিধার কথা অস্বীকার করা হলেও, শুনানি বাকি থাকা ভোটারের সংখ্যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে মতবিরোধ স্পষ্ট। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, 'এখনও প্রচুর লোক বাকি আছে হিয়ারিংয়ের। ৭০-৭৫ লক্ষ। মাত্র ৪ দিন সময় আছে। জজসাহেবরা বলেছে সেরকম হলে আমরা টাইম বাড়াব। আমরা ভাবছি। এই মামলা সোমবার দিন আবার হিয়ারিং হবে। তারপর যা ফাইনাল অর্ডার দেওয়ার তা ফাইনাল অর্ডার দেওয়া হবে।' অন্যদিকে, বুধবার সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী সওয়াল করে জানান, সময় নিয়ে কমিশনের কোনও সমস্যা নেই। তিনি বলেন, কিছুটা বাফার রাখা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই ১ কোটির বেশি মানুষের শুনানি হয়ে গিয়েছে। যদি কারও শুনানি না হয়ে থাকে, তাহলে বিচারব্যবস্থার পথ খোলা রয়েছে। আমরা রয়েছি। তাঁর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেন, আমরা সময় বাড়িয়েছি। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই অনেকে মনে করছেন, প্রয়োজনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন পরিবর্তিত হতে পারে। তবে বিরোধী শিবির এই পরিস্থিতিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ফের একবার কড়া সুরে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)/(Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE_PS/V/42/AP224/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Park development and tree trimming at 42/F Strand Road.** Estimated cost: ₹ **1,78,716.13.** Earnest money: ₹ **3,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/57/19/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Regular maintenance of greenery along Canal South Road from opposite 37, Canal South Road to Pagladanga Road Crossing Patrapara in Ward No.-57, BR-VII.** Estimated cost: ₹ **1,96,735.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/57/18/25-26R1 (1st Call)
Name of the work: **Annual maintenance of Park on the western side of rail bridge at Canal South Road in Ward No.-57, BR-VII.** Estimated cost: ₹ **1,96,735.66.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE_PS/X/98/MP1/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Development and beautification of Netaji Nagar - 7 No. Park under Ward 98 of, Borough-X under Tollyganj AC.** Estimated cost: ₹ **2,99,884.06.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/67/A2/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of Park & other ancillary civil work at 160/1, Swinhoe Lane in Ward No.-67.** Estimated cost: ₹ **2,81,995.18.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/58/A2/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Improvement of different Parks at New Tangra Road and its surrounding in Ward No.-58 under BR-VII.** Estimated cost: ₹ **1,80,245.36.** Earnest money: ₹ **3,700.00.** Period of completion: **21 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE_PS/X/94/B16/01/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Renovation of Prasanta Sur Senior Citizen Park at 9/A Santigarh Colony in Ward No.-94, BR-X.** Estimated cost: ₹ **2,09,764.67.** Earnest money: ₹ **4,200.00.** Period of completion: **60 days.**

(8) NIT No. : KMC/EE_PS/VII/66/P91/3/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of Park (Dilip Math) in Ward No.-66, BR-VII.** Estimated cost: ₹ **2,86,445.46.** Earnest money: ₹ **5,800.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **14.02.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 7)** and **16.02.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 8).** Bid opening date for technical proposals (online): **17.02.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 4).** Tender open date: **17.02.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 5 to 7)** and **18.02.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 8).** The bid forms and other details shall be available on and from **07.02.2026 (10 A.M.) (For Sl. No. 1 to 8).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The Dy. Chief Engineer (C)/(Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DCE_PS/X/97/NEH/ADD/25-26R (2nd Call)
Name of the work: **Development of Play Ground at Neheru Colony in Ward No.-97, BR-X. (ADD).** Estimated cost: ₹ **4,99,309.33.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/DCE_PS/X/97/B81/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Improvement of Play Ground East side at 3/54, 3/64 Rejent Colony in Ward No.-97, BR-X.** Estimated cost: ₹ **4,57,462.00.** Earnest money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/DCE_PS/X/97/B75/01/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Development of Netaji Park at 2/20A Ashok Nagar in Ward No.-97, BR-X.** Estimated cost: ₹ **3,51,030.18.** Earnest money: ₹ **7,100.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XVI/142/4/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of Park by plantation and carried earth and minor civil work at Father Joseph Sukaleya Road side Garden in Ward No.-142.** Estimated cost: ₹ **4,76,332.75.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/DCE(PS)/XVI/143/2/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of Netaji Uddyan KMC Park at Kalyannagar by plantation of different trees, manure, good earth and other minor civil work in Ward No.-143.** Estimated cost: ₹ **3,16,805.69.** Earnest money: ₹ **6,400.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/DG/PS/XVI/124/4/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of Park near 64 Pally at Mukunda Das Pally in Ward No.-124.** Estimated cost: ₹ **4,79,858.99.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/DCE_PS/14/130/168/2/25-26R (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of Pathway (Paver block) in Ward No.-130, BR-XIV.** Estimated cost: ₹ **2,69,682.01.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Period of completion: **30 days.**

(8) NIT No. : KMC/DCE_PS/14/131/08/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Renovation of Park near 147 Upen Banerjee Road, in Ward No.-131, BR-XIV.** Estimated cost: ₹ **2,61,784.93.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **30 days.**

(9) NIT No. : KMC/DCE_PS/14/130/175/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of Bullah Piling repairing of Pathway surrounding Debaloy Pond KMC Park at Unique Park in Ward No.-130, BR-XIV.** Estimated cost: ₹ **4,98,585.41.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(10) NIT No. : KMC/DYCE/PS/VII/63/P1/1/25-26R (2nd Call)
Name of the work: **Tree gurads at KYD Street, Sudder Street and Tottee Lane in Ward No.-63 under BR-VII.** Estimated cost: ₹ **2,80,691.61.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **30 days.**

(11) NIT No. : KMC/DCE_PS/V/40/AP181/2/25-26R (2nd Call)
Name of the work: **Beautification of Park at Naren Sen Square.** Estimated cost: ₹ **3,24,738.92.** Earnest money: ₹ **6,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(12) NIT No. : KMC/DCE_PS/V/41/7/25-26R1 (2nd Call)
Name of the work: **Gardens renovation required 32, Munshi Sadduruddin Lane.** Estimated cost: ₹ **1,97,373.33.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **14.02.2026 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 to 12).** Bid opening date for technical proposals (online): **17.02.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 6).** Tender opening date: **17.02.2026 (For Sl. No. 7 & 9)** and **17.02.2026 - 2 P.M. (For Sl. No. 8 & 10 to 12)** The bid forms and other details shall be available on and from **07.02.2026 (10 A.M.) (For Sl. No. 1 to 12).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 12).**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/859 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road at Bidhan Sarani (in patches) & surrounding area under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,93,090.26.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/860 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of damaged road at A.P.C. Road (in patches) & surrounding area under BR-II.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,95,376.49.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(3) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/810 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of road at SPM Road and Southern Avenue Junction, 25 EK Dalia Road etc. under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,652.10.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/824 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of potholes at different spots of Haltu Main Road, Garfa Main Road etc. under BR-XII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,545.37.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/825 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of potholes at different spots of Buderhat Main Road, Chkrabaria Road etc. under BR-XII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,718.86.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(6) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/809 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Gariahat Road at Ballygunge Phari, 57/2, IFO Parijat Building in EK-Dalia Road etc. under BR-VIII.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,433.03.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **21.02.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)** and **23.02.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 3 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **11.02.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2) and 10.02.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 3 to 6).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 6).**

(2171/25-26)

গড়িয়ার নবদুর্গা পুজো কমিটিতে ভাঙচুর ও প্রণামী বাক্স চুরি, বিক্ষুব্ধ ক্লাব সদস্যের বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ গড়িয়ার নবদুর্গা পুজো কমিটির অফিসে বৃহস্পতিবার রাতে একদল দুষ্কৃতীর উপদ্রব এবং ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘিরে স্থানীয় জনসাধারণ ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অভিযোগ অনুযায়ী, অফিসের এসি, টেলিভিশন এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী ভাঙচুর করা হয়েছে। আলমারি খুলে নগদ অর্থও লুট করা হয় এবং সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয় হলো, এই দুষ্কৃতী তাণ্ডব টের পাওয়ামাত্রই ক্লাবের সদস্যরা ছুটে যান। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, তখনই ক্লাবেরই এক বিক্ষুব্ধ সদস্য অমিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণামী বাক্স নিয়ে চম্পট দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নরেন্দ্রপুর থানায় রাতেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, বিক্ষুব্ধ সদস্য অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই এই ভাঙচুর চালানো হয়েছে। যদিও ঠিক কত টাকা লুট হয়েছে বা কেন এই ভাঙচুরের ঘটনা চালানো হয়েছে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। কমিটির সদস্যরা বলেছেন, এই ঘটনা শুধু

তাদের অফিস নয়, বরং সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই ঘটনার বিষয়টি তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের দাবি, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা পুনরায় ঘটতে পারে। কমিটির সম্পাদক নন্দকিশোর সিং বলেন, আমাদের পুজো কমিটিতে দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর চালিয়েছে। এসি, টিভি ভেঙেছে। আলমারি খুলে নগদ নিয়ে গিয়েছে। প্রণামী বাক্স নিয়েছে। কমিটির মোবাইলও উধাও। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার জন্য সিসিটিভি ফুটেজ খতিযে.দেখা হচ্ছে। সেইসাথে, তদন্তের জন্য বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। পুলিশ নিশ্চিত করেছে, যাঁরা এই ভাঙচুর এবং চুরিতে জড়িত, তাঁদের ক।া শাস্তি প্রদান করা হবে। স্থানীয়রা বলছেন, এমন ঘটনা শুধু কমিটির মধ্যে নয়, পুরো এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। তাই, দ্রুত এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৬৮ সংখ্যা, শনিবার, ২৪ মাঘ ১৪৩২

কলকাতার বাতাস শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি এক গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকেত

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ কলকাতার বাতাস নিয়ে আলোচনা নতুন কিছু নয়। বছরের পর বছর ধরে দূষণের মাত্রা বাড়ছে, শীত এলেই শহর ঢেকে যাচ্ছে ধোঁয়াশায়, নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে মানুষের। কিন্তু এই সমস্যাকে যদি কেবলমাত্র পরিবেশগত সংকট হিসেবে দেখা হয়, তাহলে তার গভীরতা ও ব্যাপ্তিকে ছোট করে দেখা হবে। কলকাতার বাতাস আসলে শুধু দূষণের গল্প নয়, এটি নগর পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার এক জটিল প্রতিচ্ছবি। এক সময় কলকাতার পরিচয় ছিল সবুজে ঘেরা, নদীবেষ্টিত, প্রশান্ত এক মহানগর হিসেবে। হুগলির ধারে ভেসে বেড়ানো হাওয়া, বড় বড় গাছঘেরা রাস্তা, খোলা ময়দান-এই সবই শহরের শ্বাস নেওয়ার জায়গা তৈরি করত। আজ সেই স্মৃতি প্রায় রোমান্টিক কল্পনায় পরিণত হয়েছে। কংক্রিটের জঙ্গল, লাগাতার নির্মাণকাজ, যানবাহনের লাগামছাড়া বৃদ্ধি এবং শিল্পবর্জ্যের ভারে কলকাতার বাতাস ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে। এই ভার শুধু কণার ভার নয় এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নাগরিক জীবনের ক্লান্তি ও অসহায়ত্ব। বাতাসের দূষণ সবচেয়ে আগে আঘাত করে মানুষের শরীরে। শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, হৃদরোগ, ফুসফুসের সমস্যা-এই সব রোগ এখন আর ব্যতিক্রম নয়, বরং নিত্যদিনের বাস্তবতা। শিশু ও বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, আসলে এর হাত থেকে কেউই পুরোপুরি রেহাই পাচ্ছে না। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর বাড়তি চাপ, চিকিসার খরচ বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস-সব মিলিয়ে দূষিত বাতাস অর্থনীতির উপরেও দীর্ঘমেয়াদি বোঝা তৈরি করছে। এই সমস্যার সামাজিক দিকটি আরও গভীর। কলকাতার সব মানুষ সমানভাবে এই দূষণের শিকার হন না। শহরের অভিজাত এলাকায় যারা থাকেন, তাঁদের কাছে হয়তো এয়ার পিউরিফায়ার, উন্নত চিকিসা বা তুলনামূলক খোলা জায়গা আছে। কিন্তু বস্তি, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা কিংবা শিল্পাঞ্চলের আশেপাশে বসবাসকারী মানুষের কাছে বাতাসের দূষণ মানে প্রতিদিনের নিঃশব্দ শাস্তি। এই বৈষম্য দূষণকে কেবল পরিবেশগত সমস্যা থেকে তুলে এনে সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে পরিণত করে। নগর পরিকল্পনার ব্যর্থতা এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে। পরিকল্পনা হীনভাবে শহরের বিস্তার, সবুজ জমি ও জলাশয় ভরাট, খোলা জায়গার অভাব-এই সবই বাতাসের স্বাভাবিক চলাচলকে ব্যাহত করেছে। উন্নয়নের নামে যে নির্মাণযজ্ঞ চলছে, তার পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ফলত, উন্নয়ন নিজেই এক নতুন সংকটের

জন্ম দিচ্ছে। কলকাতার বাতাসের সঙ্গে রাজনীতিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পরিবেশ রক্ষা নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সহজ, কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য যে কঠিন সিদ্ধান্ত প্রয়োজন, তা নিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণবিধি কঠোর করা, শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কড়াকড়ি-এই সব পদক্ষেপ অনেক সময়ই জনপ্রিয় হয় না। কিন্তু জনপ্রিয়তার হিসাবেই যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে শহরের ভবিষ্য আরও অন্ধকার হয়ে উঠবে। এখানে নাগরিকদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা সবাই কোনও না কোনওভাবে এই সমস্যার অংশ। ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার, নির্মাণসামগ্রীর অপচয়, বর্জ্য পোড়ানো-এই সব অভ্যাসই বাতাসকে আরও বিষাক্ত করে তুলছে। একই সঙ্গে নাগরিক সচেতনতার অভাবও প্রকট। যতক্ষণ না সমস্যা ব্যক্তিগতভাবে অসহনীয় হয়ে ওঠে, ততক্ষণ তা নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন বা চাপ সৃষ্টি হয় না।সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, কলকাতার বাতাস এক ধরনের সতর্ক সংকেত। এটি জানিয়ে দিচ্ছে যে শহরের উন্নয়নের বর্তমান মডেল টেকসই নয়। কেবল রাস্তা, মেট্রো বা উঁচু দালানই উন্নয়নের মানদণ্ড হতে পারে না। যদি সেই উন্নয়নের ফলে মানুষ সুস্থভাবে নিঃশ্বাস নিতে না পারে, তাহলে সেই অগ্রগতি অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই সংকট মোকাবিলায় সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। পরিবেশ, স্বাস্থ্য, নগর পরিকল্পনা ও সামাজিক ন্যায়-এই চারটি স্তম্ভকে একসঙ্গে বিবেচনা না করলে সমাধান অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। কলকাতার বাতাসকে ফিরিয়ে আনতে হলে কেবল প্রযুক্তিগত সমাধান নয়, মানসিকতার পরিবর্তনও দরকার। উন্নয়নের ধারণাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, যেখানে মানুষের সুস্থ জীবনই হবে কেন্দ্রে। কলকাতার বাতাস আমাদের সামনে এক আয়না তুলে ধরছে। সেই আয়নায় আমরা শুধু ধোঁয়াশা নয়, নিজেদের সিদ্ধান্ত, অগ্রাধিকার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতাকেও দেখতে পাচ্ছি। এই সংকেত যদি আমরা আজও উপেক্ষা করি, তাহলে আগামী দিনে কলকাতা শুধু দূষিত শহর হিসেবেই নয়, এক ব্যর্থ নগর সভ্যতার উদাহরণ হিসেবেও ইতিহাসে চিহ্নিত হতে পারে। এখনই সময়, এই বাতাসকে শুধু পরিবেশগত সমস্যা না ভেবে, একটি সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করার।

জাতের বাস্তবতাকে স্বীকার না করলে সংশোধন অসম্ভব

ভারতের সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাসে ‘ এমন একটি শব্দ, যা বারবার অস্বস্তি তৈরি করে, বিতর্ক উসকে দেয়, আবার একই সঙ্গে বাস্তবতার নির্মম দরজাও খুলে দেয়। অনেকেই আজও দাবি করেন, আধুনিক ভারত নাকি জাতের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে, সংবিধান নাকি সবাইকে সমান করেছে, শহুরে জীবনে জাত আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এই দাবি যতটা আশ্বাস দেয়, বাস্তবতা তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল ও কঠোর। সত্য হল, জাত আজও ভারতীয় সমাজের গভীরে প্রোথিত, এবং সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কোনও সংশোধনই সম্ভব নয়। জাত কোনও বিমূর্ত ধারণা নয়, এটি প্রতিদিনের জীবনের অভিজ্ঞতা। কে কোথায় জন্মাবে, কীভাবে বড় হবে, কোন স্কুলে পড়বে, কী কাজ পাবে, বিয়ে কার সঙ্গে হবে-এই সব প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে জাত অদৃশ্য সুতোয় জড়িয়ে থাকে। শহরের বহুতল ফ্ল্যাটে হয়তো সেই জাত প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয় না, কিন্তু গ্রাম, মফস্বল কিংবা শহরের বস্তিতে তা এখনও স্পষ্ট ও সক্রিয়। তাই জাত নেই-এই বক্তব্য আসলে একটি সুবিধাজনক মিথ, যা সমস্যাকে সমাধান না করে আড়াল করতেই বেশি সাহায্য করে। স্বাধীনতার পর সংবিধান জাতিভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছিল। অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু এই আইনি কাঠামো যতই শক্ত হোক, সমাজের মানসিকতা বদলাতে সময় লাগে। আজ সাত দশকের বেশি সময় পেরিয়েও যদি জাতভিত্তিক বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে সমস্যাটি কেবল আইনের অভাবে নয়, বরং সামাজিক স্বীকারোক্তির অভাবেও রয়েছে। সংশোধনের প্রশ্ন এখানেই আসে। সংশোধন মানে কেবল নীতি বদলানো নয়, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আর সেই পরিবর্তনের প্রথম শর্ত হল বাস্তবতাকে স্বীকার করা। যখন বলা হয়, আমাদের সমাজে আর জাত নেই, তখন আসলে সেই সমাজের প্রান্তিক মানুষগুলোর অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করা হয়। যে দলিত শিশু আজও স্কুলে অপমানের শিকার হয়, যে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় আজও সুযোগের অভাবে আটকে থাকে-তাদের কাছে এই দাবি নিছক কাগুজে আশ্বাস। রাজনীতিতে জাতের ভূমিকা আরও স্পষ্ট। ভোটের অঙ্কে জাত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নীতিনির্ধারণের প্রেক্ষিতে অনেক সময় তা অস্বস্তিকর বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই সুবিধামতো জাতের কথা বলে-ভোটের সময় জাত বাস্তব, কিন্তু সংস্কারের সময় জাত নাকি অপ্রাসঙ্গিক। এই দ্বিচারিতা সংশোধনের পথকে আরও জটিল করে তোলে। কারণ প্রকৃত সংশোধন তখনই সম্ভব, যখন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সামাজিক বাস্তবতা একই সরলরেখায় দাঁড়ায়। শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা জাতভিত্তিক বৈষম্য ভাঙার অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সেটিও জাতের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। কোন স্কুলে কে পড়বে, কার কাছে গৃহশিক্ষক থাকবে, কে কোচিং নিতে পারবে-এই সব প্রশ্নে সামাজিক অবস্থান বড় ভূমিকা রাখে। তাই কেবল মেধার কথা বলে জাতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা মানে অসম প্রতিযোগিতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া। সম্পাদকীয় দৃষ্টিতে জাতকে স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে সমাজকে চিরকাল সেই বিভাজনের মধ্যেই আটকে রাখা। বরং এর অর্থ হল সমস্যার শিকড় চিহ্নিত করা। চিকিৎসা করতে হলে রোগ নির্ণয় জরুরি। জাত যদি বাস্তব সমস্যা হয়, তবে তার নাম না নিয়ে, তাকে না মেনে চিকিৎসা শুরু করতেই অস্বীকার করা। অনেক সময় জাতের কথা বললে জাত বাড়ে-এই যুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে জাতের কথা না বললে বৈষম্য কমে না, বরং তা নীরবে আরও গভীরে ঢুকে পড়ে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ক্ষেত্রেও জাতের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভূমির মালিকানা, পুঁজি, ব্যবসার সুযোগ-এই সবকিছু ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। আজকের বাজার অর্থনীতিতেও সেই উত্তরাধিকার কাজ করে। তাই যখন উন্নয়নের গল্প বলা হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে-কার উন্নয়ন? যদি জাতভিত্তিক বাস্তবতাকে স্বীকার না করা হয়, তাহলে উন্নয়নও অসমই থেকে যাবে। সংশোধনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তথ্য ও পরিসংখ্যান। জাতের বাস্তবতা বোঝার জন্য তথ্য দরকার, কিন্তু তথ্য সংগ্রহ নিয়েই প্রায়ই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক তৈরি হয়। অনেকে মনে করেন, জাতভিত্তিক তথ্য মানেই বিভাজন। কিন্তু তথ্যের অভাব আসলে সমস্যাকে অদৃশ্য করে তোলে, সমাধানকে নয়। অন্ধকারে পথ চলা যেমন বিপজ্জনক, তেমনই তথ্য ছাড়া নীতি তৈরি করাও ঝুঁকিপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে সামাজিক ন্যায়ের ধারণাটিও নতুন করে ভাবা জরুরি। সামাজিক ন্যায় মানে শুধু অতীতের অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ নয়, বর্তমানের অসমতার সংশোধনও। আর সেই সংশোধনের জন্য জাতের বাস্তবতা মেনে নেওয়া অপরিহার্য। এটি কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান নয়, বরং একটি ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার প্রয়াস। অনেকেই আশঙ্কা করেন, জাতের কথা বললে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হবে। কিন্তু ঐক্য গড়ে ওঠে সত্যের উপর, অস্বীকারের উপর নয়। চাপা দেওয়া ক্ষত একসময় বিস্ফোরিত হয়, আর স্বীকৃত সমস্যার সমাধান ধীরে হলেও টেকসই হয়। তাই জাতের বাস্তবতাকে স্বীকার করা মানে আসলে দীর্ঘমেয়াদি ঐক্যের পথ প্রশস্ত করা। জাত ভারতীয় সমাজের এক অস্বস্তিকর সত্য। কিন্তু সেই সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখলে সংশোধন অসম্ভব। বাস্তবতাকে স্বীকার করাই প্রথম পদক্ষেপ, তার পরেই আসে নীতি, সংস্কার ও সামাজিক পরিবর্তন। জাতকে অস্বীকার নয়, বরং তাকে বুঝে, বিশ্লেষণ করে এবং ধীরে ধীরে তার প্রভাব কমিয়ে আনাই হতে পারে একটি ন্যায়ভিত্তিক ভারতের পথ। সংশোধন তখনই সম্ভব, যখন আমরা সাহসের সঙ্গে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারি।

আইনজীবীর কালো কোটে মুখ্যমন্ত্রীঃ সুপ্রিম কোর্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি কেন ঐতিহাসিক

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কিছু মুহূর্ত থাকে, যা তাৎক্ষণিক খবরের গণ্ডি ছাড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার কেন্দ্রে থেকে যায়। এমনই এক দৃশ্যের সাক্ষী রইল দেশ, যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিতে আইনজীবীর কালো কোট পরিধান করে উপস্থিত হলেন। রাজনীতির মঞ্চে তাঁকে যেভাবে দেখা যায়, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এই রূপ শুধু চমকপ্রদই নয়, বহুমাত্রিক অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ। এই উপস্থিতি একদিকে যেমন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতির সম্পর্কের নতুন ব্যাখ্যা হাজির করে, তেমনই অন্যদিকে প্রশ্ন তোলে ক্ষমতা, প্রতিবাদ এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গা নিয়েও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় রাজনীতিতে বরাবরই ব্যতিক্রমী এক চরিত্র। কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন, দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান, এবং পরে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ-এই প্রতিটি অধ্যায়েই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক সংগ্রামী রাজনীতিক হিসেবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবীর পোশাকে তাঁর উপস্থিতি যেন সেই সংগ্রামী পরিচয়ের এক নতুন বিস্তার। এটি শুধুমাত্র কোনও আইনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নয়, বরং এক প্রতীকী অবস্থান, যেখানে তিনি রাজনীতিকের পাশাপাশি নিজেকে এক নাগরিক, এক আইনের ছাত্র, এবং এক সাংবিধানিক সচেতন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরেছেন। ভারতের গণতন্ত্রে রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থা আলাদা হলেও, তাদের মধ্যে সম্পর্ক কখনওই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। আইনসভা আইন প্রণয়ন করে, নির্বাহী তা কার্যকর করে, আর বিচারব্যবস্থা তার সাংবিধানিক বৈধতা পরীক্ষা করে। এই কাঠামোর মধ্যে কোনও মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হওয়া বিরল নয়, কিন্তু আইনজীবীর কালো কোটে, নিজেকে শুনানির প্রেক্ষাপটে একেবারে অন্য মাত্রায় তুলে ধরা-এটি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। এই দৃশ্য যেন মনে করিয়ে দেয়, ক্ষমতার শীর্ষে থাকা ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত সংবিধানের অধীন, আইনের সামনে সবাই সমান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তাঁর মধ্যে একধরনের প্রতিবাদী সত্তা দেখা গেছে। রাজপথে আঃেদালন, অনশন, লাঠিচার্জ-সবকিছুর মধ্য দিয়েই তাঁর উত্থান। সুপ্রিম কোর্টে কালো কোট পরা সেই একই প্রতিবাদী সত্তারই অন্য রূপ বলে অনেকেই মনে করছেন। এখানে প্রতিবাদ রাজপথে নয়, আদালতের কাঠামোর মধ্যেই। আইনের ভাষায়, যুক্তির মাধ্যমে, সাংবিধানিক কাঠামোর ভিতর থেকেই নিজের অবস্থান তুলে ধরা-এ এক ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক বার্তা। এই উপস্থিতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ব্যক্তিগত ইতিহাস। অনেকেই ভুলে যান, মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায় শুধু রাজনীতিক নন, তিনি আইনের ছাত্রও ছিলেন। আইন বিষয়ে তাঁর শিক্ষাগত পটভূমি রয়েছে, যা তাঁকে এই পোশাক পরার নৈতিক ও পেশাগত অধিকার দেয়। ফলে এটি নিছক প্রতীকী সাজ নয়, বরং তাঁর জীবনের এক অধ্যায়ের স্বাভাবিক প্রতিফলন। রাজনীতির ব্যস্ততায় সেই অধ্যায় দীর্ঘদিন আ।ালে থাকলেও, সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গণে তা আবার সামনে এলো। এসআইআর শুনানির প্রেক্ষাপটেও এই দৃশ্যের তাৎপর্য কম নয়। রাজ্য ও কেঃেদ্রর মধ্যে ক্ষমতার টানাপো।নে, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে মতবিরোধ, এবং সাংবিধানিক ব্যাখ্যার প্রশ্ন-এই সবকিছুর মধ্যেই মামলাটি দাঁ।িয়ে আছে। এমন এক সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই উপস্থিতি যেন স্পষ্ট করে দেয়, তিনি বিষয়টিকে শুধু রাজনৈতিক বিতর্ক হিসেবে নয়, বরং আইনি ও সাংবিধানিক প্রশ্ন হিসেবেই দেখছেন। এতে তাঁর সরকারের অবস্থান যেমন দৃ।ভাবে তুলে ধরা যায়, তেমনই বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থার বার্তাও পৌঁছে যায়।রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে কালো কোটের অর্থও গভীর। কালো রং শোকের, প্রতিবাদের, আবার শালীনতারও প্রতীক। আদালতে আইনজীবীরা এই রং পরিধান করেন নিরপেক্ষতা ও গাম্ভীর্যের প্রতীক হিসেবে। মুখ্যমন্ত্রীর শরীরে সেই পোশাক যেন ক্ষমতার চাকচিক্য ঝে।ে ফেলে তাঁকে এক সাধারণ আইনজ্ঞের সারিতে দাঁ। করায়। এই দৃশ্য রাজনীতির ভাষায় এক শক্তিশালী বার্তা দেয়-ক্ষমতা নয়, যুক্তিই এখানে মুখ্য। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যেমন আলোচনা চলছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ একে দেখছেন সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে, কেউ আবার রাজনৈতিক নাটক বলে ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু এই বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে একথা স্বীকার করতেই হয়, এই দৃশ্য নজিরবিহীন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে খুব কম মুখ্যমন্ত্রীই এমনভাবে সুপ্রিম কোর্টে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। এই উপস্থিতি রাজ্য রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে। এমন এক সময়ে, যখন কেঃদ্রীয় ক্ষমতার কেঃদ্রীকরণ নিয়ে বিতর্ক চলছে, তখন এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ যেন ফেডারেল কাঠামোর এক নীরব অথচ দৃ। উচ্চারণ। এটি দেখিয়ে দেয়, রাজ্য সরকারগুলি শুধু রাজনৈতিক ময়দানে নয়, আইনি ল।াইয়েও নিজেদের অধিকার রক্ষায় প্রস্তুত। সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, এই ঘটনা গণতন্ত্রের পরিণত রূপের এক নিদর্শন। এখানে সংঘাত আছে, মতবিরোধ আছে, কিন্তু তার সমাধান খোঁজা হচ্ছে সংবিধানের পথ ধরেই। রাজপথের উত্তেজনা আদালতের যুক্তিতে রূপ নিচ্ছে। মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের কালো কোট পরা উপস্থিতি যেন এই রূপান্তরের প্রতীক। সবশেষে বলা যায়, সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবীর কালো কোটে মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের উপস্থিতি কেবল একটি মুহূর্ত নয়, এটি এক দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক যাত্রার দৃশ্যমান চিহ্ন। ভবিষ্যতে এই ঘটনা কীভাবে ইতিহাসে মূল্যায়িত হবে, তা সময়ই বলবে। তবে আজকের দিনে দাঁ।িয়ে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এই দৃশ্য ভারতের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক পরিসরে এক অনন্য অধ্যায় যোগ করল-যেখানে ক্ষমতা, আইন ও ব্যক্তিগত বিশ্বাস একসঙ্গে এসে নতুন অর্থ সৃষ্টি করল।

ভারত-ইউরোপ বাণিজ্য চুক্তিঃ ইতিহাসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এক নতুন অধ্যায়

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে প্রস্তাবিত বা সদ্যসম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তিকে ঐতিহাসিক বলা হলে তা কোনও ভুল হবে না। এই চুক্তি কেবলমাত্র শুল্ক, রপ্তানি বা আমদানির হিসাব-নিকাশে সীমাবদ্ধ নয় এটি আসলে ভারতের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, কূটনৈতিক অগ্রাধিকার এবং বৈশ্বিক অবস্থান সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট বার্তা বহন করে। এমন এক সময়ে এই চুক্তির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়, যখন বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতি অনিশ্চয়তা, যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।ভারত-ইউরোপ সম্পর্ক নতুন নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে, ঔপনিবেশিক অতীত থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়-দুই ক্ষেত্রেই ইউরোপ ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তবে সেই সম্পর্ক বহুদিন ধরেই ছিল অসম, কখনও ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার ভারে, কখনও আবার আধুনিক বিশ্বায়নের কঠিন শর্তে আবদ্ধ। বর্তমান বাণিজ্য চুক্তি সেই সম্পর্ককে এক নতুন ভিত্তিতে দাঁ। করানোর প্রয়াস, যেখানে অংশীদারিত্বের ভাষা হবে তুলনামূলকভাবে সমান ও পারস্পরিক স্বার্থনির্ভর।

এই চুক্তির ঐতিহাসিকতা প্রথমেই ধরা প।ে তার সময়কালীন প্রেক্ষাপটে। বিশ্ব যখন ক্রমে বহুমুখী মেরুকরণের দিকে এগোচ্ছে, তখন ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো দুটি বৃহ অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মানচিত্রে এক নতুন ভারসাম্য তৈরি করতে পারে। একদিকে যেমন ইউরোপ দীর্ঘদিন ধরে চীননির্ভর সরবরাহ শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে, অন্যদিকে ভারত নিজেকে একটি বিশ্বাসযোগ্য উপাদন ও বাণিজ্যিক কেঃদ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। এই দুই অভিপ্রায়ের মিলনবিঃদুতেই এই চুক্তির তাৎপর্য।

ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই চুক্তি একাধিক সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের অন্যতম বৃহ ভোক্তা বাজার, যেখানে উচ্চমানের পণ্য ও পরিষেবার চাহিদা স্থায়ী। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ, বস্ত্র, কৃষিজ পণ্য এবং পরিষেবা খাতের জন্য এই বাজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে ইউরোপীয় বিনিয়োগ ভারতের পরিকাঠামো, সবুজ শক্তি এবং প্রযুক্তি খাতে নতুন গতি আনতে পারে। অর্থা, এই চুক্তি শুধু বাণিজ্য নয়, বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিকোণ থেকেও ভারত এক কৌশলগত অংশীদার। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহ দেশ, দ্রুত বর্ধনশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনীতি-এই সব মিলিয়ে ভারত ভবিষ্যতের এক বিশাল বাজার। পাশাপাশি, গণতান্ত্রিক কাঠামো ও তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ইউরোপের কাছে ভারতকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। এই চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপ তার অর্থনৈতিক স্বার্থের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থানও শক্তিশালী করতে চাইছে। তবে সম্পাদকীয় দৃষ্টিতে এই চুক্তির গুরুত্ব কেবল সম্ভাবনার আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে চ্যালেঞ্জ ও প্রশ্নও। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্যনীতি বরাবরই কঠোর মানদণ্ডের উপর দাঁ।িয়ে-পরিবেশ, শ্রম অধিকার, ডেটা সুরক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন। ভারতের জন্য এই শর্তগুলি মেনে চলা সহজ হবে না, বিশেষত ছোট ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানেই রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। এই মানদণ্ডগুলি মেনে চলতে পারলে ভারতীয় শিল্পের গুণগত মান বা।বে, যা দীর্ঘমেয়াদে বিশ্ববাজারে ভারতের অবস্থানকে আরও মজবুত করবে। এই চুক্তি ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিও এক ধরনের চাপ তৈরি করে। শুল্ক কাঠামো, শ্রম আইন, পরিবেশগত নীতি-এই সব ক্ষেত্রেই আরও স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। অনেকে একে সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন হিসেবে দেখলেও, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ভারতের অর্থনীতিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার এক সুযোগ হিসেবেই বিবেচিত হতে পারে। রাজনৈতিক দিক থেকেও এই চুক্তি তাপর্যপূর্ণ। এটি ভারতের বহুমুখী কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একদিকে যেমন ভারত আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করছে, অন্যদিকে রাশিয়া ও গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ বজায় রাখছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এই চুক্তি দেখিয়ে দেয়, ভারত কোনও একক মেরুর উপর নির্ভরশীল নয় বরং সে নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী বহুপাক্ষিক সম্পর্ক গ।ে তুলতে আগ্রহী। সম্পাদকীয় বিশ্লেষণে আরেকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-এই চুক্তির সামাজিক প্রভাব। বাণিজ্য চুক্তি মানেই কেবল কর্পোরেট স্বার্থ নয় এর প্রভাব প।ে শ্রমবাজার, কৃষক, ক্ষুদ্র শিল্প এবং ভোক্তাদের উপরও। সঠিক নীতি ও সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে কিছু খাত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই এই চুক্তির সাফল্য নির্ভর করবে সরকারের সেই সক্ষমতার উপর, যেখানে লাভ ও ক্ষতির ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে। এই চুক্তিকে ঐতিহাসিক বলার আরেকটি কারণ হল এর প্রতীকী মূল্য। এটি দেখিয়ে দেয়, ভারত এখন আর কেবল একটি উদীয়মান অর্থনীতি নয়, বরং বৈশ্বিক নিয়ম নির্ধারণের আলোচনাতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো শক্তিশালী জোটের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানো ভারতের কূটনৈতিক পরিপক্বতারই প্রমাণ। ভারত-ইউরোপ বাণিজ্য চুক্তি ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁ।িয়ে আছে। এটি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে আগামী দশকে ভারতের অর্থনৈতিক যাত্রাকে নতুন দিশা দিতে পারে। তবে ইতিহাস গ।ে ওঠে শুধু চুক্তির স্বাক্ষরে নয়, তার বাস্তব প্রয়োগে। সেই প্রয়োগ কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং ভবিষ্যতমুখী হবে, তার উপরই নির্ভর করবে এই চুক্তি সত্যিই কতটা ঐতিহাসিক হয়ে উঠবে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

যে মানুষ শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই তিনটির মধ্যে তিনি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় ওপর জোর দেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে মন সুস্থ থাকলে শরীর সুস্থ থাকবে। মানুষের আত্মিক উন্নতির জন্য তিনি কীর্তনদল গঠন করেন। এই কীর্তনদলে তিনি কিছু উপদেশ দেন, যা বই আকারে প্রকাশিত হয়। তার পর থেকেই সকলে তাঁকে ‘ঠাকুর’ বলে সম্বোধন করতে শুরু করেন। সত্যনিষ্ঠা, সৎকর্ম এবং দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের আত্মিক উন্নতির চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি পাবনায় সৎসঙ্গ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনকল্যাণের স্বার্থে নানাবিধ কাজ করেন তিনি। উল্লেখ্য, ১৮৮৮ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর পাবনা জেলার হেমায়েতপুরে জন্মগ্রহণ করেন অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তী, যিনি পরবর্তীকালে অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর নামে পরিচিত হন। এখানে অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের কিছু বাণী তুলে ধরা হল।

১. কারও সাহায্য যখন তুমি না-পাও, তখন পিতার কাছে যাও। তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমৃত বাণী

প্রতিটিই জীবের মধ্যেই ভগবানের বাস, তাই জীব সেবাই হল শিব সেবা যদি ঈশ্বর কে পেতে চাও তবে ঈশ্বর কে প্রেম ও ভক্তির বাধনে বাধতে শেখ, তবেই তাকে পাবে।তোমার মনে যদি ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম থাকে তবে জানবে তুমি সার্থক জীবনের অধিকারী। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। সংসারে থাকলে মনের মধ্যে কখনো লোভ খোভ হিংসা পুষে রেখো না, কারণ মন হল মন্দির সেখানে শুধুই থাকবে ঈশ্বরেই নাম, ভক্তি, প্রেম।তোমার ধর্ম আমার ধর্ম বলে লড়াই করে কী লাভ? যখন তোমার আমার সবার গন্তব্য সেই এক জনেরই কাছে। একটা কথা সর্বদা মাথায় রাখবে জীবনে গুরু সবাই হতে চায়, তবে শিষ্য হবে কজন? যদি তুমি শিষ্য না হতে পারো তাহলে শিখবে কিভাবে জগতের নিয়ম কানুন। তুমি জীবনে যতই সু ন্দর হও আর যতই কুসিত তোমার মধ্যে যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই না থাকে তবে সবই নিরর্থক, যত্র জীব তত্র শিব অর্থাৎ

‘গর্ভ সংস্কার’ কক্ষের পরিকল্পনা রাষ্ট্র, বিশ্বাস ও নারীর শরীরকে ঘিরে এক অস্বস্তিকর বিতর্ক

মধ্যপ্রদেশ সরকারের উদ্যোগে সরকারি হাসপাতালে ‘ সংস্কার’ কক্ষ স্থাপনের পরিকল্পনা শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, এটি ভারতীয় সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা বহুস্তরীয় বিশ্বাস, ভয়, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে কেউ দেখছেন সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়াস হিসেবে, কেউ আবার দেখছেন বিজ্ঞানবিরোধী ও নারীর স্বাধীনতার উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ হিসেবে। আসলে এই উদ্যোগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আধুনিক রাষ্ট্রের চরিত্র, ধর্মীয় বিশ্বাসের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং নারীর শরীরকে ঘিরে চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার জটিল সমীকরণ। ‘ সংস্কার’ শব্দবন্ধটি নতুন নয়। প্রাচীন হিঃদু শাস্ত্রে গর্ভাবস্থায় মায়ের আচরণ, চিন্তা, খাদ্যাভ্যাস ও পরিবেশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে এই বিশ্বাসে যে, এগুলি গর্ভস্থ সন্তানের চরিত্র ও মানসিক গঠনে প্রভাব ফেলে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিসরে এই ধারণা বহুদিন ধরে প্রচলিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, আধুনিক, সাংবিধানিক, বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে এই বিশ্বাসকে সরকারি নীতির অংশ করা কতটা যুক্তিসঙ্গত এবং কতটা বিপজ্জনক। সরকারি হাসপাতালে ‘ সংস্কার’ কক্ষ চালু করার অর্থ, রাষ্ট্র নিজেই একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিচ্ছে। এখানেই আপত্তির মূল জায়গা। ভারত সংবিধান অনুযায়ী একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, যেখানে সরকার কোনও একটি ধর্ম বা বিশ্বাসকে বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এই ‘ সংস্কার’ আদৌ কতটা সর্বজনীন, আর কতটা নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় দর্শনের সম্প্রসারণ? এই উদ্যোগের সমর্থকরা দাবি করছেন, এটি কোনও ধর্মীয় প্রকল্প নয়, বরং মায়েদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার একটি ব্যবস্থা। তাঁদের বক্তব্য, গর্ভাবস্থায় ইতিবাচক পরিবেশ, শান্ত সঙ্গীত, ভালো চিন্তাভাবনা মায়ের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা শিশুর জন্যও উপকারী। এই যুক্তি আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও, সমস্যা শুরু হয় যখন সেই ‘ সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয় রাষ্ট্র, এবং তা নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে জুড়ে যায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গর্ভাবস্থায় মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিঃসঃেদহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিজ্ঞান সেখানে কথা বলে পুষ্টি, চিকিসা, মানসিক চাপ কমানো, নিরাপদ প্রসব এবং মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে। ‘ সংস্কার’ কক্ষের ধারণা সেই বৈজ্ঞানিক কাঠামোকে ছাড়িয়ে গিয়ে এক ধরনের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশনার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে মায়ের উপর এক অদৃশ্য চাপ তৈরি হয়-তিনি কী শুনবেন, কী পড়বেন, কী ভাববেন, কীভাবে চলবেন-সবকিছুরই যেন একটি ‘ নির্ধারিত। এই আদর্শের কেঃেদ্র রয়েছে নারীর শরীর। ভারতীয় সমাজে নারীর শরীর বরাবরই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নজরদারির বিষয়। গর্ভাবস্থায় সেই নজরদারি আরও ঘনীভূত হয়, কারণ তখন নারী শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি ভবিষ্য নাগরিকের ধারক। ‘ সংস্কার’ কক্ষের ধারণা সেই পুরনো মানসিকতাকেই নতুন মোড়কে ফিরিয়ে আনে, যেখানে নারীকে বলা হয়-তোমার শরীর, তোমার

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু তালেব খান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যপালের দ্বারা নিয়োগ হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবু তালেব খান। এদিন, স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠক করে আগামীর কর্মসূচি ঘোষণার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করলেন উপাচার্য। তিনি বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিমকোর্টে দাঁড়িয়ে কথা বলে দেখিয়ে দিলেন তাঁর অর্জিত ল ডিগ্রি রয়েছে।' প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে ৩৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১৯ টিতে স্থায়ী উপাচার্য ছিল। জটিলতা তৈরি হয়েছিল ১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে। রাজ্যের প্রস্তাবিত নামে সম্মতি দিতে রাজি হচ্ছিলেন না আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এর পরেই রাজ্য-আচার্য সংঘাত চরমে উঠেছিল। মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়েছিল যে, শীর্ষ আদালত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের নেতৃত্বাধীন সার্চ কমিটি তৈরি করে জট কাটানোর পথ খোঁজা শুরু হয়েছিল। সুপ্রিম নির্দেশের পরেই ২০২৫ সালের ২৯ অক্টোবর রাজ্যের ৬ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল। তারমধ্যে ছিল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ডঃ আবু তালেব খানকে। যদিও, তিনি তাঁর পূর্ব প্রতিষ্ঠানে বেশকিছু কাজের ব্যস্ততার জন্য যোগ দিতে পারছিলেন না। এদিন, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে যোগ দেন অধ্যাপক আবু তালেব খান। তাঁকে ফুলের স্তবক দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। যোগ দিয়েই সাংবাদিক বৈঠক করেন নতুন উপাচার্য। তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি।

বাইক চুরি চক্র ভাঙল পুলিশ! গ্রেফতার ৩, উদ্ধার ৫ বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বীরভূমের নলহাটিতে বাইক চুরি চক্রের তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পাঁচটি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করল নলহাটি থানার পুলিশ। শুক্রবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ ফেব্রুয়ারি নলহাটি শহরের পাকুরতলা মোড় এলাকা থেকে একটি পালসার মোটরবাইক চুরি যায়। বাইকের মালিকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে খাপুর কেনেল এলাকা থেকে বাইক চুরির অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তাদের একজনের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া পালসার বাইকসহ মোট পাঁচটি বাইক উদ্ধার হয়। ধৃতরা হল নাম রফিকুল মণ্ডল ও আব্দুল রহমান, দু'জনের বাড়ি নলহাটি থানার গোবিন্দপুর গ্রামে। অপর অভিযুক্ত শরিফুল ইসলাম ওরফে ডনের বাড়ি হরিওকা গ্রামে, সেখান থেকেই অধিকাংশ বাইক উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে নলহাটি ও আশপাশের এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বাইক চুরির ঘটনা ঘটছিল। ধৃতদের জেরা করে চক্রের বাকি সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নলহাটি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুদীপ্ত সাধুখান জানান, তদন্ত চলছে এবং আরও গ্রেফতারের সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯ বছর পর নিহতের পরিবার পেলো বিচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কান্দি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ২০০৭ সালের একটি খুনের মামলায় এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ শোনালো কান্দি আদালত। সারজুল শেখ নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রাখার জন্য ২০০৭ সালের ২৯ এপ্রিল খুন হন কাউসার শেখ নামে এক ব্যক্তি। পরে কাওসার শেখের বাবা আবুল হাসান কান্দি থানায় সারজুল শেখের বিরুদ্ধে খুনের একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে কান্দি থানার পুলিশ পরে সারজুল শেখকে গ্রেপ্তার করে। প্রায় ১৯ বছর পর শুক্রবার এই মামলার রায় ঘোষণা করেন কান্দি 'ফাস্ট ফার্স্ট ট্র্যাক' আদালতের বিচারক সমরেশ বেরা। বিচারক আজ সারজুল শেখকে আইপিসি-র ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে ওই ব্যক্তির আরও এক বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনান বিচারক। এই মামলার সরকারি আইনজীবী সুনীল চক্রবর্তী বলেন,২০০৭ সালের ২৯ এপ্রিল কান্দি থানার বাজে গোপালনগর এলাকায় কাউসার শেখ নামে এক ব্যক্তিকে বোমা মেরে খুন করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ওই গ্রামের বাসিন্দা সারজুল শেখ নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে কাউসারের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সেই আক্রোশ থেকে গন্ডগোলের কারণে ২৯ এপ্রিল কাউসারকে বোমা মেরে খুন করে সারজুল। ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ সারজুলকে গ্রেপ্তার করে। এই মামলায় মোট ১৭ জন আদালতে নিজেদের সাক্ষ্য দিয়েছেন। সমস্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক সারজুলকে দোষী সাব্যস্ত করে আজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

রেললাইনের ধার থেকে যুবতীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ির মাটিগাড়া সংলগ্ন চামটা ব্রিজ এলাকায় রেললাইনের ধার থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনাটি ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা রেললাইনের ধারে ওই যুবতীর ক্ষতবিক্ষত দেহটি পড়ে থাকতে দেখে খবর দেন পুলিশে। খবর পাওয়ামাত্রই শিলিগুড়ি টাউন জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, কোনও ট্রেনের ধাক্কায় যুবতীটির মৃত্যু হয়েছে। তবে এটি নিছক একটি দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে আত্মহত্যার কোনও কারণ রয়েছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। মৃত যুবতীর নাম বা পরিচয় এখনও জানা সম্ভব হয়নি। পুলিশ মৃতার পরিচয় জানার চেষ্টা করছে এবং ঘটনার নেপথ্যের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসজিডব্লিউ-২৭২-১৪৭-টি১-৫৪, তারিখ ঃ ০৪.০২.২০২৬। চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রজেক্ট, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তলা, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা , ৭০০০০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার যাদের অনুরূপ কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং নির্ধারিত ফর্মে ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করছে তাদের থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য 'ওপেন' ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম এবং স্থান ঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের মাইল৫বি-বজবজের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং কাজের জন্য মাঝেরহাট, ব্রেস ব্রিজ, নুঙ্গিতে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সহ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সিগন্যালিং সরঞ্জামের উপকরণ সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা, ইন্টারলকিং এবং কমিশনিং এবং ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সহ ডুয়াল এমএসডিএসি (টু প্যাকেট সিস্টেম); **কাজের আনুমানিক খরচঃ** ₹ ৪২,১৭,৩২,৯৩৫.৮৫; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস; অনলাইনে **টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় (সমাপ্তি)ঃ** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত; **প্রস্তাবের মেয়াদ ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন; **প্রি-বিড সম্মেলন উপলব্ধঃ** নয়; **ওয়েবসাইটের ঠিকানা, সময় এবং তারিখ যেখান থেকে টেন্ডারের নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.ireps.gov.in-এ ০৪.০২.২০২৬ তারিখ থেকে; **বিড খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ₹ ২২,৫৮,৭০০.০০; **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিড জমা দেওয়া যাবেঃ** (১) টেন্ডার শুধুমাত্র অনলাইনে জমা দিতে হবে। (২) ই-টেন্ডার সিস্টেমে অংশগ্রহণের জন্য টেন্ডারদাতা/দের ভারতীয় রেলওয়ে ই-প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) সাইটে অর্থাৎ www.ireps.gov.in-এ নিবন্ধন করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, প্রয়োজনে সংশোধনী/সংযোজনীয় তথ্য শুধুমাত্র এই সাইটে পোস্ট করা হবে। (৩) টেন্ডারদাতারা তাদের মূল/সংশোধিত টেন্ডার শুধুমাত্র শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। (৪) এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল বিড/অফার অনুমোদিত নয়। প্রাপ্ত যেকোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব উপেক্ষা করা হবে। CON-66/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৩৪-২৫ তারিখঃ ০২.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৩৪-২৫**-এর জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **স্থানসহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে ''হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন শাখায় (রাজধানী রুট) কন্ট্যাক্ট ওয়্যার প্রতিস্থাপন'' সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই কাজ। **কাজের আনুমানিক খরচঃ** ₹ ৭৯,১৭,২০৩.১১। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ/বিড সিকিউরিটি জমা দিতে হবেঃ** ₹ ১,৫৮,৪০০.০০; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদঃ** এলওএ ইস্যু করার তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস। **টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার জমা শেষ হওয়ার পর যে কোনো সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তারিত/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং যদি প্রাপ্ত হয় তবে কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। HWH-596/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

সারের মূল্যবৃদ্ধির চাপের মাঝে কৃষকবন্ধু প্রকল্পে স্বস্তি ঃ পূর্ব বর্ধমানে ১৮৪ কোটি টাকা পাচ্ছেন ৬ লক্ষের বেশি কৃষক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ সারের দাম বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চাষিদের উপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছে- এমনই অভিযোগ উঠছে কৃষক মহলে। এই পরিস্থিতিতে উল্টো পথে হেঁটে রাজ্য সরকার চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। রবি মরশুমে কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আওতায় পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৩৮৪ জন চাষি আর্থিক সহায়তা পেতে চলেছেন। তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোট ১৮৪ কোটি ৫১ লক্ষ ২০ হাজার ৩৬০ টাকা ঢুকবে। এরই মধ্যে বহু চাষি টাকা পেয়ে গিয়েছেন। বাকিরাও আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই টাকা পেয়ে যাবেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। আলু চাষের মরশুমে এই টাকা হাতে পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি চাষিরা। তাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার যদি এভাবেই পাশে দাঁড়াত, তবে চাষিদের দুর্ভোগে পড়তে হত না। অভিযোগ, দিল্লি ক্রমাগত সারের দাম বাড়াচ্ছে। ১০:২৬:২৬ সারের সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে অনুখাদ্য কিনতে হচ্ছে বলে দাবি চাষিদের। এর ফলে চাষের খরচ আরও বেড়ে যাচ্ছে। চাষিদের অভিযোগ, অনুখাদ্য উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার উৎসাহ দেওয়ায় ডিলাররা সারের সঙ্গে অনুখাদ্য কিনতে বাধ্য করছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই পন্থা নিচ্ছেন ডিলাররা। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহেবুব মণ্ডল বলেন, যাঁদের এক একর জমি রয়েছে, তাঁরা কৃষকবন্ধু প্রকল্পে পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছেন। আর যাঁদের জমির পরিমাণ কম, তাঁরা ন্যূনতম দু'হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। চাষিদের দাবি, এখন চাষ নিয়ে আগের মতো দুশ্চিন্তায় থাকতে হয় না। ফসল নষ্ট হলে শস্যবিমার টাকা পাওয়া যায়। আবার চাষের জন্য কৃষকবন্ধু প্রকল্পে বছরে দু'ধাপে আর্থিক সহায়তা মেলে। সরকার ক্যাম্প করে ধান কিনছে, আলুর ফলন বেশি হলেও তা কিনে নিচ্ছে। খণ্ডঘোষের চাষি মহবুল শেখ বলেন, প্রতিটি চাষি পরিবার কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। যাঁদের বেশি জমি রয়েছে, তাঁরাও আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন। আবার যাঁদের জমি কম, তাঁরাও বাদ যাচ্ছেন না। সার ও বীজ কিনতেও সমস্যা হয় না। আর এক চাষি সৌরভ পাত্রের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম কিষাণ প্রকল্পের টাকা সময়ে পাওয়া যায় না। তাছাড়া সব চাষি সেই প্রকল্পের সুবিধা পান না। কিন্তু রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কৃষকবন্ধুর টাকা দেয়। এই সময়ে আলু বা সরষের জমিতে কীটনাশক দেওয়ার দরকার হয়, সেই খরচ মেটাতে এই টাকা খুব কাজে আসে। জেলা কৃষিদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, কৃষকবন্ধু প্রকল্পে টাকা দেওয়ার আগে সমস্ত নথি যাচাই করা হয়। কোথাও সমস্যা থাকলে দিনের পর দিন সময় দেওয়া হয়। চাষিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তা সংশোধন করা হয়। ফলে কোনও চাষিকেই টাকা পেতে অসুবিধায় পড়তে হয় না। ধাপে ধাপে কয়েক দিনের মধ্যেই প্রকল্পের আওতায় থাকা সকল চাষির অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজ্য বাজেটের সুফল তুলে ধরলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ রায় ও পুলক রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়ায় সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজ্য

বাজেটের সুফল তুলে ধরলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী অরূপ রায় ও পুলক রায়। একদিকে 'জনবিরোধী' কেন্দ্রীয় বাজেট আর অন্যদিকে 'জনমুখী' বাংলার অন্তর্বর্তীকালীন রাজ্য বাজেট, এই দুই বাজেটের পরিসংখ্যানকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন তুলে ধরেন তাঁরা। এদিন সন্ধ্যায় হাওড়ার কদমতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সদর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজ্য বাজেটের সুফল তুলে ধরে মন্ত্রী অরূপ রায় ও পুলক রায় বলেন, এবারের বাজেট সর্বস্তরের মানুষের বাজেট। কেন্দ্রের দিশাহীন বাজেটের উপযুক্ত জবাব হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জনমুখী বাজেট। এবারে লক্ষ্মীর ভান্ডারে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে বাড়ানো, প্যারা টিচার, সিভিক ভলিন্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মীদের ১ হাজার টাকা করে বেতন বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি ভূমিহীন কৃষকদের চাষের জন্য বছরে ৪ হাজার টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ বেকার যুবকদের ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা করে ভাতা চালু হচ্ছে। ৫ নতুন এমএসএমই হাব চালুর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এখানে বহু কর্মসংস্থান হবে। সবমিলিয়ে এই বাজেট পুরোপুরি জনমুখী এবং সাধারণ মানুষের বাজেট। এছাড়াও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' নিয়ে পরিসংখ্যান তুলে ধরেন বিধায়িকা প্রিয়া পাল। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, সুকান্ত পাল, ডাঃ রানা চ্যাটার্জী, অরুণাভ সেন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, কর্মাধ্যক্ষ তাপস মাইতি, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র, আইএনটিটিইউসি'র জেলা সদরের সভাপতি অরবিন্দ দাস সহ অন্যান্যরা।

জয়নগরে পুলিশের রুট মার্চ শুরু হলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আর কয়েক দিনের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ পাবে। আর তার আগে বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষের নির্দেশ মেনে শুক্রবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার ঢোষা পুলিশ ক্যাম্প ও মহিষমারি পুলিশ ক্যাম্প এলাকায় রুট মার্চ করলো জয়নগর থানার পুলিশ টিম। এদিন জয়নগর থানার পুলিশ টিম এলাকায় রুট মার্চের পাশাপাশি এলাকায় সন্দেহজনক আচরণ করা কোনো মানুষকে পেলে দীর্ঘ জিজ্ঞেসাবাদ করছে।এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এটা রুটিন মাফিক হচ্ছে বলে জানালেন জয়নগর থানার আই সি সমরেশ ঘোষ। তিনি বলেন, নিয়মিত জয়নগর থানা এলাকায় এই টহলদারি চালু থাকবে।

সুবর্ণরেখার পাড়ে উদ্ধার বৃদ্ধের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ পুরুলিয়া জেলা ও ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া বাঘমুণ্ডি থানার সুইসার মার্চা গ্রামের কাছে সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে শুক্রবার সকালে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধের দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই বৃদ্ধের নাম পুসু রজক (৭২), তাঁর বাড়ি মার্চা গ্রামে। এদিন সকালে ওই বৃদ্ধকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বাঘমুণ্ডির পাথরডি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে পুলিশ। তবে পরীক্ষার পরে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তির পেটে ধারালো কিছু দিয়ে কোপ মারা হয়েছিল। কীভাবে ওই বৃদ্ধ মারা গেলেন তা এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। নিহতের পরিজনদের কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

OFFICE OF THE UDAYNARAYANPUR PANCHAYAT SAMITY
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-21/EO/25-26, Dt-05/02/2026 for 18 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity for Tender ID-2026_ZPHD 999883_1 to 2026_ZPHD 999883_18.
Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

SD/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য উল্লিখিত তারিখে ১৫:০০ টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়: **ক্রম নং; টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডারের মূল্য এবং বায়না মূল্য: (১); ই-কেজিপি-ইস্ট-০২-২০২৬;** সিনিয়র ডিইএন/ইস্ট/খড়গপুরের এখতিয়ারাধীন সাঁতরাগাছির উত্তর ও দক্ষিণ দিকের কলোনিতে অবস্থিত বহুতল টাইপ-II এবং টাইপ-III স্টাফ কোয়ার্টারগুলির সংস্কার ও আধুনিকীকরণ; ₹ ২,০০,৪৪,৪৫৪.৩৪; ₹ ২,৫০,২০০.০০। **(২); ই-কেজিপি-ইস্ট-০৩-২০২৬;** মাদপুর: প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ, উচ্চতা বৃদ্ধি, পুনঃসংস্কার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা; ₹ ১,৯৫,৮৭,৩১২.৭৩; ₹ ২,৪৭,৯০০.০০। **(৩); ই-কেজিপি-ইস্ট-০৫-২০২৬;** ১) এডিইএন/এসআরসি-এর অধীনে বড়গাছিয়া এবং আমতা -তে নতুন স্টাফ কোয়ার্টার ১০ ইউনিট (টাইপ-II) নির্মাণ। ২) উলুবেড়িয়া: এসএসই/পি.ওয়ে/উলুবেড়িয়া-এর নতুন অফিস কক্ষ এবং স্টোর নির্মাণ; ₹ ৪,৯২,০৭,৪৪১.০৪; ₹ ৩,৯৬,০০০.০০। **(৪); ই-কেজিপি-এইচকিউ-০৪-২০২৬;** এডিইএন/সেটলমেন্ট/খড়গপুরের এখতিয়ারাধীন ৩য় অ্যাভিনিউতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (২য় কল); ₹ ৪১,১৬,৯৪৯.৪০; ₹ ৮২,৩০০.০০; **(৫); ই-কেজিপি-ইস্ট-০৪-২০২৬;** বাউড়িয়া: বাউড়িয়া স্টেশনে বর্ধিত অংশে প্ল্যাটফর্ম শেড সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা। ২) আন্দুল: আন্দুল (এডিএল) স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, বর্ধিত অংশে শেড এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা; ₹ ২৫,৩১,৪২,৭৩৩.২৬; ₹ ১৪,১৫,৭০০.০০। **(৬); ই-কেজিপি-সাউথ-০৩-২০২৬;** এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর এখতিয়ারাধীন লক্ষ্মণনাথ রোড-জলেশ্বর সেকশনে মানবচালিত লেভেল ক্রসিং নং ৪৪-এর পরিবর্তে বক্স পুশিং কৌশলের মাধ্যমে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের নির্মাণ; ₹ ১১,৫০,৩০,৯৫৩.৩৮; ₹ ৭,২৫,২০০.০০। **(৭); ই-কেজিপি-সাউথ-০৪-২০২৬;** নিম্নলিখিত কাজের বাস্তবায়ন: (১) এসএসই/পি.ওয়ে/হিজলীর অধীনে বাঁধের মেরামত ও শক্তিশালীকরণ এবং এসএসই/পি.ওয়ে/দাঁতন অধীনে বেলদা-নেকুরসেনি মধ্যে কেন্দ্রীয় ড্রেন নির্মাণ, (২) এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের অধীনে হিজলী ও দাঁতনে আরজিএম সাইডিংয়ে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি; ₹ ২,৯৪,৮১,১৬৪.১৭; ₹ ২,৯৭,৪০০.০০। **(৮); ই-কেজিপি-সাউথ-০৫-২০২৬;** সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুরের অধীনে এইচআইজেএনএমবিআর-ভদ্রক সেকশনে ওভার রান লাইন, ডেড এন্ড এবং স্যান্ড হাম্পের উন্নয়ন ও মানোন্নয়ন। ₹ ৩,৭৯,০৫,৪৮৯.৪২; ₹ ৩,৩৯,৫০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** ₹ ০.০০ (ক্রম নং ১ থেকে ৮-এর জন্য); খোলার তারিখ: ১৯/০২/২০২৬ (ক্রম নং ১ থেকে ৩-এর জন্য), ২০/০২/২০২৬ (ক্রম নং ৪-এর জন্য), ২৬/০২/২০২৬ (ক্রম নং ৫ ও ৬-এর জন্য) এবং ২৭/০২/২০২৬ (ক্রম নং ৭ ও ৮-এর জন্য); **কাজের সম্পন্ন করার সময়কাল:** ১৫ মাস (ক্রম নং ১, ৩ ও ৫-এর জন্য), ১২ মাস (ক্রম নং ২ ও ৮-এর জন্য), ৬ মাস (ক্রম নং ৪-এর জন্য) এবং ১৮ মাস (ক্রম নং ৬ ও ৭-এর জন্য)। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ক্রম নং ১ থেকে ৩-এর জন্য ০৫.০২.২০২৬ থেকে এবং ১৯/০২/২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ক্রম নং ৪-এর জন্য ০৬.০২.২০২৬ থেকে এবং ২০/০২/২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ক্রম নং ৫ ও ৬-এর জন্য ১২.০২.২০২৬ থেকে এবং ২৬/০২/২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ক্রম নং ৭ ও ৮-এর জন্য ১৩.০২.২০২৬ থেকে এবং ২৭/০২/২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশন জানার জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-1157)**

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ৩০ নং বিধি অনুসারে]
কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে
[আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, কলকাতা]
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩(৪) এবং কোম্পানি (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৩০(৫) (ক) এর বিষয়ে।
এবং
চক্রদেব ইনফ্রাদেব প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে যার নিবন্ধিত কার্যালয় শপ নং ২৩এ, দ্বিতীয় তলা, বিদাসারিয়া মার্কেট, কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭ ঠিকানায় অবস্থিত ...আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে আঞ্চলিক পরিচালককে অর্পিত ক্ষমতা বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করছে, যা ২০শে জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অসাধারণ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুসারে কোম্পানির সংঘবিধির পরিবর্তন নিশ্চিত করার জন্য করা হচ্ছে, যাতে কোম্পানিটি তার নিবন্ধিত কার্যালয় ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''রাজস্থান রাজ্যে'' পরিবর্তন করতে পারে।

যে কোনো ব্যক্তি যার স্বার্থ কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে তার আপত্তিগুলি একটি হলফনামা সহকারে, যেখানে তার স্বার্থের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ থাকবে, হয় এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে পারেন অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবস্থিত আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে একটি অনুলিপি সহ আঞ্চলিক পরিচালক (পূর্বাঞ্চল), কর্পোরেট ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, প্লট নং আইআইআইএফ/১৬, এএ-আইআইআইএফ রাজারহাট, নিউ টাউন, অখণ্ডকেশরী, কলকাতা-৭০০ ১৩৫ ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাতে পারেন বা পৌঁছে দিতে পারেনঃ
দোকান নং ২৩এ, ২য় তল, বিদাসারিয়া মার্কেট, কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০০৭

চক্রদেব ইনফ্রাদেব প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে এবং তাদের পক্ষ থেকে
স্বা/-
পবিত্র কোঠারি
তারিখঃ ১৭.০২.২০২৬ ডিআইএনঃ ০২২২৩৯২২
স্থানঃ কলকাতা পরিচালক

Office of The Baragram Gram Panchayat At+PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia

Notice Inviting e-Tender/Tender

Pradhan, Baragram GP has invited NIT- 06,07/2025-26 of 21 no. schemes [15 th CFC] and NIeT-03, 04, 05/2025-26 of 15 no. schemes [15 th CFC & 5 th SFC] on 06/02/2026. For details contact Baragram GP Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Baragram Gram Panchayat

Tender Notice

Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for: **1. NIT No:- 35/PATHASHREE-III/2026/PS**. under Rural Road – Pathashree-Rastashree-III, vide **Memo No: 82(39)/SSM/Suti-I/PS., Dated: 06.02.2026**, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **20.02.2026 upto 05.00 PM**. Details visit the website **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact. Executive Officer, Suti–I Panchayat Samity.

Sd/- Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran:Murshidabad

Brajarajpur GP Under indpur Block

Mudunia Gunnath, Bankura, Pin-722121
Notice Inviting e-Tender
(Corrigendum Notice)

NieT-09/25-26(APAS), Memo No-14/Braja/2026, Date-09/01/2026 Last date of Submission 03.02.2026(3p.m) TenderId-2026_ZPHD_986405
NIeT-10/25-26(XVFC), Memo No-60/Braja/2026, Date 16/01/2026 Last date of Submission 03.02.2026(3p.m) TenderId-2026_ZPHD_990531

Sd/- Pradhan, Brajarajpur GP, Indpur Block

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতাতে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত/ক্ষতিগ্রস্ত কেবেল হ্যাঙ্গার, আর্থ স্ট্রিপ, ব্র্যাকেট, কেবেল ট্রে ইত্যাদি নতুন কেবেল হ্যাঙ্গার এবং আর্থ স্ট্রিপ দ্বারা প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৬৪,৬০,৫০০.৯০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১। **ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নং. ঃ ইএলএম_১২৭আরও_সিএবিএইচআর_ডিটি-৩-১-২৬

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে। **ক্রমিক নং. ১, ই-টেন্ডার নংঃ ২৬৮_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণঃ** (i) এসএসই/পি.ওয়ে/বামনগাছির অধীনে গ্যাং নং. ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ এবং এসএসই/পি.ওয়ে/হাওড়ার অধীনে গ্যাং নং. ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭ ও ১৮-এর জন্য গ্যাংহাটের ব্যবস্থা। (ii) সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে এসএসই/ওয়ার্কস্/বামনগাছি শাখার অধীনে সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্স ও এআরটি/বামনগাছি এবং এসএসই/ওয়ার্কস্/হাওড়ার অধীনে সিটিআই/জি/ইনডোর, সিআইটি/আউটডোর প্ল্যাটফর্ম ১২-এর নিকটে, হাওড়া কারশেডে, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া ঝিল সাইডিং, এআরটি/বামনগাছি এবং সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্সে সকল মহিলা স্টাফদের সুবিধার্থে সংলগ্ন টয়লেট সহ লেডিজ ড্রেস চেঞ্জিং রুম নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩,০৬,৪২,১১৩.১৯ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,০৩,২০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, ই-টেন্ডার নংঃ ২৬৯_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণঃ** এসএসই/পি.ওয়ে হাওড়া, সিনিয়র ডিইএন/ এইচকিউ/হাওড়ার অধীনে ইয়ার্ডের (ঝিল সাইডিং, টিকেপিআর, এসওয়াইএই, হাওড়া, হাওড়া ইএমইউ কারশেড এবং লিলুয়া ইয়ার্ড, মোট-৬ ইয়ার্ড) ইয়ার্ড উন্নয়ন এবং আপগ্রেডেশন সম্পর্কিত পি.ওয়ে কাজ যেমন সিটিআর (এস)-.১৩ কিমি, টিএসআর (এস)-২.১৪৮ কিমি, টিটিআর-৮৩ সেট, টিটিআর (এফএস+সিএস+সিএমএসসি)-১ ইন ৮.৫-৭৩ সেট, টিটিআর (ডিএস)-১ ইন ৮.৫-১ সেট, টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি)-১ ইন ১২-৩ সেট, টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি-১ ইন ৮.৫-৬ সেট), টিবিআর-৩১.৯৩১ কিমি টিএফআর-১.৬০৬ কিমি, ডিপ স্ক্রিনিং, লিফ্টিং, টার্ন ইন কার্ভের উন্নয়ন এবং ফোর্স ফিট লে আউটের উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৬,৫৯,৪৫,৩৭২.০৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৪,৭৯,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং. ১ ও ২-এর জন্য)। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** ০.০০ টাকা (ক্রমিক নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০২.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না। HWH-598/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Saturday, 7th Feb 2026	Chandan Nagar Library, Nirtyo Gopal Sriti Mandir Mancha, Hooghly, Kolkata	7:00PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical) / Lighting / Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/502/25-26
Name of work : **Improvement of street lighting system at Mukherjee Para Road in Ward No. 91, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **1,99,547.72**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/504/25-26
Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Kumarpara, Beni Bag Bustee Areas in Ward No. 91, Br.-X**; Estimated Amount : ₹ **3,05,725.99**; Earnest Money : ₹ **6,200.00**; Period of completion : **10 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of completion of bid : **14.02.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **05.02.2026 from 5 pm (For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/289/25-26/PD
Name of work : **Renovation of street lighting arrangement at Sreerampur Patuli N.P.H. Block in Ward No. 110, Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **1,99,729.52**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/291/25-26/PD
Name of work : **Development of lighting arrangement at Sishu Bharati Math, Gas Goddown Math, Naskar Para Math in Ward No. 112, Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **3,98,942.83**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**.

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/290/25-26/PD
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at 298, Briji and adjacent areas in Ward No. 110, Br.-XI**; Estimated Amount : ₹ **2,48,420.11**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**.

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/292/25-26/PD
Name of work : **Repairing and renovation work for KMC UPHC under Br.-XI, KMC**; Estimated Amount : ₹ **2,83,492.46**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 Days (For Sl. No. 3 to 6)**; Last date and time of completion of bid : **16.02.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 3 to 6)**; The bid forms and other details are available on and from **07.02.2026 from 12 Noon (For Sl. No. 3 to 6)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6)**.

The **Executive Engineer (E) / LTG / Z-III, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/LTG/B-9/APAS/W-73/25-26/82
Name of work : **Improvement & installation of street light system at S.S. Bose Row in Ward No. 73**; Estimated Amount : ₹ **1,96,803.55**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/B-9/APAS/W-73/25-26/83
Name of work : **Improvement of lighting arrangement at S.S. Bose Row in Ward No. 73**; Estimated Amount : ₹ **1,97,852.94**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **14 Days (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of completion of bid : **17.02.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender (Technical) opening date : **17.02.2026 at 4 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **06.02.2026 from 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2)**; Please keep watching on the above website for further addendum / corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 & 2)**.

The **Executive Engineer (E) / Lighting / Z-1, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD4/19/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting system at Beerpara Lane, Rani Debendrabala Road and other places in Ward No. 4 under Br.-I**; Estimated Amount : ₹ **1,49,754.00**; Earnest Money : ₹ **3,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date & time of submission of bid : **13.02.2026 at 10 am**; The bid forms and other details are available on and from **07.02.2026 at 10 am** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E) / Lighting / Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :

(1) NIT No. : LTG/Z2/INST/10/24-25
Name of work : **Installation of LED lights as necessary inside of the vegetable range of S.S. Hogg Market (WD-46, Br.-VI) under KMC**; Estimated Amount : ₹ **3,63,608.08**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **05 Days**.

(2) NIT No. : LTG/Z-II/REP/HOGG/20/25-26
Name of work : **Installation of cable tray along flower range and surrounding lanes of S.S. Hogg Market (Old) in Ward No. 46 under Br.-VI**; Estimated Amount : ₹ **4,89,218.35**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Bid submission starting date and time : **07.02.2026 from 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **16.02.2026 upto 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Bid opening date for technical proposal : **16.02.2026 at 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **07.02.2026 after 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2)**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/159//WD25/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Installation of decorative lighting system at both side of Vivekananda Road near Rabindra Sarani crossing in Ward No. 25**; Estimate Amount : ₹ **3,49,519.00**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **10 Days**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/143//WD23/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Improvement of lighting system at Sibthakur Lane, Sikdarpara Street and other places within Ward No. 23, Br.-IV**; Estimate Amount : ₹ **2,99,116.00**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid (Online) : **17.02.2026 upto 2 pm (For Sl. No. 3 & 4)**; The bid forms and other details are available on and from **07.02.2026 (2 pm) (For Sl. No. 3 & 4)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 3 & 4)**.

The **Executive Engineer (E) / Lighting, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-152/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supply and installation of ceiling fans for the replacement of old ceiling fans at the passage area of basement and 2nd floors of S.S. Hogg Market New Complex under KMC**; Estimate Amount : ₹ **2,89,179.16**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**; Period of completion : **15 Days**.

(2) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-129/25-26 (1st Call)
Name of work : **Supply and laying of cable for supplying power to the three numbers staircases lights at New Market New Complex under KMC**; Estimate Amount : ₹ **4,61,305.38**; Earnest Money : ₹ **9,300.00**; Period of completion : **20 Days**.

(3) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-123/25-26 (1st Call)
Name of work : **Day to day operation of CCTV system installed at New Market New Complex, Vigilance Department, Municipal Magistrate Court., HUDCO 5th and 8th Floor and Food Cell under KMC**; Estimate Amount : **Open**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**.

(4) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-156/25-26 (1st Call)
Name of work : **Day to day operation and maintenance of drinking and bathroom water pumps (6 Nos.) at HUDCO Building, under KMC**; Estimate Amount : **Open**; Earnest Money : ₹ **3,900.00**.

(5) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-157/25-26 (1st Call)
Name of work : **Annual comprehensive maintenance of water coolers cum purifiers at S.S. Hogg Market under KMC**; Estimate Amount : ₹ **1,94,382.58**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **365 Days (For Sl. No. 3 to 5)**; Last date and time of submission of bid : **16.02.2026 upto 4 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **07.02.2026 (For Sl. No. 1 to 5)**; The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5)**.

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/DCE(PS)/H_LAD5/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **22.01.2026 (Key No. : 2030/25-26)** of **Parks & Squares Department (Sl. No. 25)**; Last date and time of submission of bid will be read as **09.02.2026 at 1 pm** instead of 02.02.2026 at 1 pm; Bid opening date for technical proposals (Online) will be **11.02.2026 at 2 pm** instead of 05.02.2026 at 2 pm.

NIT No. : KMC/SWM-I/C-II/XIII/120/25-26 published in this Newspaper on **17.01.2026 (Key No. : 1980/25-26)** of **SWM-I Department (Sl. No. 5)**; Last date and time of submission of bid will be read as **10.02.2026 - 2 pm** instead of 27.01.2026 - 2 pm.

(1) NIT No. : APAS/113/152/150/02/038/25-26, (2) NIT No. : APAS/113/152/172/02/016/25-26 published in this Newspaper on **29.01.2026 (Key No. : 2084/25-26)** of **Engineering (C), Br.-XI Deptt. (Sl. No. 4 and 5)**; Starting date and time of submission of bid (Online) **10.02.2026** instead of 28.01.2026 at 5 pm **(For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid (Online) **12.02.2026** instead of 04.02.2026 at 5 pm **(For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on **06.02.2026 at 5 pm** in e-tender website **(For Sl. No. 1 & 2)**.

2172/25-26

শেষ হলো পরমাণু যুদ্ধ রুখে দেওয়ার শেষ প্রাচীর! নিউ স্টার্টের অবসানে পৃথিবীর আকাশে ঘনাচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধের কালো মেঘ

৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে এক অত্যন্ত উদ্বেগজনক অধ্যায়ের সূচনা হলো। রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকা শেষ পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বিপজ্জনক পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতার যুগে। বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ, পটভূমিতে পরমাণু আতঙ্ক-একের পর এক যুদ্ধে জ্বলছে গোটা বিশ্ব। মধ্যপ্রাচ্যে গাজা যুদ্ধ, ইউরোপে ইউক্রেন-রাশিয়া অনিশ্চিত করে তুলেছে। কী এই নিউ স্টার্ট চুক্তি? ২০১০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং রাশিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ-এর ১,৫৫০টির মধ্যে, নিয়মিত পরিদর্শন ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক বিশ্বাস বজায় রাখা হবে। চুক্তিটির মেয়াদ প্রথমে ২০২১ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও,

'স্টার্ট'-এর মেয়াদ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়ে গেছে। এর ফলে গত অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় পর প্রথমবার, বিশ্বের দুই বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তির অস্ত্রভাণ্ডারের উপর আর কোনও আন্তর্জাতিক আইনি সীমা রইল না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা বিশ্বকে ঠেলে দিতে পারে এক নতুন ও সংঘাত-সবকিছুর পটভূমিতেই ঘুরেফিরে উঠে আসছে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা। সরাসরি ব্যবহার না হলেও, পরমাণু বোমার হুমকি আজ কার্যত কূটনৈতিক ও সামরিক চাপ তৈরির অন্যতম অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই নিউ স্টার্ট চুক্তির অবসান বিশ্ব নিরাপত্তাকে আরও মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় নিউ স্টার্ট চুক্তি। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং পারস্পরিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা। এই চুক্তি অনুযায়ী- উভয় দেশ সর্বোচ্চ ৭০০টি মোতায়েন করা ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমারু বিমান রাখতে পারবে। পারমাণবিক ওয়ারহেডের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আরও পাঁচ বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছিল। সেই বর্ধিত মেয়াদই এবার শেষ হলো-কিন্তু কোনও নতুন চুক্তি ছাড়াই। কেন এতটা উদ্বেগজনক এই অবসান?বিশেষজ্ঞদের মতে, নিউ স্টার্ট ছিল পরমাণু যুদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শেষ কার্যকর আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো। এটি শেষ হয়েয যাওয়ায়- যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া চাইলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরমাণু অস্ত্র বাড়াতে পারে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা তীব্র আকার নিতে পারে, পারস্পরিক সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে।। সবচেয়ে বড় কথা, এই দুই দেশের হাতে রয়েছে বিশ্বের মোট পারমাণবিক অস্ত্রের ৯০ শতাংশেরও বেশি। ফলে তাদের যেকোনও সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে গোটা মানবসভ্যতার উপর। কূটনৈতিক টানাপোড়েন ও ব্যর্থ আলোচনা গত বছর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছিলেন, ওয়াশিংটন চাইলে আরও এক বছর রাশিয়া নিউ স্টার্ট চুক্তির শর্ত মেনে চলতে রাজি। কিন্তু তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন এই প্রস্তাবে বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শর্ত ছিল- চিনকেও এই চুক্তির আওতায় আনতে হবে। ওয়াশিংটনের দাবি, চিন দ্রুত তার পারমাণবিক ক্ষমতা বাড়াচ্ছে, ফলে তাকে বাইরে রেখে কোনও চুক্তি কার্যকর হবে না। তবে বেইজিং স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার তুলনায় তাদের পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার অনেক ছোট, তাই একই ধরনের চুক্তিতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত বালোচ বিদ্রোহী, ভৌগোলিক চাপে নাস্তানাবুদ পাক সেনা, উদ্বেগ প্রকাশ প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারিঃএকাধিক সামরিক অভিযান চালিয়েও বালোচিস্তানে বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ পাকিস্তান। দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ স্বীকার করেছেন, বালোচিস্তানের বিশাল ও দুর্গম ভৌগোলিক গঠনই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সামনে সবচেয়ে ব।় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁ।য়িছে। একইসঙ্গে তিনি বিস্ফোরক অভিযোগ করেন, বালোচ বিদ্রোহীদের হাতে রয়েছে অত্যাধুনিক মার্কিন অস্ত্র, যার অনেকগুলোই পাকিস্তানি সেনার কাছেও নেই। পাকিস্তানের আইনসভার নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বালোচিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, বালোচিস্তান ভৌগোলিক ভাবে পাকিস্তানের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ৪০ শতাংশ জু।ে রয়েছে। এত বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা কোনও জনবহুল শহর সামলানোর তুলনায় অনেক বেশি কঠিন। তাঁর কথায়, সেনাবাহিনী সেখানে মোতায়েন থাকলেও এত ব। এলাকা একসঙ্গে নজরদারিতে রাখা শারীরিক ও কৌশলগত ভাবে অত্যন্ত দুরূহ। আসিফের দাবি, শুধু ভৌগোলিক সমস্যাই নয়, বরং বিদ্রোহীদের হাতে থাকা উন্নত অস্ত্র ও প্রযুক্তি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তিনি জানান, বালোচ বিদ্রোহীদের কাছে রয়েছে প্রায় ২০ লাখ পাকিস্তানি টাকা মূল্যের অত্যাধুনিক রাইফেল, যেগুলোর সমমানের অস্ত্র পাকিস্তানি সেনার কাছেও নেই। পাশাপাশি বিদ্রোহীরা ব্যবহার করছে চার থেকে পাঁচ হাজার ডলার দামের থার্মাল ও নাইটভিশন যন্ত্র, এমনকি ২০ হাজার ডলার মূল্যের সামরিক সরঞ্জামও। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রশ্ন, এই

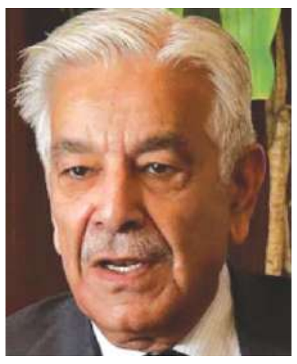

বিপুল অর্থের অস্ত্র আসছে কোথা থেকে? কারা এই বিদ্রোহীদের অর্থ জোগাচ্ছে? তাঁর অভিযোগ, এই সমস্ত অস্ত্র মূলত মার্কিন তৈরি এবং সেগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে বিদেশি মদতে। আসিফ সরাসরি দাবি করেন, বালোচ বিদ্রোহীদের নেতারা আফগানিস্তানে অবস্থান করছে এবং সেখান থেকেই তারা আর্থিক ও সামরিক সহায়তা পাচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বালোচিস্তান কার্যত অগ্নিগর্ভ। প্রদেশের বিভিন্ন স্কুল, ব্যাঙ্ক এবং সামরিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় একের পর এক হামলার অভিযোগ উঠেছে। শুধু গত সপ্তাহেই অন্তত ১২টি জায়গায় হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তানি প্রশাসন। এই হামলাগুলির দায় স্বীকার করেছে বালোচ বিদ্রোহী সংগঠন বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, বিএলএ দীর্ঘদিন ধরেই বালোচিস্তানে স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র আঃেদালন চালিয়ে আসছে। প্রদেশটির প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে গ্যাস ও খনিজ সম্পদের উপর কেঃদ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণকে ঘিরে স্থানীয় বালোচ জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ বহুদিনের। সেই ক্ষোভ থেকেই সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্ম, যা এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছায়ায় আরও জটিল রূপ নিচ্ছে। বালোচিস্তানে সক্রিয় আর এক সশস্ত্র গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-র উপস্থিতিও উদ্বেগ বা।াচ্ছে ইসলামাবাদের। যদিও সরকারিভাবে বিএলএ এবং টিটিপি আলাদা সংগঠন, তবুও নিরাপত্তা মহলের একাংশ মনে করছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ এক হয়ে যাচ্ছে, যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ভয়াবহ ইঙ্গিত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরও জানান, বিদ্রোহীরা যে ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, তা কেবল অস্ত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। গোয়েঃদা তথ্য আদানপ্রদান, নজরদারি এ।ানো এবং নিশানা নির্ভুল করার ক্ষেত্রেও তারা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে। এর ফলে পাকিস্তানি সেনার প্রচলিত কৌশল অনেকাংশেই অকার্যকর হয়ে প।ছে। আসিফের এই বক্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, বালোচিস্তানের সমস্যা শুধুমাত্র সামরিক শক্তি দিয়ে সমাধান সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বঞ্চনা, উন্নয়নের অভাব এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ না মেটালে এই বিদ্রোহ আরও তীব্র আকার নেবে। তবে সরকার এখনও কঠোর অবস্থানেই অন।। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, আমরা আমাদের ভূখণ্ড রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিদেশি শক্তির মদতে পরিচালিত কোনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আমরা বরদাস্ত করব না। সব মিলিয়ে বালোচিস্তান ইস্যুতে পাকিস্তান যে এক গভীর সংকটের মুখে দাঁ।য়ে, তা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যেই স্পষ্ট। ভৌগোলিক বাস্তবতা, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বিদ্রোহী এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল সমীকরণ-এই তিনের চাপে ইসলামাবাদের সামনে চ্যালেঞ্জ ক্রমেই বাড়ছে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ক্রীড়াবিদরা দের সাফল্য অর্জন

গোরখপুর, ৬ ফেব্রুয়ারীঃ নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ক্রীড়াবিদদের প্রদত্ত অত্যাধুনিক সম্পদ এবং প্রশিক্ষণের ফলে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ক্রীড়াবিদরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাফল্য অর্জন করে চলেছেন। এই ধারাবাহিকতায়, ৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে গাজিয়াবাদে অনুষ্ঠিত সিনিয়র ন্যাশনাল ওযেটলিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৬-এ ৫৩ কেজি ওজন বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন মিসেস বীরজি কৌর।উত্তর-পূর্ব রেলওযে. এবং কনজারভেটরNERSA-এর জেনারেল ম্যানেজার, মি. উদয় বোরওয়ানকর, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, মি. বিনোদ কুমার শুক্লা, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তানির্মাণ এবং চেযারম্যানNERSA, মি. অভয় কুমার গুপ্ত, প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক প্রধান শ্রীমতি বীরজি কৌরের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

CHANGE OF NAME

I, ABUL KHAIR SEIKH S/O - LAL I, MOHAMMAD SEKH, residing at VILL - GOBRA PO - KALUKHALI PS -BHAGWANGOLA DIST - MURSHIDABAD Pin- 742135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my father name in driving licence no (WB-5720170259969) from (wrong name) LAL MOHAMMAD to (actual name) LAL. MOHAMMD SEKH and henceforth my father shall be known as LAL MOHAMMAD SEKH in all purpose, vide an addidavit (no-20AC536293) sworn before the 1 judicial magistrate at lalbagh court 04/02/2026. (right name) LAL MOHAMMAD SEKH to (wrong name) LAL MOHAMMAD both name are same and one identical person.

হোলির বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ উৎসবের সময় চাহিদা অনুযায়ী যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় রেল ২০২৬ সালের হোলি উৎসবে ১৪১০টি বিশেষ ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করছে। ভিড়ের মরশুমে যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে বিশেষ ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রঙের উৎসবে যারা তাদের নিজ শহরে ফিরে আসছেন বা বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে বেড়াতে এসেছেন তাদের জন্য মসৃণ এবং আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য, এই বিশেষ ট্রেনগুলি দেশের বিভিন্ন গন্তব্যস্থলকে সংযুক্ত করবে। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সাফ করার জন্য উৎসবের সময় নিম্নলিখিত রুটে হোলি স্পেশাল ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা করছে। সাঁতরাগাছি-এমজিআর চেন্নাই-সাঁতরাগাছি সাঁতরাগাছি-তিরুবনন্তপুরম-সাঁতরাগাছি সাঁতরাগাছি-চারলাপল্লী-সাঁতরাগাছি সাঁতরাগাছি-দরভাঙ্গা-সাঁতরাগাছি শালিমার-ভাদোদরা-শালিমার শালিমার-বিশাখাপত্তনম-শালিমার টাটানগর-কাটিহার-টাটানগর টাটানগর-বক্সার-টাটানগর রাঁচি-গোরখপুর-রাঁচি রাঁচি-আজমির-রাঁচি রাঁচি-জয়নগর-রাঁচি।

সাড়ম্বরে পালিত হল বর্ধমান মডেল মাদ্রাসার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ ফেব্ররুয়ারি ঃ গত ৩রা ফেব্রুয়ারি পূর্ব বর্ধমানের মডেল মাদ্রাসা বার্ষিক

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-সংখ্যালঘু দপ্তরের সচিব প্রধান অতিথি, মাননীয় ওবায়দুর রহমান সাহেব, মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টর আব্দুর রাকিব শেখ, পূর্ব বর্ধমান জেলার সংখ্যালঘু দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিনয় কুমার বিশ্বাস এবং মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মহ নাসরুদ্দিন সাহেব এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবীগণ। প্রধান শিক্ষক জানান আমাদের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নেওয়া, তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।এই মাদ্রাসার ক্যারাটে প্রশিক্ষক জানান ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং দারুণ ফল করেছিল,তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেখ ইসমাইল, আমানত আলী, রিহান মল্লিক, মাহি দাস, অনন্যা সাঁতরা। এমনকি সাঁতার প্রতিযোগিতাতেও রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় মাহি দাস। সূত্র মারফত জানা যায় যে, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনজন ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের পড়াশোনার খরচ তিনি বহন করেন, যা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। মাদ্রাসার শিক্ষক সাঈদ সাহেব জানান এখানকার পড়াশোনার মান যথেষ্ট উন্নত, আগামী দিনে এই প্রতিষ্ঠান ভালো জায়গায় পৌঁছাবে।

CHANGE OF NAME

I, JAGADISH CHANDRA BHUNIA (OLD NAM) S/O DAYAL RAM BHUNIA, RESIDING AT , KAYLAPARA , P.O - HARADHARPUR , P.S - SAGAR, S. 24.PGS. - 743373,W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAGADISH BHUNIA, (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 06/02/26, JAGADISH BHUNIA (NEW NAME) AND , JAGADISH CHANDRA BHUNIA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD MOFAKSHARUL ISLAM (old name) S/O - MD ABDUL HAI SARKAR residing at GOAS SARKARPARA PO-GOAS PS - ISLAMPUR DIST - MURSHIDABAD PIN -742304. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MOHAMMAD MOFAKSHARUL ISLAM (old name) to MD MOFAKSHARUL ISLAM (new name) and henceforth, I shall be Known as MD MOFAKSHARUL ISLAM (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 05/02/2026. MD MOFAKSHARUL ISLAM (new name) & MOHAMMAD MOFAKSHARUL ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I. Md. Ali Akbar Mondal, S/o Md. Omed Ali Mondal, resident of Vill. Purba Dompukur. Po Dumpukur, Ps Chapra, Dist Nadia in West Bengal, Pin 741123 do hereby declare that in my daughter's Khadija Sultana Indian Passport my name is wrongly written as Ali Akbar Mondal but my actual name in Md. Ali Akbar Mondal. I shall be known as Md. Ali Akbar Mondal vide affidavit no. 62 Shorn before notary public at Krishnagar, Nadia on 06.02.2026. Md. Ali Akbar Mondal and Ali Akbar Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SAMPA SIL (OLD NAME) W/O BARUN KUMAR SIL RESIDING AT RADHANAGAR, SRI CHAITANYA LANE KRISHNANAGAR, DIST-NADIA, PO-GHURNI, PS KOTWALI, PIN-741103. WB. HAVE CHANGED MY NAME. (OLD NAME) SAMPA SIL FROM (NEW NAME) SAMPA SIL (DEY) SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KRISHNANAGAR COURT. SL NO - 34 ,DATE - 4/2/26 BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I SMT SAIFUN NESA W/O MD JAFRULLAH residing at Vill-Bibigram, P.O.-Malda, P.S.-English Bazar, Dist-Malda-732101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MST SAIFUN NESA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 6, Dated 05/02/2026. SMT SAIFUN NESA and MST SAIFUN NESA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sachitanand Sharma (Old Name) son of Late Dionandan Sharma Resident of 20R/1,Moti Lal Basak Lane,P.O-Kankurgachi,P.S-Phool Bagan,Kolkata-700054.W.B have changed my name and shall henceforth be known as Sachita Nand Sharma (New Name) as declared by the affidavit vide Sl.No-83,Dated on 27.01.2026 sworn before the Notary Public at Kolkata.That Sachitanand Sharma (Old Name) and Sachita Nand Sharma (New Name) both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sandhya Mondal (Old Name) wife of Late Supravat Mondal Resident of Krishnapur Mondal Para,P.O-Krishnapur,P.S-Baguiati,Dist-North 24 Parganas,Pin-700102. W.B have changed my name and shall henceforth be known as Sandha Mondal (New Name) as declared by the affidavit vide Sl. No-006,Dated on 02.02.2026 sworn before the Notary Public at Kolkata.That Sandhya Mondal (Old Name) and Sandha Mondal (New Name) both are the same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Asif Karim Mir S/O Abutaleb Mir ঠিকানা Laskarpara,Sankrail,VTC-Manickpur,P.O.-Delta mil,Howrah-711309,WB.I declared that my actual date of birth is 09.08.1999 issued by my birth certificate but there has been wrongly recorded my sex as Female instead of Male issued by Manickpur G.P..In my Aadhar & pan card my date birth has been wrongly recorded as 02.07.1999 instead of 09.08.1999. This is a true statement as per vide an affidavit before the Ld.1st class executive magistrate at Howrah.Date-30.01.2026.

CHANGE OF NAME

I, Antara Mondal D/o. Sadhan Kumar Mandal R/o. Vill.- Ashrampara, P.O.- Sagarpara, P.S.- Sagarpara, Dist.- Murshidabad, Pin No.- 742306 that my mother and father's actual name is Rupali Biswas Mandal W/o. Sadhan Kumar Mandal which in my mother Aadhar Card no. 2550 2072 5940 and my father's Aadhar Card no. 6167 2980 4434 but in my Birth Certificate No. 2196, date of Reg- 07-10-2004 my father and mother name is wrongly recorded as Rupali Mondal W/o. Sadhan Mondal. I declare that my mother Rupali Biswas Mandal and Rupali Mondal is same and one identical person and my father Sadhan Kumar Mandal and Sadhan Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit no. 1369 sworn before the Ld 1st Class Judicial Magistrate at Berhampore, Murshidabad on 26-12-2025.

CHANGE OF NAME

I SAPEJAN BIBI W/O-Asadul Islam Mondal, Residing at Vill-Chakramprasad,P.O-Harekrishnapur,P.S-Jalangi, Dist-MSD,W.B,I hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my actual name is SAPEJAN BIBI, Which has been recorded in my Aadhaar card being No.247993509218,That my husband actual name is ASADUL ISLAM MONDAL, Which has been recorded in his Aadhar card being No.940977715524,That my son's actual name is SOHEL RANA MONDAL, Which has been recorded in my son's Aadhar card being No. 611691504334.That in the birth certificate of my son Regd No.23 date of registration 28/02/2006 date of birth 20/01/2006, issued by SAGARPARA G. P, Where my name has been recorded as JARINA BIBI and my husband name as ASADUL MONDAL and my son's name as SOHEL RANA, That I am swearing this affidavit for the purpose of declaring that I SAPEJAN BIBI & JARINA BIBI and my husband ASADUL ISLAM MONDAL & ASADUL MONDAL and my son SOHEL RANA MONDAL & SOHEL RANA is the same and one identical person.Vide Affidavit In the court of L.D.S.D.E.M at Domkal, Dist-MSD,Date-14/01/26

CHANGE OF NAME

I, Shaikh Panchu (Old Name) S/o Rahamat Ali Residing at 29A/H/24, Palm Avenue, P.o - Ballygunge, P.s - Karaya, District - Kolkata, Pin - 700019, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Panchu (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 06-02-2026. Shaikh Panchu (Old Name) and Sk Panchu (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Premangshu Adhikari (Old Name) S/o Late Anil Adhikari Residing at 134 Raja Dinendra Street, P.o - Shyambazar, P.s - Ultadanga, District - Kolkata, Pin - 700004, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Premanshu Adhikari (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 06-02-2026. Premangshu Adhikari (Old Name) and Premanshu Adhikari (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tarak Nath Batabyal (Old Name) S/o Sanjit Kumar Batabyal Residing at 178, Criper Road, P.o - Konnagar, P.s - Uttarpara, District - Hooghly, Pin - 712235, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Tarak Batabyal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 06-02-2026. Tarak Nath Batabyal (Old Name) and Tarak Batabyal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Batin Shake (Old Name) S/o Neyamat Sekh Residing at Vill+P.o - Banerjee Chak, P.s - Jaynagar, District - South 24 Parganas, Pin - 743337, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Abdul Batin Sekh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 06-02-2026. Abdul Batin Shake (Old Name) and Abdul Batin Sekh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Mohammad Ali, Sk Mahammad Ali (Old Name) S/o Sekh Mahboob Ali Residing at 73/H/4, Dr. Sudhir Basu Road, P.o - Khiddirpore, P.s - Ekbalpore, District - Kolkata, Pin - 700023, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Mohammad Ali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 06-02-2026. Sekh Mohammad Ali, Sk Mahammad Ali (Old Name) and Sk Mohammad Ali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, CHUTKI SARDAR, D/o Late Jaynal Sardar, W/o Anchar Molla, R/o Vill.-Krolbaria, P.O.- Bhojerhat, P.S.- K.L.C. Dist.- South 24 Parganas, Pin-743502, have changed my name from CHUTKI SARDAR to RABIYA BIBI MOLLA due to change of my religion from Hindu to Muslim and shall henceforth be known as RABIYA BIBI MOLLA as declared by the affidavit on dated 03.02.2026 before the Notary Public at Alipore, CHUTKI SARDAR and RABIYA BIBI MOLLA is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, BHAIJI Mehek Farhat, D/o. Farhatulla Mohd. Hanif Bhaiji and W/o. Adnan Khan, residing at Flat 201, 12/1 Samsul Huda Rd., Kolkata-700017, has changed my name to Mehek Farhatulla Bhaiji declared before 1st Class Judicial Magistrate Alipore Court, Kolkata, as per Affidavit No. 65965, dated: 30-10-2025. Bhaiji Mehek Farhat and Mehek Farhatulla Bhaiji are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I TITIL CHAKRABORTY W/O ARINDAM ROUT residing at 219, Near Thakur Pukur, Ambagan New Colony, P.O.-Burnpur, P.S.-Hirapur, Dist-Paschim Bardhaman-713325, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as TITIL ROUT as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 56, Dated 06/02/2026. TITIL CHAKRA BORTY and TITIL ROUT both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I,ASHIT KUMAR BHUNIA(OLD NAM) W/O ASHIT KUMAR BHUNIA, RESIDING AT , KAYLAPARA , P.O - HARADHARPUR , P.S - SAGAR, S. 24.PGS. - 743373,W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABITA BHUNIA, (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 06/02/26, SABITA BHUNIA (NEW NAME) AND , ASHIT KUMAR BHUNIA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

CHANGE OF NAME

I,JAYANTO MAJUMDAR (OLD NAM) S/O MANIMOHAN MAJUMDAR ,KASHIPUR BERBARI , N. 24.PGS. - 743270 , W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYANTA MAJUMDAR (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 06/02/26,JAYANTA MAJUMDAR (NEW NAME) AND , JAYANTO MAJUMDAR (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

CHANGE OF NAME

I,POOJA MANDAL (OLD NAM) W/O PROSUN KUMAR MALLIK, RESIDING AT , BIJOYALEX RESIDENCY FLAT , NO - 5F, 5TH FLOOR, KRISHNAPUR , SAMARPALLY , N. 24. PGS.- 700102 , W.B. INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS POOJA MALLIK (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE , NOTARY AT KOLKATA 06/02/26,POOJA MALLIK (NEW NAME) AND , POOJA MANDAL(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON .

CHANGE OF NAME

I,Harendra Nath Mahato S/o Late Biku charan Mahato Residing at 20/1 Old Nimta Road, Belghoria,P.O. & P.S.-Belghoria,Kolkata-700056,North 24Parganas,Wb.I declare that my former name Harendra Nath Mahata instead of Harendra Nath Mahato vide an affidavit Before The 1st class Judicial Magistrate at Calcutta. Date.30. 01.2026. Affidavit No.2608.Harendra Nath Mahato and Harendra Nath Mahata both are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SK Sukur S/O- SK Sohoraf Ali @ Sohrab Hossain SK resident of Vill- Bantir, P.O.-Bontir, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that my father's name SK Sohoraf Ali @ Sohrab Hossain SK and my grand father's name Late Akter Hossain SK @ Late Aktar SK shall vide affidavit No-62, sworn before the First Class Judicial Magistrate Purba Bardhaman on 06/02/2026. That SK Sohoraf Ali and Sohrab Hossain SK is the same and one identical person and Late Akter Hossain SK and Late Aktar SK is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sumita Khatun W/O- Safikul Molla resident of Vill- Bantir, P.O.- Bantir, P.S.- Raina, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that my father's name is NAREN SK written in 2002 voter list of Mongalkote Assembly-281, but my father's actual name is SK AKTAR ALI, vide affidavit No-51, sworn before the First Class Judicial Magistrate Purba Bardhaman on 06/02/2026. That my father's name NAREN SK and SK AKTAR ALI both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Yearuddin Sk, (Old name) S/o-Abdul Goni Mondal, Resident at, Bhakuri Po-Balarampur, Ps-Berhampore, Murshidabad, 742165 West Bengal, I have changed my name Yearuddin Sk to Yearuddin Mondal (New name) I shall be known as Yearuddin Mondal vied affidavit no. 10AC 844012 before the Notry at Berhampore on 06/02/2026 Yearuddin Mondal & Yearuddin Sk same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Halima Bibi, (Old name) W/o-Akkas Ali, Resident at, Vill Natungudhia, Po-Gudhia, Ps & Dist- Murshidabad, 742302 West Bengal, I have changed my name Halima Bibi to Halema Bibi (New name) I shall be known as Halema Bibi vied affidavit no. 10AC 844008 before the Notry at Berhampore on 06/02/2026 Halima Bibi & Halema Bibi same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Rahim Sk, (Old name) S/o-Nurhossein Sekh, Resident at, Vill-Ramkrishnapur, Po-Dahapara, Ps & Dist- Murshidabad, 742104 West Bengal, I have changed my name Abdul Rahim Sk to Rahim Sk (New name) I shall be known as Rahim Sk vied affidavit no. 10AC844011 before the Notry at Berhampore on 06/02/2026 Abdul Rahim Sk & Rahim Sk same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Gaffar Sekh (Old name) S/o-Md Golab Sk, Resident at, Vill & Po-Gudiha, Ps & Dist- Murshidabad, 742302 West Bengal, I have changed my name Abdul Gaffar Sekh to Abdul Gaffar Sk (New name) I shall be known as Abdul Gaffar Sk vied affidavit before the Notry at Berhampore on 06/02/2026 Abdul Gaffar Sk & Abdul Gaffar Sekh same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Taslema (Old name) S/o-Enamul Hoque, Resident at, Vill-Uttar Maharajpur, Po-Maharajpur, Ps-Ratua, Dist-Malda, 732102 West Bengal, I have changed my name Taslema to Taslima Bibi (New name) I shall be known as Taslima Bibi vied affidavit no.10Ac 844010 before the Notry at Berhampore on 06/02/2026 Taslema & Taslima Bibi same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Abu Bakkar, (Old name) S/o-Hossain Sk, Resident at, Vill-Rajkhanda Po-Mohurul anantapur, Ps-Nabagram, Murshidabad, 742136 West Bengal, I have changed my name Md Abu Bakkar to Abubakkar Sk (New name) I shall be known as Abubakkar Sk vied affidavit before the Notry at Berhampore on 29/12/2025 Md Abu Bakkar & Abubakkar Sk same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Selim (Old name) S/o-Nowsad Sk, Resident at, Vill-Mamdalipur PO-Natunpara Raipur, P.S-Hariharpara Dist.- Murshidabad, 742165 West Bengal, I have changed my name Abdul Selim to Abdus Selim Sk (New name) I shall be known as Abdus Selim Sk vied affidavit no.15 AC 771054 before the Notry at Berhampore on 06/02/2026 Abdul Selim & Abdus Selim Sk same and one identical person.

VEDIKA CREDIT CAPITAL LIMITED

(CIN : U67120WB1995PLC069424)
Regd Office: Chhota Kanthalia, North 24 Parganas, West Bengal- 700121, India
Tel: 9135001217, 18001236018 (Toll free), **Website:** www.teamvedika.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DEC 31, 2025

(Amount in Rs. In lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended Dec 31, 2025 (Unaudited)	Quarter ended Sept 30, 2025 (Unaudited)	Quarter ended Dec 31, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	8221.65	7539.98	7202.83	26555.46
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional, and/or Extraordinary items)	877.32	1164.81	1341.96	4109.51
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	877.32	1164.81	1341.96	4109.51
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	774.79	893.38	912.80	3078.19
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	774.79	893.38	912.80	3078.19
6	Paid up Equity Share Capital	3709.52	3709.52	3709.52	3709.52
7	Security Premium Account	14867.60	14867.60	14867.60	-
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	12260.93	11472.14	9679.48	24733.65
9	Net Worth	30838.05	30049.26	28256.60	28443.17
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	125881.39	115070.87	93503.95	98003.06
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL
12	Debt Equity Ratio	4.08	3.83	3.31	3.45
13	Annualized Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	2.09	2.41	2.46	8.30
	2. Diluted:	2.09	2.41	2.46	8.30
14	Capital Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Figures for the quarter ended are not annualized.

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial statements filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed on the websites of the BSE Limited **www.bseindia.com** and website of the company.

For and on behalf of the Board of Directors
Vedika Credit Capital Limited
Vikram Jain
(Whole Time Director)
DIN: 00367570

Place : Ranchi
Date : 06 Feb 2026

ভোটারের নাম বাদ গেলে বাড়িতে হামলা হবে, আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে মৃত মহিলা বিএলও

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ এসআইআর-এর শুনানির পর্ব শেষ হলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলে

কোনও ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে হামলা করতে পারেন এই আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলা বিএলও-র। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত চোঁয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপুর গ্রামে। মৃত ওই বিএলও-র নাম মায়া মুখার্জি (৫৮)। তিনি স্থানীয় নামুপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এবারের এসআইআর পর্বে শ্রীপুর গ্রামের ২৫১ নম্বর বুথের বিএলও হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন মায়া মুখার্জি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মোবাইল এবং কম্পিউটার ব্যবহারে সড়গড় না হওয়ার কারণে মায়াদেবী বিএলও হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যদিও নির্বাচন কমিশন এক প্রকার জোর করে তাঁকে বিএলও হিসেবে নিযুক্ত করায় নিজের কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মায়াদেবী। মায়া মুখার্জির পরিবার সূত্রের খবর, কাজের অত্যাধিক চাপের জন্য এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পর্বে গুরুতর অসুস্থ হয়ে প্রায় সাত দিন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন তিনি। একটু সুস্থ হয়ে ওঠার পর ফের বিএলও হিসেবে নিজের কাজ করছিলেন মায়া মুখার্জি। মৃতের পরিবারের দাবি, অত্যাধিক কাজের চাপেই শুক্রবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। জানা গেছে, ছোটবেলায় পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন মায়া মুখার্জি। খুব অল্প বয়সে তাঁর সঙ্গে ওই গ্রামের সিদ্দিক মন্ডল নামে এক ব্যক্তির বিয়ে হয়। সন্তান জন্মের পর নিজের উদ্যোগে ফের একবার রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন মায়া মুখার্জি। মৃত ওই মহিলার ছোট ছেলে রুবেল মন্ডল বলেন, আমার মা মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার ব্যবহারে একদমই সড়গড় ছিলেন না। তাই এসআইআর পর্বের যাবতীয় কাজকর্ম সামলানোর জন্য আমি মাকে সাহায্য করতাম। তিনি আরও বলেন, এসআইআর-এর প্রথম পর্বে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য মা দীর্ঘদিন মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি ছিলেন। মা সবসময় আতঙ্কে থাকতেন এসআইআর পর্ব শেষ হলে যে সমস্ত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে তাঁরা হয়তো আমাদের বাড়িতে এসে হামলা করতে পারেন। মায়ের আতঙ্ক ছিল নাম বাদ যাওয়া ভোটাররা মনে করবেন হয়তো মায়ের কারণেই তাঁদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে। এই আতঙ্ক থেকে গতকাল মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আজ ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মায়াদেবীর মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করে হরিহরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক নিয়ামত শেখ বলেন, নির্বাচন কমিশন ওই মহিলাকে জোর করে এসআইআর-এর কাজ করতে বাধ্য করেছিলো। ওই বিএলও আতঙ্কে ছিলেন কোনও ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ গেলে তাঁর উপর বা বাড়িতে হামলা হতে পারে। এই আতঙ্কে মায়া মুখার্জি নামে ওই বিএলও অসুস্থ হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। আমরা তৃণমূলের তরফে ওই পরিবারের পাশে রয়েছি।

বোমা বিস্ফোরণ মাড়গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বোমা বাঁধতে গিয়ে বোমা ফেটে জখম হল দুজন। ঘটনাটি বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার কালিদহ গ্রামে। তবে জখমদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীররাতে বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার কালিদহ গ্রাম সংলগ্ন মাঠে বোমা বাঁধছিল ৬-৭ জন। সেই সময় অসাবধানতা বশত বোমা ফেটে যায়। বোমার আঘাতে জখম হয় দুজন। আহতদের নাম সাহে আলম ও গাউস শেখ। সাহে আলম নামে একজনের আঘাত গুরুতর। সঙ্গে থাকা বাকিরা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে জখমদের আড়ালে রাখা হয়েছে। গা ঢাকা দিয়েছে বাকিরাও। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে। গ্রামের বাসিন্দা নুরজাহান বিবি বলেন, সকালে বিষয়টি জানতে পারলাম। তারপর দেখলাম পুলিশ গ্রামে তল্লাশি চালাচ্ছে। কেউ বলছে বোমা মেরেছে, আবার কেউ বলছে বোমা বাঁধছিল। কি হয়েছিল সেটা পুলিশ বলতে পারবে। বিজেপির জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যত ভোট কাছে আসবে ততই এরকম বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হবে। বিস্ফোরণ ঘটবে। শাসক দলের হাতে এসব ছাড়া আর কিছু নেই। তাই আমরা পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করব অবিলম্বে এই সমস্ত উপদ্রুত এলাকায় বোমা। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে জেলার মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে সাহায্য করুন।

বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার তেহট্ট থানার বেতাই বাজার এলাকায় এক বৃদ্ধাকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম স্মৃতি দত্ত (৭২)। তিনি বাড়িতে একাই থাকতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তাঁর একমাত্র ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। শুক্রবার সকালে প্রতিবেশীরা বাড়ির গেটের সামনে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে তেহট্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বৃদ্ধার গলায় একটি সোনার মোটা চেন ও হাতে বালা থাকত, কিন্তু উদ্ধার হওয়ার সময় সেই গয়নাগুলি আর ছিল না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গয়না লুটের উদ্দেশ্যে খুন করা হয়ে থাকতে পারে বলে স্থানীয়দের একাংশের অনুমান। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়ির পরিচারিকা ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বাড়িতে জোরপূর্বক প্রবেশের কোনও চিহ্ন রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরো ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তদন্তের স্বার্থে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ধরা পড়ল কাঠ সহ পাচারকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ মূল্যবান খয়ের কাঠ পাচারের আগেই পাচারকারী ও কাঠ হাতেনাতে ধরল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ রেঞ্জের বনকর্মী ও অধিকারিকদের দল রাতভর অভিযান চালিয়ে এই আন্তঃরাজ্য খয়ের কাঠ পাচার চক্রটি আটকাতে সফল হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে রেঞ্জ অফিসে গোপন সূত্রে খবর আসছিল। তথ্যের উপর নজর রাখছিলেন বনকর্মীরা। দক্ষিণ রেঞ্জের একটি দল এদিন ভোরে আলিপুরদুয়ারের পুটিমারি মোড়ে দু'টি গাড়ি আটক করে। আটককৃত গাড়িগুলির মধ্যে ছিল খয়ের কাঠবোঝাই একটি বড় ট্রাক এবং একটি ছোট গাড়ি। এই ছোট গাড়িতে ছিল মাস্টারমাইন্ডরা। অভিযান চলাকালীন প্রচুর পরিমাণে খয়ের কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই আন্তঃরাজ্য চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িত ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্তরা একাধিক রাজ্যের বাসিন্দা। অসম, পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, বিহার এবং বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে একটি সুসংগঠিত আন্তঃরাজ্য চোরাচালান নেটওয়ার্কের উপস্থিতি নির্দেশ করছে। ধৃতদের নাম যশ পাল, হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা। মোঃ সোহেল, কোচবিহারের বাসিন্দা। স্বপন দাস, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। সোহেল রানা, কোচবিহারের বাসিন্দা। মনু কুমার, বিহারের বাসিন্দা এবং রোহিত, হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা। অপরাধে ব্যবহৃত দু'টি গাড়িই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুসারে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এদিন অভিযুক্তদের আলিপুরদুয়ারের সিজেএম আদালতে হাজির করা হয় বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত, পানের সঙ্গে ব্যবহৃত একটি প্রাচীন ভেষজ উপাদান খয়ের, যা মূলত ডায়েরিয়া, মুখের ঘা এবং দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত পড়া বন্ধ করতে অত্যন্ত কার্যকর।

উদ্বোধনের আগেই খুলল সিউড়ি হাটজনবাজার ব্রিজ, দীর্ঘদিনের যানজট যন্ত্রণার অবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে যানজটের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন সিউড়িবাসী। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে নির্ধারিত সময়ের আগেই চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হল সিউড়ির হাটজনবাজার রেল ওভারব্রিজ। যদিও আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি সেতুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে, তবে তার আগেই জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, ঠিকাদার সংস্থা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা যৌথভাবে নবনির্মিত এই ওভারব্রিজটি পরিদর্শন করেন। সেতুর সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি যাতায়াতের ক্ষেত্রে কী কী সুবিধা বা অসুবিধা হতে পারে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় উঠে আসা ছোটখাটো সমস্যাগুলি। সেতুটি পুরোদমে চালু হওয়ার পরেই ধাপে ধাপে সেই সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। রেল গেট পড়ার কারণে সিউড়ির এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় প্রায়ই দীর্ঘক্ষণ মালগাড়ি বা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হতো সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে অ্যাম্বুলেন্স বা জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে এই সমস্যা ছিল প্রকট। বর্তমানে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় ছাত্র ছাত্রীদের যাতে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেই কারণেই স্থানীয় প্রশাসনের অনুরোধে রেল এই মানবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শহরের বাসিন্দা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই ব্রিজের জন্য আমাদের অনেক সমস্যায় পড়তে

হয়েছে। গেট পড়ে গেলে ছাত্র ছাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো। রেল যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবে উদ্বোধনের আগেই ব্রিজটি খুলে দিয়েছে, তার জন্য সিউড়িবাসী হিসেবে আমরা কৃতজ্ঞ। দ্রুত আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি পুরোপুরি দূর হবে। পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক বিপ্লব বাউড়ি জানিয়েছেন, নিয়ম মেনে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি হাটজনবাজার রেল ওভারব্রিজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে সেতুটি এখনই ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে হলো মাঘ মেলা

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে হলো মাঘমেলা ও শ্রীনিকেতনের বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন শান্তিনিকেতন আমার

হৃদয় হলে, আমার দুটি বাহু শ্রীনিকেতন। চিরাচরিত এই মেলায় বরাবরই ভিড় জমান দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকরা। এই মেলা চলে তিনদিন। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, আজ থেকে একশো চার বছর আগে অর্থাৎ ১৯২২ সাল থেকে কবিগুরু গ্রাম বাংলার মানুষদের নিয়ে শ্রীনিকেতনে কাজ শুরু করেন। নিজেকে প্রকাশিত করার মাধ্যম এই মেলা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রাম বাংলার কৃষিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এই মেলার সূচনা করেন। সেই সময় কৃষকরা নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করতেন এই মেলায়। মেলার অন্যতম আকর্ষণ কৃষি প্রদর্শনী। শুধু বীরভূম জেলার নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের চাষ বাসের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতো। সকালে শ্রী নিকেতনের কুঠি বাড়িতে চলতো মানুষের আনাগোনা। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এবছর মাঘ মেলায় এলে দেখা গেছে প্রায় ১০ কেজি ওজনের কুমড়ো, ১৬ কেজি ওজনের মুলো। এছাড়াও বিভিন্ন শাক সবজি। এই বছর প্রদর্শনীতে প্রায় শতাধিক চাষী অংশ গ্রহন করে। ১০৪ তম মাঘ মেলার সূচনায় বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জন। শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের নিদর্শন পত্র তুলে দেওয়া হয় অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে। শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগ মেলায় তাদের নিজেদের তৈরি জিনিস নিয়ে হাজির হয়েছেন। বসেছে একটি ছোট আকারে মেলা যেখানে হরেক রকমের মাল বিকিকিনি হচ্ছে। বাউল ফকিররা হাজির হয়েছেন এই মেলায়। শান্তিনিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে যেমন পড়ুয়াদের হাতে নিদর্শন পত্র তুলে দেওয়া হয় শ্রীনিকেতনের এই উৎসবে শিল্প সদনের পড়ুয়াদের হাতে তেমনি নিদর্শন পত্র তুলে দেওয়া হয়। শান্তিনিকেতনের ভাষায় এই উৎসব আদতে মিনি সমাবর্তন। এদিন উৎসব শুরু হওয়ায় আগে প্রতিটি ভবনের প্রধানরা বিভাগীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। আর এই মেলাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষজন তাদের হাতের তৈরী জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসে। নানুরের সাঁওতা থেকে আসেন চাষী স্বপন মির্ধা। তাঁর নিজের হাতে তৈরি ১৬ কেজি ওজনের একটি হাইব্রিড মুলো নিয়ে তিনি মাঘ মেলায় আসেন।

বাঁকুড়ায় ২৫০ পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে, শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়ায় প্রায় ২৫০ টি পরিবার বিজেপি ছেড়ে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে বলে দাবি করেছে তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। যদিও বিজেপি এই যোগদানকে 'নাটক' বলে কটাক্ষ করেছে। ঘটনাকে ঘিরে জেলা রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের জগদল্লা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ভাঙন ঘটেছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখে একই পঞ্চায়েত এলাকার বিপুল সংখ্যক পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়াকে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, জগদল্লা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বিজেপি ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ৪,৩০৫ ভোট, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১,২১৪ ভোট এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১,৬৩৩ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। সেই এলাকাতেই এবার বড়সড় ভাঙন বিজেপির অস্বস্তি বাড়িয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অনুমান করা হচ্ছে, এই পরিবারগুলির পাঁচশোরও বেশি ভোটার বিজেপি থেকে সরে গিয়েছেন। যোগদানকারী টুম্পা বাউরি, সবিতা রায় ও মনিকা বাউরি জানান, দীর্ঘদিন বিজেপি করার পরেও তাঁরা কোনও উন্নয়ন বা সহায়তা পাননি। সেই কারণেই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তারাশঙ্কর রায় বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ দেখে এই পরিবারগুলি তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। পাশাপাশি এসআইআর সংক্রান্ত শুনানিতে হেনস্থার অভিযোগও বিজেপি ছাড়ার একটি কারণ। এর ফলে তৃণমূল আরও শক্তিশালী হবে এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলই জয়ী হবে বলে তিনি দাবি করেন। বিজেপির দাবি, সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি আদতে বিজেপিরই সমর্থক এবং ভবিষ্যতেও বিজেপিকেই ভোট দেবে।

দার্জিলিং-এ মৃদু ভূমিকম্পে, কম্পন অনুভূত শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৬ ফেব্রুয়ারি ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দার্জিলিং, শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চল। কম্পন অনুভূত হয় পড়শি দেশ নেপাল ও চিনেও। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৫। জানা গেছে, খুব কম সময়ের জন্য কম্পন অনুভূত হয়েছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের এই ভূমিকম্পে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। জাতীয় ভূতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি)-এর তথ্য অনুসারে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল পশ্চিম সিকিমের গ্যালশিং অঞ্চল। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও পড়শি রাজ্য সিকিম, অসম-সহ প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও চিনে কম্পন অনুভূত হয়েছে।

PWD(GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites online e - Tender for the following: **Tender ID(s): 2026_PWD_1000866_1, 2026_PWD_1000866_2, 2026_PWD_1000866_3, 2026_PWD_1000866_5**, NIET **No.: WBPWD/EE/HCD/ NITe-42 of 2025-2026**. Bid submission start date (online): **07.02.2026 from 11:00 AM**. Bid submission closing date (online): **21.02.2026 up to 2:00 PM & 14.02.2026 up to 2:00 PM for ID 2026_PWD_1000866_5**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division
Chawkbazar, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি
নোটিশ আমমোক্তার

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, ১) স্বর্নেন্দু সরকার, পিতা- শম্ভুনাথ সরকার, সাং- মথুরাপুর, পোস্ট- খোলাপোতা, থানা- মাটিয়া। মথুরাপুর মৌজায় এল. আর. খতিয়ান নং ১৩২০ ও ১৪০৩ দাগে ১৭ শতক জমিজমায় ১। জয়ন্ত কুন্ডু, পিতা- সুবোধ কুন্ডু, সাং-বসিরহাট এস.এন. মজুমদার রোড, পোস্ট থানা-বসিরহাট ।, এনাকে গত ইং ২৫।০৪।২০২৩ তারিখে ৩৮২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আমার মক্কেল- সোনা ডেভলপমেন্ট পয়েন্ট পক্ষে ম্যানেজিং পার্টনার- বদরুদ্দিন মোল্লা, পিতা-আবু ছাত্তার মোল্লা, সাং-গোবিন্দপুর, পোষ্ট-রঘুনাথপুর, থানা- মাটিয়া। উপরোক্ত ১৭ শতক জমিজমা ইং- ২১।০১।২০২৬ তারিখে ৯৭৩ /২৬ নং কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত জমিটি আমার মক্কেল তাহার নাম বরাবর রেকর্ড করিবার জন্য B.L & L.R.O. বসিরহাট-২ অফিসে আবেদন করিয়াছেন। যাহা কেস নং- MN/2026/1512/744। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই নোটিশ প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে লিখিতভাবে জানাইবেন। বর্তমানে আমমোক্তার দাতাগন ও আমমোক্তার জীবিত আছেন।

Sd/- SANJAY NATH
Advocate
Basirhat Court
E.F/1512/1475/2008

NOTICE INVITING -E.TENDER
Office of the Dhulasimla Gram Panchayat

Nit no-97 to 111
Publised Date-**06/02/2026 at 5.00 PM** Bid Submission End Date-**16/02/2026 at 11.00 AM** Opening Date-**18/02/2026 at 11.10 AM http://www.wbtenders.gov.in**

Prodhan
Dhulasimla Gram Panchayat

Office of the Block Development Officer Suti-I Development Block
Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 29/APAS/2025/Dev.(2 nd Call), Date: 06.02.2026 under APAS, vide Memo No: 448(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 06.02.2026, Total No. of Scheme 08 (Eight) nos. Last date of Application : **13.02.2026 upto 5.00 pm.** 2. NIT No:- 09/APAS/2025/Dev.(4 th Call), Date: 06.02.2026 under APAS, vide Memo No: 447(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 06.02.2026, Total No. of Scheme 02 (Two) nos. Last date of Application : **13.02.2026 upto 5.00 pm** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in.** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/- Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

The Prodhan of Dogachia G.P. under Purbasthali-1 Dev. Block, Dist.-Purba Bardhaman, W.B. Pin-713513 invites Tender for 6 Nos tied and 6 Nos of Untied Schemes. Tender No are follows - **10/25-26 and 11/25-26** and Memo Nos are follows **513/DGP/GEN** and **514/DGP/GEN** dated are follows **05/02/26** and **06/02/26.** Last date for bid submission 16/02/2026 for 10/25-26 NIT. Last date for bid submission 17/02/2026 for 11/25-26 NIT up to 6.55 P.M. for both NIT. For details visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Dogachia Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে: মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে কবি সুভাষ স্টেশন পর্যন্ত) রেল গেজ ফেস লুব্রিকেটর মেশিন সরবরাহ, স্থাপন, সূচনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ । **কাজের আনুমানিক মূল্য:** ৫, ৮৮, ৯৯, ৬১৬.২০ টাকা । **বায়না অর্থ:** ৪,৪৪,৫০০.০০ টাকা । **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ৬০ মাস । **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৭.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২ টায় । **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ পাওয়া যাবে । যদি কোনো পরিমার্জনা/সংশোধনী থাকে, তাহলে সেটি কেবলমাত্র এই ওয়েবসাইটেই উত্তোলিত করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নোটিস নং: সিভিল-২৫৪৭-২০২৬ (ওপেন)

Follow us at: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

SHORT NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.: WBIW/EE/DM&ED/SNIT-04/2025-26

Above mentioned Short Notice Tender is hereby invited by the undersigned from eligible contractors having sufficient credential and financial capacity for 1 No. Mechanical Work under this Division at Seharabazar, Purba Bardhaman, Last date of submission of the bid: **12.02.2026 15:00 HRS**. The other details may be seen from **https://www.wbiwd.gov.in** and also from office of the undersigned on any working days.

Sd./-
Executive Engineer
Durgapur Mechanical & Electrical Division
Durgapur, Paschim Bardhaman, I & W Dte.

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

Notice Inviting E-Tender No. 59/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_998097, Date: 30.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 60/15 th FC/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_998091, Date: 30.01.2026
Notice Inviting E-Tender No. 84/SHS/2026, Tender ID: 2026_ZPHD_999275, Date: 03.02.2026
Notice Inviting E-Tender No. 100/BEUP/2026, Date: 06.02.2026
Notice Inviting E-Tender No. 101/BEUP/2026, Date: 06.02.2026
Notice Inviting E-Tender No. 102/BEUP/2026, Date: 06.02.2026

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Date of Start of downloading the documents from **05.02.2026 at 6.30 PM.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **20.02.2026 at 9.00 P.M**. Date of Opening of Technical Bid(Online) on **23.02.2026 at 9.00 P.M**. For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

The **e-NIT No. 14 of 2025-26/PO/BCW/JAL**, Sl. No.-03 (1st Call) is hereby cancelled. Further, **e-NIT No. 14 of 2025-26/PO/BCW/JAL**, Sl. No.-03 (2nd Call) is hereby invited for execution of 01 (one) number of Community Development Scheme Jalpaiguri district. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

বিজ্ঞপ্তি
নোটিশ আমমোক্তার

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, ১) মোঃ মোফিদুল ইসলাম ওরফে মফিদুল ইসলাম, পিতা- মোঃ আফসার আলি, সাং- রায়পুর মীরপাড়া, পোস্ট- চাকলা, থানা- দেগঙ্গা, ২) সেখ এজাহারুল হক, পিতা-সেখ এসরাইল হক, সাং-ইসলামপুর, পোস্ট- কদম্বগাছি, থানা- দত্তপুকুর, ৩। মোসাঃ তাহমিনা বিবি, স্বামী-মোঃ আয়ুব আলি তরফদার, সাং- আটঘরা নতুন মসজিদ, বিশ্বাস পাড়া, পোস্ট-রাজারহাট গোপালপুর, থানা- বাগুইআটি, ৪। মারুফা খাতুন, স্বামী-আনোয়ার হোসেন, ৫। খালেদা খাতুন, স্বামী- মনিরুজ্জামান, ৪ নং ও ৫নং সাং- রাজাপুর উত্তর পাড়া, পোষ্ট-মুরারীশাহা, থানা-হাসনাবাদ ৬। মুরশিদা খাতুন ওরফে মোরসেদা (খাতুন) বিবি, স্বামী- মহঃ ফারুক ওরফে মোঃ ফারুক মন্ডল, সাং+পোষ্ট-বালিশ চৌমাথা, থানা- অশোকনগর। মথুরাপুর মৌজায় এল. আর. খতিয়ান নং ১৭৯, ৪১৭৫,৪৭৯৫,৫০৫৪,৫০৫৭,৫০৫৮, ও ২৫৯ দাগে ৬.৩২৩ শতক জমিজমায় ১। আব্দুল মহিত আটা, পিতা- আবুল কালাম আটা, সাং-উত্তর মথুরাপুর, পোঃ- খোলাপোতা, থানা-মাটিয়া। এনাকে গত ইং ০৭।০৮।২০২৫ তারিখে ৭২৬১/২৫ ও ০৪।০৯।২০২৫ তারিখে ৮০৬৮/২৫ এবং ০২।০৭।২০২৫ তারিখে ৫৯৩৫/ ২৫ নং আমমোক্তাররা দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আমার মক্কেল ১) বদরুদ্দিন মোল্লা, পিতা- মৃত আবু ছাত্তার মোল্লা, সাং+পোষ্ট-রঘুনাথপুর, থানা-মাটিয়া। উপরোক্ত ৮.৫৯৭ শতক জমিজমা ইং-১৯।০২।২০২৬ তারিখে ৭৭৫/২৬ নং কোবালা দলিল মূলে খরিদ করেন। উক্ত জমিটি আমার মক্কেল তাহার নাম বরাবর রেকর্ড করিবার জন্য B.L & L.R.O. বসিরহাট-২ অফিসে আবেদন করিয়াছেন। যাহা কেস নং- MN/2026/1512/624।এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই নোটিশ প্রকাশের এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে লিখিতভাবে জানাইবেন। বর্তমানে আমমোক্তার দাতাগন ও আমমোক্তাররা জীবিত আছেন।

Sd/- SANJAY NATH
Advocate
Basirhat Court
E.F/1512/1475/2008

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail idi murshidabadmunidpality@gmall.com
Office Phone & Fax No-03482-270232

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 527/MM/NIeT/2025-26, Dated: 06-02-2026** The last date for online submission of tander is **20-02-2026 (Friday) up to 14:00 Hours..**
For details **https://wbtenders.gov.in**
please visit website

Indrajit Dhar (Chairman, Murshidabad Municipality)

Notice

Samar Kumar Adhikary alias Samar Adhikary son of Late Kalipada Adhikary sold 06 katha 00 Chittak 00 Sqft. Sali Land through his Power attorney holder SRI RAHUL ADHIKARY, both are residing at Vill-Madhya Jhorehat and P.O-Jhorehat, P. S.-Sankrail. District-Howrah. Pin-711304 and he sold 06 katha 00 Chittak 00 Sqft. Sali Land which is comprised in J.L. No. 30. L.R. Khatian No-2540, R.S. Dag No. -1151 comprised to L.R. Dag No. 1238 of Mouza-Jhorehat. P.S.-Sankrail, under Banipur Gram Panchayat-III, with 8'-00" wide Kancha Common Passage to SRI SUBODH SHAW, Son of Late Debi Dayal Shaw, SRI PUNAM KUMAR GUPTA, S/o-Late Ramashankar Gupta through Sale Deed which is registered before D.S.R-Howrah-I Book No.-I, Volume Number -0501-2025, Pages From-31914 to 31937, Being No-050100902 of 2024. If any one has any objection to the said sale deed, they should contact the Sankrail- B.L.R.O office within 30 days.

কোচগুলির যান্ত্রিক শুষ্ক পরিষ্কার, জল দেওয়া এবং প্যাড লকিং

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এম-টিএসকে-২০২৬-০৭; তারিখ: ০৩-০২-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নম্বর ঃ** এম-টিএসকে-২০২৬-০৭; **কাজের নাম ঃ** যা ২৪ (চব্বিশ) মাসের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনে মুরকংসেলেক (এমজেডএস) স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফেরত আসা/টার্মিনাল অ্যাটেনশন ট্রেনগুলোর কোচের যান্ত্রিক শুষ্ক পরিষ্কার, জল দেওয়া এবং প্যাড লকিংয়ের কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৮৪,৮১,১০১.২৮/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৪২,৪০০/-টাকা; টেন্ডার **জমা** দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময় **২৫-০২-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলার** সময় **১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাসোসিয়েট সিগন্যালিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৭২, **তারিখঃ** ০৩-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** ইয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য অ্যাসোসিয়েট সিগন্যালিং কাজ - কাটিহার ইয়ার্ড । টেন্ডার মূল্যঃ ৯০,৫০,৬৯৬/- টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৮১,০০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৫-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ২৫-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৫-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-Purba Burdwan :: Pin.-713422

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites eNIT/ Offline tenders/Quotation vide Notice No. Dated - **NIT No: 102/JGP/e-NIT/2026 Date:-06/02/2026, 103/JGP/e-NIT/2026 Date:- 06/02/2026**. Last date of bidding **17/02/2026**.

Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **HARSH BERLIA and DEEPAK BERLIA**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **SMT. CHANDANA DEBI and SMT. GOUTAMI RAY**
ঠিকানাঃ **RAJBARI PARA, WARD No.1, P.S.-KOTWALI, P.O. & DIST.- JALPAIGURI- 735101 and C-3, 202 PARAN HANS, JUHU HOUSING COMPLEX, DAULAT NAGAR RELEAF ROAD, SANTA CRUZ, WEST, MUMBAI-400054**
গ্রহীতাঃ **KUMAR SARAJIT NARAYAN and KUMAR DEBABRATA NARAYAN**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **36 for the year 2011 & 37 for the year 2011** নং বহি **(iv) ADSR, JALPAIGURI & (iv) ADSR, JALPAIGURI** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **2957 of 2024 ADSR, JALPAIGURI. 3092 of 2025 DSR, JALPAIGURI. 3093 of 2025 DSR, JALPAIGURI**
নামজারি কেস নংঃ : **MN/ 2026/0702/359, MN/ 2026/0702/440, MN/ 2026/0702/449, MN/ 2026/0702/451, MN/ 2026/0702/446**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ **MOUZA-KHARIA, SHEET NO.6, PARGANA-BAIKUNTHAPUR, P.S. KOTWALI, DIST. JALPAIGURI RS PLOT NO. 181, 180/848,181/851,181/864, LR PLOT NO.983.981.982.986. RS KHATIAN NO.3358/5, LR KHATIAN NO. 937, TOTAL AREA-186 DECIMAL SELLER:-PRABIR NARAYAN AND OTHERS, RAJBARI PARA, P-S. KOTWALI, PO. & DIST. JALPAIGURI-735101 PURCHASER:-HARSH BERLIA AND DEEPAK BERLIA, BANKIM NAGAR, 2 ND MILE, SEVOKE ROAD, P.S. BHAKTINAGAR, SILIGURI 734001**
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **HARSH BERLIA and DEEPAK BERLIA**
পিতাঃ **SRI SUSHIL KUMAR BERLIA**
ঠিকানাঃ **BANKIM NAGAR, 2nd MILE, SEVOKE ROAD, PS- BHAKTINAGAR, SILIGURI 734001, DIST- JALPAIGURI**

Office of the
BUDHAKHALI Gram Panchayat
Notice Inviting Tender No:- 32/BGP/2025-26, Date: 06/02/2026

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the total **13 (Thirteen) Nos.** different works under Source of Fund: 15 th FC (Tied) 2025-26-II. Last date of submission of Tender Form on or before **13/02/2026 up to 10.30 am.** Date of Opening of Tender **16.02.2026 at 11.00 am.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Budhakhali Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- **WBMAD/C/HCM/Eng /NIT4/2e/26**
Memo No-: 548 /Eng/S.D Dated: 06.02.2026

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2026_MAD_5011184 _01-39**
Closing date of Bid submission is **16.02.2026 up to 14.50 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit **website-https:// tenders.wb.gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE
SRINAGAR GRAM PANCHAYAT
Under Kakdwip Div. Block
Kakdwip, South 24 Parganas

NOTICE INVITING e-TENDER No. SNGP/NIT-08(e)/2025-26

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of Construction of proposed community rest shed. Fund: BEUP. Time of submission **06.02.2026 at 17.00 Hrs. to 20.02.2026 up to 11.00 Hrs.** Date & Time of Technical bid opening **23.02.2026 at 11.00 Hrs.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Srinagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH
TENDER NOTICE

TENDERS are invited from the bonafide contractors vide **Notice no- : NIT-67, Dated-30.01.26** 16 NOS OF WORKS (PS OWN/ 15 TH FC)

SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

Unity Small Finance Bank Limited
কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউজ, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) মুম্বই-৪০০০৯৮

প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) বিধি ৮(১) দেখুন

যেহেতু, আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে **ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের** একজন অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নে উল্লিখিত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম। যেহেতু নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারগণ উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাজামিনদার এবং সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪)-এর সাথে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল গ্রহণ করেছেন। এতদ্বারা বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তিগুলির সাথে যেকোনো লেনদেন নিম্নে উল্লিখিত অর্থের জন্য এবং তার উপর প্রযোজ্য সুদসহ ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের চার্জের অধীন হবে। ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা ৮-এর বিধানগুলি দেখুন।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	দাবি নোটিশের তারিখ এবং বকেয়া টাকার পরিমাণ
১. নিয়ামুল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), প্রতিনিধিত্ব করছেন নিয়ামুল হোসেন মোল্লা, গ্রাম- কুমোর হাট পাড়া, কুমোরহাট উত্তর পাড়া, থানা- বারুইপুর, পোস্ট অফিস - কুমারহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৮৭ ২. নিয়ামুল হোসেন মোল্লা (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা) ৩. নিলুফা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা)। কুমোরহাট , দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, কুমার হাট পোস্ট অফিসের কাছে দক্ষিণ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৮৭। এছাড়াও মৌজা কুমারহাট, এল আর দাগ নং ২৩১৫, জে এল নং ৬৯, থানা- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এল আর খতিয়ান নং ২৭১৭, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৮৭। ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর- USFBKOLLOAN000005012809. প্রতীকি দখলের তারিখ- ২৯।১২।২০২৫	**দাবি নোটিশ, তারিখ ১৫।০৩।২০২৫ পরিমাণঃ ১৪,৭২,৯৬১.৯৮ /- টাকা (চৌদ্দ লক্ষ বাহাত্তর হাজার নয় শত একষট্টি টাকা এবং আটানব্বই পয়সা মাত্র) ১৫।০৩।২০২৫ তারিখ অনুযায়ী, সাথে প্রযোজ্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।**

বন্ধকীকৃত / সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণঃ প্রায় ২.৬২ ডেসিমেল পরিমাপের সমস্ত জমি, যা সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, এবং তার উপর নির্মিত দোতলা কাঠামোসহ, যা মৌজা - কুমারহাট, জে.এল. নং ৬৯, আর.এস. নং ৩, তৌজি নং ২৮৭-এর অন্তর্গত দাগ নং ২৩১৫-এর অধীনে অবস্থিত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৬-এর সাথে সম্পর্কিত (এল.আর. খতিয়ান নং ৮৭৬ / ১, ১১৭৫ অনুযায়ী), হোল্ডিং নং ৪৬০৫-এ অবস্থিত এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অধীন ধাপধাপি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, এবং প্রায় ০৩ ডেসিমেল পরিমাপের সমস্ত জমি, যা সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, এবং তার উপর নির্মিত দোতলা কাঠামোসহ, যা মৌজা - কুমারহাট, জে.এল. নং ৬৯, আর.এস. নং ৩, তৌজি নং ২৮৭-এর অন্তর্গত দাগ নং ২৩১৪, ২৩১৫, ২৩৪০-এর অধীনে অবস্থিত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৪, ১৫৬-এর সাথে সম্পর্কিত (এল.আর. খতিয়ান নং ৮৭৬/১, ৪৫৪ অনুযায়ী), ধাপধাপি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অধীন, যার সীমানা নিম্নরূপঃ সীমানা (বন্ধকী দলিল অনুযায়ী)- পূর্বঃ ২০ ফুটের রাস্তা। পশ্চিমঃ কাজী রফিকের সম্পত্তি। উত্তরঃ শাহনাওয়াজ মণ্ডলের সম্পত্তি। দক্ষিণঃ আব্দুল কালাম আজাদের সম্পত্তি।

তারিখ-০৭।০২।২০২৬, স্থান-কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ **স্বা /- অথোরাইজড অফিসার-ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড**

ফাইনালে ১৭৫ রানে নায়ক বৈভব

সংবাদ সংস্থা, হারারে, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ হারারের ফাইনালের মঞ্চে যেন একাই ম্যাচের চরিত্র বদলে দিলেন বৈভব সূর্যবংশী। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত লড়াইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত তুলল পাহাড়প্রমাণ ৪১১ রান। আর সেই ইনিংসের কেন্দ্রে-১৭৫ রানের বিধ্বংসী ঝড়। এমন এক ইনিংস, যা যুব বিশ্বকাপের ইতিহাসে দীর্ঘদিন আলাদা করে লেখা থাকবে। টস জিতে ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক আয়ুষ মত্রে। শুরুটা যদিও খুব দ্রুতগতির ছিল না। ওপেনার অ্যারন জর্জ তাড়াতাড়ি ফিরে গেলে প্রথম ধাক্কা খায় টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু এরপর যা শুরু হল, তা কার্যত একতরফা শো। বৈভব সূর্যবংশী ক্রিজে দাঁড়িয়ে প্রথমে পরিস্থিতি বুঝলেন, তারপর ধীরে ধীরে গিয়ার পাল্টালেন। পাওয়ারপ্লে পেরোতেই ইংল্যান্ড বোলারদের উপর নেমে এল আগ্রাসনের ঝড়। ইংল্যান্ডের পেস ও স্পিন-কেউই রেয়াত পেল না। সেবাস্টিয়ান মরগ্যান, ম্যানি লাম্সডেন, ফারহান আহমেদ-সবাইকে সমান তালে আক্রমণ করলেন বৈভব। ৫৫ বলে শতরান, ৮০ বলে ১৭৫-ইনিংসে সাজানো ১৫টি চার ও ১৫টি ছয়। হারারে স্পোর্টস ক্লাব গ্যালারি

দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে সমাদর জানাল এমন এক ইনিংসকে, যা বয়সের হিসেবনিকেশ ভুলিয়ে দেয়! বৈভব আউট হওয়ার সময় স্কোরবোর্ডে ২৫১ রান ৩ উইকেটে। তখনও ওভার বাকি। দায়িত্বও। যা তুলে নিলেন বাকি ব্যাটাররা। আয়ুষ মত্রে খেললেন দায়িত্বশীল ৫৩ রানের ইনিংস। মিডল ওভারে অভিজ্ঞান কুণ্ডু, বেদান্ত ত্রিবেদী, আর শেষে আরএস অম্বরীশ ও কানিষ্ক চৌহান মিলে রানের পাহাড় টেনে নিয়ে গেলেন ৫০ ওভার পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত স্কোরকার্ড দাঁড়াল ৪১১-এ-ফাইনালের মঞ্চে কার্যত বিশালাকায় চ্যালেঞ্জের পাহাড়! ইংল্যান্ডের বোলাররা শেষদিকে কিছু উইকেট তুলে নিলেও ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আজ শুরু থেকেই মারমুখী ছিলেন বৈভব। ৫৫ বলে শতরান করার পর পরের পঞ্চাশ রানের গন্ডি ছুঁয়েছেন মাত্র ১৬ বলে। তাঁর এই বিশাল ইনিংস সাজানো ১৫টি বাউন্ডারি ও ১৫টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। যুব বিশ্বকাপে ১৫টি ছয় মেরে বিশ্বরেকর্ড করলেন বৈভব। এর আগে সর্বোচ্চ ছয়ের নজির ছিল অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল হিলের কাছে। তিনি মেরেছিলেন ১২টি ছয়। আজ বৈভবের ব্যাটিং দেখে আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই হয়ত সিনিয়র দলেও সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট মহলে একটি পরিচিত মুখ বিহারের এই কিশোর। গত আইপিএলেই রাজস্থানের হয়ে মাত্র ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে চর্চায় এসেছেন তিনি। এরপর সুযোগ পেয়েছেন বিহার রঞ্জি দলেও। যুব টেস্ট ডেবিউতেই ৫৮ বলে সেঞ্চুরি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, যা দেখে তাঁর মধ্যে এক বড় সম্ভাবনা দেখছেন নির্বাচকরা।

অনুশীলনে মুখ থেঁতলে গেল স্টোকসের, চিন্তিত সমর্থকরা

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ ইংল্যান্ড ক্রিকেটে ফের দুশ্চিন্তার খবর। প্র্যাক্টিস সেশনের সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের অধিনায়ক ও বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। একটি ক্রিকেট বল সরাসরি মুখে লাগায় গুরুতরভাবে আহত হন তিনি। ডান চোখ ফুলে যায়, নাক দিয়ে রক্তপাত শুরু হয় এবং গোটা মুখে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখা যায়। স্টোকস নিজেই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে নিজের আহত অবস্থার ছবি শেয়ার করেছেন। সেই ছবি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। সেই দেখে ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। তবে চোটের মাঝেও নিজের স্বভাবসুলভ রসবোধ বজায় রেখেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। ছবির ক্যাপশনে মজা করে তিনি লেখেন, 'আমার মুখের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া বলটার অবস্থা আপনাদের দেখা উচিত!' খবর অনুযায়ী, এই ঘটনা ঘটেছে যখন স্টোকস ব্যাটিং করছিলেন না। তিনি মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর ব্লাইন্ড সাইড দিয়ে হঠাৎ এক বল আসে এবং সরাসরি মুখের ডান দিকে আঘাত করে। প্রস্তুতির ফাঁকে এমন অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা আরও চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। বর্তমানে ইংল্যান্ডের হোয়াইট বল ফর্ম্যাটের পরিকল্পনায় নেই বেন স্টোকস।

হাঁটু সমস্যায় বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন হর্ষিত

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ শুরুই হল না অভিযান। তার আগেই আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন ভারতীয় পেসার হর্ষিত রানা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে পাওয়া হাঁটুর চোটেই তাঁর টুর্নামেন্টে নামার আশা শেষ করে দিল-এমনটাই সূত্রের খবর। দক্ষিণ

আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে বল করতে নেমে অস্বস্তিতে পড়েন হর্ষিত। রান-আপে দু'বার থেমে যেতে দেখা যায় তাঁকে। শেষ পর্যন্ত মাত্র এক ওভার বল করেই মাঠ ছাড়তে হয়। ময়দান ছেড়ে বেরচ্ছেন যখন, ডান হাঁটু এক হাত দিয়ে চেপে ধরা, অন্তিম ওভারে হর্ষিত খরচ করেন ১৬ রান। পরে চলে মেডিক্যাল পরীক্ষা। দেখা যায় ডান হাঁটুতে ফুলে গিয়েছে, নড়াচড়ায় সমস্যা এবং জয়েন্ট লাইনে ব্যথা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। স্ক্যান রিপোর্ট নিশ্চিত করেছে ল্যাটারাল মেনিসকাস টিয়ার। ৬ ফেব্রুয়ারি চিকিসক ডা. দীনশ পারদিওয়ালার সঙ্গে পরামর্শের পর অস্ত্রোপচারের নির্দেশ এসেছে। সেই কারণে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে পুরোপুরি ছিটকে গেলেন হর্ষিত। যদিও এই বিষয়ে এখনও বোর্ডের তরফে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশিত হয়নি। হর্ষিতের চোটে ভারতের বোলিং আক্রমণে বড় ধাক্কা। এর আগে ওয়াশিংটন সুন্দর সাইড স্ট্রেনের কারণে নিউজিল্যান্ড সিরিজ মিস করেন, যদিও তিনি এখনও বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রয়েছেন এবং ফেরার আশা টিমটিম করে জ্বলছে। তিলক বর্মাও চোট কাটিয়ে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছেন। তবু ধোঁয়াশা কাটেনি। টিম ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ৭ ফেব্রুয়ারি, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এমন পরিস্থিতিতে হর্ষিত রানার চোট ভারতের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় বড় অনিশ্চয়তা তৈরি করল-এখন নজর বিকল্প বোলার নির্বাচনের দিকে।

আইসিসির সমালোচনা সত্ত্বেও কমেন্ট্রি প্যানেলে নাসের হুসেন

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ মাঠে নামার আগেই উত্তাপ। একদিকে বয়কট-বিতর্ক, অন্যদিকে সম্প্রচার ঘিরে আলোচনা। আইসিসি ঘোষিত টি-২০ বিশ্বকাপের কমেন্ট্রি প্যানেল প্রকাশ্যে আসতে ফের আলোচনা আর কৌতূহল। দেখা গেল, সমালোচনার মধ্যেও অভিজ্ঞতার উপর ভরসা রেখেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। ঠাঁই পেয়েছেন নাসের হুসেন। সঙ্গে রয়েছেন পরিচিত, পরীক্ষিত বহু কণ্ঠ-যাঁদের ধারাবিবরণীতে বিশ্বকাপের গল্প সরাসরি পৌঁছবে কয়েক কোটি দর্শকের ঘরে। টি-২০ বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে আইসিসি যে 'ডায়নামিক কমেন্ট্রি প্যানেল ঘোষণা করেছে, সেখানে অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেনের পাশাপাশি রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ ও অলরাউন্ডার রবি শাস্ত্রী, ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন পেসার ইয়ান বিশপ এবং নিউজিল্যান্ডের আইকনিক কণ্ঠ ইয়ান স্মিথ। এ ছাড়া লিস্টে বড় মুখ

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ, যিনি ২০২১ সালে দেশকে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন। আইসিসির বার্তা স্পষ্ট-হাইভোল্টেজ টুর্নামেন্ট মানেই পরিচিত কণ্ঠ, যাঁরা চাপের মুহূর্তে ম্যাচের আবহ ঠিকভাবে তুলে ধরতে দড়। যদিও এই সূত্রে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন উঠছে, নতুন কণ্ঠকেও কি যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হচ্ছে? এই বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিতে শোনা যাবে একঝাঁক জনপ্রিয় তারকাকে। তাঁদের অনেকে এখনও ময়দান থেকে অবসর নেননি। একদিকে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন ইংল্যান্ডের ইয়ন মর্গ্যান, পাকিস্তানের কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রম ও ওয়াকার ইউনিস, ভারতের সুনীল গাভাসকর ও দীনেশ কার্তিক, শ্রীলঙ্কার কুমার সাঙ্গাকারা। এর পাশাপাশি আকর্ষণ বাড়িয়েছে দু'টি নতুন সংযোজন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা এবং শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস এই প্রথম টিভি কমেন্ট্রিতে নাম লেখাচ্ছেন। আইসিসির মতে, দর্শকদের কাছে আলাদা মাত্রা যোগ করবে বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেটারদের দৃষ্টিভঙ্গি। তাই এই সংযোজন। ভারত ও শ্রীলঙ্কা সম্প্রচার এরিয়ায় থাকছেন হর্ষ ভোগলে, ড্যানি মরিসন, অ্যালান উইলকিন্সের মতো কণ্ঠ, যাঁরা উপমহাদেশের দর্শকদের কাছে চিরচেনা, বিশ্বস্ত।

বিশ্বকাপের আগেই বড় ধাক্কা দেশের, ছিটকে গেলেন এই তারকা পেসার

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে একের পর এক ধাক্কায় বিপর্যস্ত অস্ট্রেলিয়া শিবির। প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্কের পর এবার বিশ্বকাপ স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেলেন আরও এক তারকা পেসার জশ হ্যাজলউড। ফলে পেস বিভাগের 'ত্রিফলা'। স্টার্ক, কামিন্স ও হ্যাজলউড তিনজনকেই ছাড়া বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে হচ্ছে ২০২১ চ্যাম্পিয়নদের। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অস্ট্রেলিয়ার জন্য বড়সড় চ্যালেঞ্জ। এর আগেই সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন মিচেল স্টার্ক। পিঠের চোটের কারণে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা হয়নি প্যাট কামিন্সের। তবে হ্যাজলউডকে নিয়ে আশায় ছিলেন নির্বাচকরা। পরিকল্পনা ছিল, গ্রুপ পর্বের পর সুপার-এইট থেকেই মাঠে নামবেন এই অভিজ্ঞ স্পিডস্টার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আশাতেও জল ঢালল হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট। বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র পাঁচদিন আগে স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়া হয় হ্যাজলউডকে। জাতীয় নির্বাচক টনি ডডমেইড বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, 'আমরা সত্যিই আশাবাদী ছিলাম যে, জশ সুপার-এইট পর্ব থেকে ম্যাচ ফিট হয়ে উঠবেন। কিন্তু সর্বশেষ মেডিক্যাল রিপোর্টে ইঙ্গিত মিলেছে, তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।' তবে প্রাথমিক পর্বের জন্য আপাতত কোনও বিকল্প নাম ঘোষণা করছে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। পরিস্থিতি বুঝে পরবর্তী সময়ে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন নির্বাচকরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, স্যেন অ্যাবট ট্রাভেলিং রিজার্ভ হিসেবে দলের সঙ্গে রয়েছেন। কামিন্সের পরিবর্ত হিসেবে আগেই স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বেন ডুয়ার্শুইসকে। হ্যাজলউড ছিটকে যাওয়ায় এখন জেভিয়ার বার্টলেট ও ডুয়ার্শুইসই অস্ট্রেলিয়ার পেস আক্রমণের প্রধান ভরসা।

নতুন ক্লাবে অভিষেকেই বেনজেমার হ্যাটট্রিক

সংবাদ সংস্থা, রিয়াধ, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ গায়ের জার্সিটা নতুন। এতদিনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরা এখন আপন। কিন্তু কারিম বেনজেমা তো আছেন নিজের মতোই। নতুন ক্লাবেও তিনি সেই পুরোনো রূপেই। আল-হিলালের হয়ে অভিষেক রাঙালেন তিনি হ্যাটট্রিক করে ও আরেকটি গোলে সহায়তা করে। তার নতুন শুরুতে বিশাল জয়ের স্বাদ পেল দল। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচটিতে বৃহস্পতিবার আল আখদুদকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করে আল-হিলাল। গত মরসুমে আল-ইত্তিহাদের ডাবল জয়ের নায়কদের একজন ছিলেন বেনজেমা। এই মরসুমে ক্লাবের পারফরম্যান্স ভালো না হলেও তিনি ছিলেন ফর্মেই। কিন্তু চুক্তি নবীকরন নিয়ে টানাপোড়েনের জের ধরে ট্রান্সফার উইন্ডোর শেষ দিনে পাড়ি জমান তিনি আল-হিলালে। নতুন ক্লাবের হয়ে প্রথমবার খেলতে নামেন তিনি প্রতিপক্ষের মাঠে। প্রথম গোলের দেখা পান ৩১তম মিনিটে। বক্সের ভেতর চমৎকার ব্যাক হিলে বল জালে পাঠান ৩৮ বছর বয়সী তারকা। প্রথমার্ধে গোল ছিল ওই একটিই। দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জোয়ারে প্রতিপক্ষকে ভাসিয়ে দেয় আল-হিলাল। ৬০ মিনিটে কাছ থেকে নেওয়া শটে দ্বিতীয় গোল পান বেনজেমা। মিনিট চারেক পরই পূর্ণ হয় তার হ্যাটট্রিক। এর ছয় মিনিট পর ব্রাজিলিয়ান ম্যালকমের গোলটিও বানিয়ে দেন তিনি। ফরাসি ফরোয়ার্ডের আরও ঝলক হয়তো দেখা যেত। কিন্তু ৭১তম মিনিটে তুলে নেওয়া হয় তাকে। আল-হিলালের গোল উৎসব তাতে থামেনি। ৭৪তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান সালেম আল-দসারি। গত বছরের এএফসি বর্ষসেরা ফুটবলার আরেকটি গোল করেন যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে। নতুন ক্লাবে দারুণভাবে শুরু করে উচ্ছ্বসিত বেনজেমা

বললেন, নতুন আবহে মানিয়ে নিতে তার সময় লাগেনি একটুও। ''আজকের ম্যাচটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। জিততে পেরে আমরা খুশি। ভালো খেলেছি আমরা, অনেক গোল করেছি এবং কোনো গোল হজম করিনি, কাজেই আমরা দারুণ খুশি। ক্লাবের সবাই আমাকে দারুণভাবে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন এবং সবকিছু দিয়েছেন। তাই মাঠে নেমে আমিও সবটুকু উজাড় করে দিতে চাই।'' এই জয়ে ২০ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আল-হিলাল। সমান ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট আল-আহলির। এক ম্যাচ কম খেলে ৪৬ পয়েন্ট ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর আল-নাসের।

মেহেরাজের উপর ভরসা রেখেই আইএসএলে নামছে টিম ব্ল্যাক প্যান্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারিঃ শনিবার থেকেই শুরু হয়ে যাবে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ। তথা আইএসএল। তাই অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল দল গুলি। এক্ষেত্রে কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান তথা ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট অনেক আগে থেকেই মাঠে নেমে পড়লেও বেশ কিছুটা সময় পরেই প্রস্তুতি শুরু করে আরেক প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। গত জানুয়ারির শেষ দিন থেকেই প্রথম ডিভিশন লিগের জন্য নিজেদের তৈরি করতে শুরু করেছে সাদা-কালো শিবির। গতবারের পর এবারও মেহেরাজুদ্দিন ওয়াড়ুর উপরেই ভরসা রাখল ম্যানেজমেন্ট। উল্লেখ্য, গতবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম দিকে দুরন্ত ফুটবল খেলতে দেখা গিয়েছিল মহামেডান দলকে। সেই সময় অনেকেই মনে করেছিল যে হয়তো নক আউটের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে আসবে কলকাতার এই দল। কিন্তু সময় এগোনোর সাথে সাথেই কার্যত ফিকে হতে শুরু করেছিল সমস্ত কিছু। যারফলে খালি হাতে, পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থেকেই শেষ হয়েছিল টুর্নামেন্ট। সেই ধাক্কা কাটিয়ে এবার সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে সিজন শুরু করেছিল এই তৃতীয় প্রধান। সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও শেষ পর্যন্ত নাস্তানাবুদ হয়ে শেষ করতে হয়েছিল টুর্নামেন্ট। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশ ছিল সমর্থকরা। তবে এবার দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকবে প্রত্যেকের। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে নিজেদের অভিযান শুরু করতে চলেছে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে ওয়েন কোয়েলের জামশেদপুর এফসি। সেই ম্যাচের আগে যে সময়টুকু বাকি রয়েছে তাঁর মধ্যেই গোটা দলকে তৈরি করে নিতে চাইবেন কোচ মেহেরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। তবে শোনা যাচ্ছিল যে আইএসএলের কথা মাথায় রেখে হয়তো কোনও সফল ভারতীয় কোচের উপর দায়িত্ব দেবে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেহেরাজের হাত ধরেই সাফল্য পাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন কর্তারা।

জানুয়ারির দলবদলে সবচেয়ে দামি কে, কোন ক্লাব সবচেয়ে বেশি খরচ করল

নিজস্ব প্রতিবেদন

জানুয়ারির ফুটবলের দলবদল বাজার সাধারণত একটু শান্তই থাকে। এবারও খুব একটা শোরগোল ছিল না। তবে ইউরোপে দলবদলের শেষ দিনটি ছিল উত্তেজনায় ঠাসা। এটাও অবশ্য চেনা দৃশ্যই। শেষ বেলার জন্যই যেন সব চমক জমিয়ে রাখে ক্লাবগুলো। লুকাস পাকেতার ব্রাজিলের ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গোতে ফিরে যাওয়াটা আছে তালিকার তিনে। তাঁকে পেতে ফ্ল্যামেঙ্গোর খরচ হয়েছে ৪ কোটি ২০ লাখ ইউরো। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বিশ্বের বড় ক্লাবগুলো এই দলবদলে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হাতই দেয়নি। বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা বার্সেলোনা-এই ক্লাবগুলো হয়তো গ্রীষ্মকালীন

ফুটবলবিষয়ক ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেটের হিসাব বলছে, শীতকালীন এই দলবদলে ক্লাবগুলো খরচ করেছে ২০০ কোটি ইউরোর বেশি! বরাবরের মতো এবারও দাপট ছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের। প্রায় ৪৫ কোটি ৩০ লাখ ইউরো খরচ করেছে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো। সবচেয়ে দামি পাঁচটি দলবদলের চারটিতেই জড়িত এই লিগের দলগুলো। বোর্নমাউথ থেকে ৭ কোটি ২০ লাখ ইউরোতে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিয়েছেন আন্টোয়ান সেমেনিও। এবারের শীতকালীন দলবদলে এটিই সবচেয়ে দামি চুক্তি। উলভারহ্যাম্পটন থেকে ইয়রগেন স্ট্র্যান্ড লারসেন ক্রিস্টাল প্যালেসে গেছেন ৫ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে। অন্যদিকে ওয়েস্ট হাম থেকে দলবদলের জন্য টাকা জমিয়ে রাখছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় লিগগুলোর দলবদলের সময় শেষ হয়ে গেলেও কোনো কোনো দেশে এখনো কেনাবেচার সুযোগ রয়ে গেছে। যেমন তুরস্কে শুক্রবার পর্যন্ত খেলোয়াড় কেনা যাবে। ব্রাজিলে সময় আছে ৩ মার্চ পর্যন্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএসে খেলোয়াড় নেওয়া যাবে ২৬ মার্চ পর্যন্ত। তবে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগেই দলবদল বাজার শেষ। ১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে ম্যানচেস্টার সিটি। সেমেনিওকে কিনতেই সিটির সিংহভাগ (মোট খরচ ৯ কোটি ৫০ লাখ ইউরো) খরচ হয়ে গেছে। এ ছাড়া ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে ২ কোটি ৩০ লাখ ইউরোতে তারা দলে ভিড়িয়েছে মার্ক গেহিকে। সিটির পর দ্বিতীয় স্থানে আছে ক্রিস্টাল প্যালেস (৯ কোটি ইউরো)। দলবদলের শেষ দিনে ২ কোটি ৫০ লাখ ইউরোতে করিম বেনজেমাকে দলে টেনে চমক দেখিয়েছে আল হিলাল, তারা আছে তালিকার তিনে। টাকা ওড়ানোর প্রতিযোগিতায় যথারীতি প্রিমিয়ার লিগই শীর্ষে। ইংলিশ এই লিগের ক্লাবগুলো মোট ৪৫ কোটি ৩০ লাখ ইউরো ঢেলেছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে ইতালির সিরি 'আ'। তাদের মোট খরচ ২৪ কোটি ৪০ লাখ ইউরো। ইতালির বাজারে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় ছিলেন লরেঞ্জো লুকা। ২ কোটি ৬০ লাখ ইউরোতে তিনি উদিনেসে থেকে নাপোলিতে যোগ দিলেও এরই মধ্যে ধারে নটিংহাম ফরেস্টে চলে গেছেন। এবার দলবদলে নিজেদের আর্থিক শক্তি জানান দিয়েছে ব্রাজিল। তাদের শীর্ষ লিগ সিরি 'আ'র ক্লাবগুলো খরচ করেছে ২০ কোটি ২০ লাখ ইউরো। তবে ব্রাজিলের দলবদলের বাজারের দরজা আরও মাসখানেকের মতো খোলা থাকবে, তাই এই অঙ্কটা আরও বাড়বে অবশ্যই। ৪ নম্বরে আছে যুক্তরাষ্ট্রের এমএলএস। তাদের খরচ ১৪ কোটি ৪০ লাখ ইউরো এবং সেখানে দলবদল চলবে আরও ৫১ দিন। তালিকার পাঁচে ফ্রান্সের লিগ আঁ, তাদের খরচ ১০ কোটি ৫০ লাখ ইউরো।

২০২৬ জানুয়ারির দলবদলে সবচেয়ে বেশি ব্যয় (শীর্ষ ১০ ক্লাব)

	ক্লাব	খরচ
১	ম্যান সিটি	৯ কোটি ৫০ লাখ ইউরো
২	ক্রিস্টাল প্যালেস	৯ কোটি ইউরো
৩	আল-হিলাল	৬ কোটি ৭০ লাখ ইউরো
৪	ওয়েস্ট হ্যাম	৫ কোটি ৬০ লাখ ইউরো
৫	টটেনহাম	৫ কোটি ৫০ লাখ ইউরো
৬	আতলেতিকো মাদ্রিদ	৫ কোটি ৪০ লাখ ইউরো
৭	ফ্লামেঙ্গো	৫ কোটি ৪০ লাখ ইউরো
৮	বোর্নমাউথ	৪ কোটি ২০ লাখ ইউরো
৯	ফেনারবাচে	৩ কোটি ৭০ লাখ ইউরো
১০	লাৎসিও	৩ কোটি ৭০ লাখ ইউরো

সূত্র : ট্রান্সফারমার্কেট

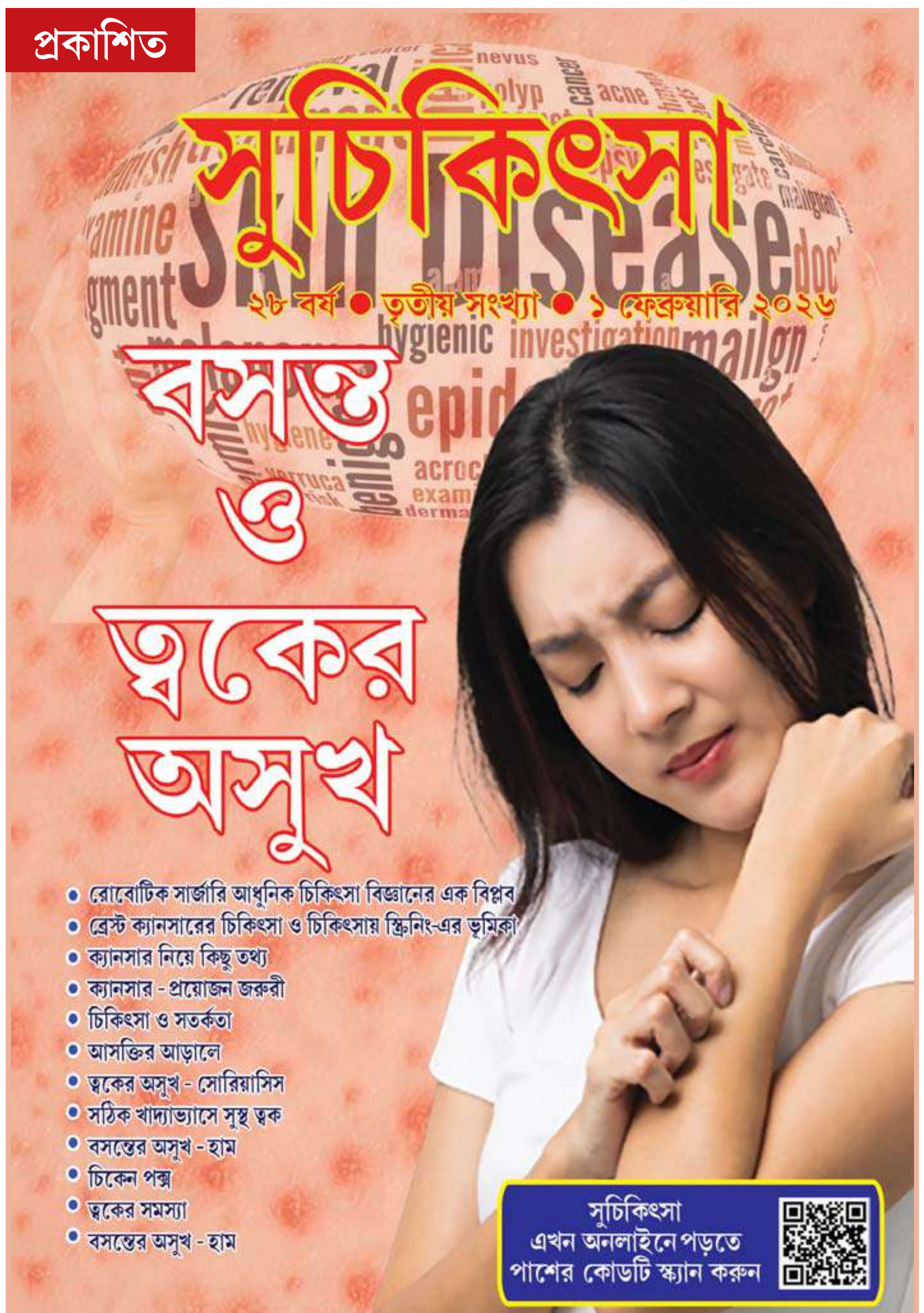

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com